দ্বি-মাসিক
শ্রমিকবার্তা
ষষ্ঠ বর্ষ ● সংখ্যা: ২২
নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২২

শোষণ-শোষকের বিরুদ্ধে কৃষক-শ্রমিকের বিজয়:
সমৃদ্ধির পথে বাধা ও করণীয়

আদর্শ পরিবার গঠনে আল্লাহর রাসুলের কতিপয় উসওয়াহ

শ্রমিক সংগঠনে ট্রেড ইউনিয়নের গুরুত্ব ও করণীয়

শ্রমজীবী নারীর বিড়ম্বনা

গৃহকর্মীর আইনি অধিকার

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আর নয় ভাড়ায় বাড়ী
ভাড়ার টাকায় নিজের বাড়ী
কিনলে চল কর্ণফুলী।

আমাদের প্রতিষ্ঠান সমূহঃ

- কর্ণফুলী ডেভেলপারস্ (প্রাঃ) লিঃ
- কর্ণফুলী হাউজিং
- কর্ণফুলী গ্রীণ টাউন লিঃ
- কর্ণফুলী ফুড প্রোডাক্টস লিঃ
- এম.রহমান বিল্ডার্স

ফ্ল্যাট সাইজ

এ : ১৪০০ বর্গফুট
বি : ১৪০০ বর্গফুট
সি : ১৪০০ বর্গফুট
ডি : ১৪০০ বর্গফুট

কর্ণফুলী সাউথ ভিউ টাওয়ার
টমছমব্রীজ,কুমিল্লা

কর্ণফুলী গ্রুপ লিমিটেড

সম্পূর্ণ তৈরী প্লট, ফ্ল্যাট, বাড়ী এককালীন ও কিস্তিতে বিক্রয় চলছে
(ইসলামী শরিয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত)

টমছমব্রীজ, কুমিল্লা। মোবাইল : ০১৭১১-১১৮২৯৮, ০১৯৪১-৮৫৬২৬১
e-mail: karnafuly_housing@yahoo.com, Web: www.karnafulygroup.com

দ্বি-মাসিক
শ্রমিকবার্তা

৬ষ্ঠ বর্ষ ▪ সংখ্যা: ২২
নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২২

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
আ.ন.ম শামসুল ইসলাম

সম্পাদক
এডভোকেট আতিকুর রহমান

নির্বাহী সম্পাদক
এডভোকেট আলমগীর হোসাইন

সম্পাদনা সহযোগী
নুরুল আমিন
আজহারুল ইসলাম
আবুল হাসেম

সার্কুলেশন
আশরাফুল আলম ইকবাল

কম্পিউটার কম্পোজ
আহমাদ সালমান

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
ইউসুফ ইসলাম

প্রকাশকাল
নভেম্বর ২০২২

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
www.sramikkalyan.org

মূল্য : ৩০ (ত্রিশ) টাকা

সূচিপত্র

শ্রমিকের দায়িত্ব মাওলানা আবুল হাশেম মোল্লা	০৩
শোষণ-শোষকের বিরুদ্ধে কৃষক-শ্রমিকের বিজয়: সমৃদ্ধির পথে বাধা ও করণীয় আশীষ মাহমুদ	০৫
আদর্শ পরিবার গঠনে আল্লাহর রাসুলের কতিপয় উসওয়াহ আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ	০৮
সংগঠন সম্প্রসারণ ও মজবুতি অর্জনে দায়িত্বশীলদের ভূমিকা মুহাম্মাদ শাহজাহান	১৪
গৃহকর্মীর আইনি অধিকার মুহাম্মাদ মনজুর হোসেন খান	১৭
শ্রমিক সংগঠনে ট্রেড ইউনিয়নের গুরুত্ব ও করণীয় এডভোকেট আতিকুর রহমান	২১
শ্রমজীবী নারীর বিড়ম্বনা এডভোকেট সাবিকুন্নাহার মুন্নী	২৪
শ্রমিক ময়দানে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের গুরুত্ব ও আমাদের করণীয় হাফেজ আব্দুল মোমিন	২৮
লোকমান হাকিমের প্রজ্ঞা ও শ্রমিক-মনিব সম্পর্ক ড. মোঃ জিয়াউল হক	৩০
আইন জিজ্ঞাসা এডভোকেট আলমগীর হোসাইন	৩২
মাসয়ালা মাসায়েল মাওলানা মুফতি মোঃ শরিফুল ইসলাম	৩৪
ফেডারেশন সংবাদ	৩৬

সম্পাদকীয়

সম্পাদকীয়

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির সবচেয়ে গৌরবদীপ্ত ইতিহাস। এই গৌরবদীপ্ত ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো অংশীদার এদেশের মেহনতি কৃষক-শ্রমিকরা। যাদের অজস্র আত্মত্যাগের ফসল আজকের বাংলাদেশ। কৃষক-শ্রমিকের রক্তে সেদিন অঙ্কিত হয়েছিল লাল সবুজের পতাকা। বিজয়ের ৫১তম বার্ষিকীতে মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানীদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।
হাজার বছর ধরে এই জনপদের কৃষক-শ্রমিকরা শাসক ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষদের দ্বারা শোষিত ও নির্যাতিত হয়ে আসছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই শোষণ-নিপীড়ন ও বৈষম্যের অবসান হয়নি। তাই এদেশের মেহনতি কৃষক-শ্রমিকরা অধীর আগ্রহে মুক্ত জীবনের প্রত্যাশায় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রহর গুনছিল। যখনই স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাক এলো তখন তারা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেরি করেনি। কৃষক-শ্রমিকদের লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে একটি স্বাধীন ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠা করা।
মহান স্বাধীনতা অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে গেলেও মুক্তিযুদ্ধের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। এখনো এদেশের কৃষক-শ্রমিকরা শোষকের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এখনো তাদের জীবনে অর্থনৈতিক মুক্তি আসেনি। তারা তাদের প্রাপ্য মর্যাদা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত। কৃষক-শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার তাগিদে দেশের সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন দলমত নির্বিশেষে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। কৃষক-শ্রমিকের ঘরে স্বাধীনতার সুফল পৌঁছাতে পারলে বিজয় তার সত্যিকার ঠিকানা খুঁজে পাবে।
বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় লোডশেডিং। লোডশেডিং এর কারণে বর্তমানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে জনজীবন রীতিমতো নাস্তানাবুদ। গ্যাস ও বিদ্যুতের এমন সংকট কারখানার উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দিয়েছে অন্যদিকে কৃষক ঠিকমত ক্ষেতে সেচ দিতে পারছে না। গ্যাস ও বিদ্যুতের এমন সংকটের মাঝে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রতিটি জিনিসের দাম ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। সেই সাথে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে বাড়ি ভাড়া, যাতায়াত খরচ, শিক্ষা-চিকিৎসা ওষুধপত্রের দাম। অথচ দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আয়-উপার্জন সেই তুলনায় বাড়ছে না। ফলে তাদের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগতভাবে কমছে। শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুরসহ স্বল্প আয়ের মানুষ এবং মধ্যবিত্ত জনগণের জীবন অনেক সংকটময় ও কঠিন হয়ে পড়েছে। সরকারকে অবশ্যই দেশের সুবিধাবঞ্চিত, হতদরিদ্র, নিম্ন আয়ের মানুষের কথা ভাবতে হবে। গ্রাম ও শহরাঞ্চলের প্রান্তিক ও শ্রমজীবী, নিম্ন আয়ের মানুষ যাতে খেয়ে-পরে পরিবার নিয়ে বাঁচতে পারে সেজন্য কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। আমরা আশা করব, সরকার দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সব সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিবে। নিশ্চিত করবে সাধারণ ও নিম্নআয়ের মানুষের ভালোভাবে বেঁচে থাকার অধিকার ও নিরাপত্তা।
স্বাধীনতার পাঁচ দশকে অসংখ্যবার ক্ষমতার পালাবদল হলেও জনগণের জীবনমানের কোন উন্নয়ন হয়নি। দীর্ঘ পাঁচ দশকব্যাপী এ জাতিরই কর্তা-ব্যক্তিদের দুঃশাসন, দুর্নীতি, সিন্ডিকেট সুশাসনের পথে পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেবল পাঁচ দশকের ইতিহাসই নয়, হাজার বছরের ইতিহাস সাক্ষী। মানব রচিত কোন মতাদর্শই সত্যিকার সুশাসনের পথ দেখাতে পারেনি, বরং পদে পদে ব্যর্থ হয়েছে। এমতাবস্থায় সুশাসনের জন্য বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী মহানবী (সা.) প্রদর্শিত ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠা করা বিকল্প কোন পথ নেই।

শ্রমিকের দায়িত্ব

মাওলানা আবুল হাসেম মোল্লা

ইসলাম আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত জীবন ঘনিষ্ঠ ভারসাম্যপূর্ণ এক জীবন বিধান। মানব জীবনের যতগুলো দিক ও বিভাগ রয়েছে সব বিষয়েই রয়েছে ইসলামী অনন্য সৌন্দর্যের ছোঁয়া। এক কথায় বলতে গেলে পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের সমন্বিত রূপই হলো ইসলাম। কিন্তু আমরা যারা ইসলামকে নিজের চূড়ান্ত জীবন দর্শন হিসেবে ঘোষণা করেছি, আমরাও নিজেদের অধিকারের ব্যাপারে যতটা সরব ও সোচ্চার; দায়িত্বানুভূতি সম্পর্কে ততটা সচেতন নই। অথচ আমরা প্রত্যেকেই যদি স্ব স্ব অবস্থান থেকে কর্তব্যের ব্যাপারে যত্নবান হই, তবেই সামাজিক স্থিতিশীলতা, পারস্পরিক সম্মানবোধ, রাষ্ট্রীয় নিয়ম শৃঙ্খলাসহ ইনসাফপূর্ণ এক কাঙ্ক্ষিত পরিবেশের দেখা মিলবে। সাধারণত শ্রমিকের অধিকার নিয়ে যে পরিমাণ আলোচনা-পর্যালোচনা, বৈঠক, সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখিত হয়, দাবি দাওয়া উত্থাপিত হয়; সে তুলনায় শ্রমিকের দায়িত্ব কর্তব্য সংক্রান্ত আলোচনা নেহায়েতই কম হয়। ফলে নিম্নে আমরা ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান ইসলামের আলোকে শ্রমিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানতে প্রয়াস পাব।

প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল: প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক বিবেক সম্পন্ন মানুষই দায়িত্বশীল। দায়িত্বের বাঁধন মুক্ত হয়ে লাগামহীন উটের মতো হেয়ালীপূর্ণ জীবন পরিচালনার অধিকার কোন মানুষেরই নেই। আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা মানুষকে আল্লাহ তায়ালা উদ্দেশ্যহীন খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করেননি। সুতরাং মানুষ বলতে যা বুঝায় পুরুষ কিংবা নারী, ধনী হোক অথবা গরিব, শিক্ষক বা ছাত্র, মালিক হোক অথবা শ্রমিক সবাই যার যার পরিসরে পূর্ণ মাত্রায় দায়িত্বশীল। তারই ধারাবাহিকতায় গায়ে গতরে খেটে খাওয়া একজন শ্রমিকও তার কর্মক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। সময়ের সাথে সময়ের কাজ সম্পন্ন করণ, অযত্ন অবহেলায় খামখেয়ালী না করে প্রতিটি সম্পদের সংরক্ষণ করা; এগুলো শ্রমিকেরই দায়িত্বের অংশ। মানুষের অধিকার ও কর্তব্যের মাঝে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় অনবদ্য সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ (সা.) তাই তো দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে পরিষ্কার বলেছেন, "তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যকেই অধীনদের (দায়িত্ব) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। ইমাম একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি, তাঁকে তাঁর অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। পুরুষ তার পরিবারবর্গের অভিভাবক, তাকে তার অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। নারী তার স্বামী-গৃহের কর্তী, তাকে তার অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। খাদিম তার মনিবের ধন-সম্পদের রক্ষক, তাকেও তার মনিবের ধন-সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। ইবনু উমার (রা.) বলেন, আমার মনে হয়, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, পুত্র তার পিতার ধন-সম্পদের রক্ষক এবং এগুলো সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। তোমরা সবাই দায়িত্বশীল এবং সবাইকে তাদের অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। (বুখারী-৮৯৩)।

শারীরিক দক্ষতা: আল্লাহ তায়ালা মানুষকে নানা বৈচিত্র্যে সৃষ্টি করেছেন। কোন মানুষই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রত্যেকেই কোন না কোন ভাবে অপরের উপর নির্ভরশীল। কেউ মেধা শক্তিতে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হলেও কায়িক পরিশ্রমে একবারেই দুর্বল। আবার কেউ কায়িক পরিশ্রমে যথেষ্ট পারঙ্গম হলেও মেধায় হয়তো ততটা সবল নয়। ফলে সবাই যার যার সক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতার আলোকে নিজ নিজ কর্ম বেছে নেয়। অন্য সকল কর্মক্ষেত্রে শারীরিক সক্ষমতা খুব বেশি জরুরি না হলেও শ্রমিক হিসেবে যারা কর্মজীবন অতিবাহিত করেন, তাদের কর্তব্য হলো, তাদের শরীরের সক্ষমতার আলোকে মালিকের সাথে কর্মচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া। অন্যথায় নিজের দুর্বলতা সত্ত্বেও যেনতেন ভাবে কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে অতঃপর সময় ক্ষেপণ করে মালিককে বিব্রত করা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তা অনেকটাই দায়িত্বহীনতা ও ধোঁকাবাজির নামান্তর। আমরা দেখতে পাই, নবী শুয়াইব (আ.) যখন তাঁর হবু শশুরের সাথে কর্মচুক্তিতে আবদ্ধ হচ্ছিলেন তখন পরিষ্কারভাবে শ্রমিকের শারীরিক দক্ষতার ব্যাপারটি আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে তুলে ধরেছেন। কুরআনের বাণী, "মেয়ে দুজনের একজন তার পিতাকে বলল, বাবা! একে চাকরিতে নিয়োগ করো, কর্মচারী হিসেবে সে ব্যক্তিই উত্তম হতে পারে যে বলশালী ও আমানতদার।" (সুরা কাসাস: ২৬)

আমানতদারিতা: আমানতদারিতা একজন মুমিনের অনিবার্য গুণ। এর খেয়ানত করা মুনাফিকের আলামত। আমরা পূর্বেই অবগত হয়েছি প্রতিটি মানুষই তার কর্মের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। তাই আমানত রক্ষা করা অন্য সকল শ্রেণি পেশার মতো একজন শ্রমিকেরও মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। মালিকের সাথে দৈনিক যত ঘণ্টার কাজের চুক্তি হয়েছে তা যথাযথভাবে পালন করা, মালিকের সরবরাহকৃত যন্ত্রাদির যত্ন করা, অসৎউদ্দেশ্যে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মালামালের চাহিদা পেশ না করা, কাজের অতিরিক্ত বেঁচে যাওয়া মালামালের হিসাব মালিককে যথাযথভাবে বুঝিয়ে দেওয়া– এ সবই আমানতদারিতার অন্তর্ভুক্ত। আমরা জানি, শ্রমিকগণ আল্লাহ তায়ালার বন্ধু। কিন্তু যে শ্রমিক আমানতদারিতার খেয়ানত করবে, সে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার বন্ধু হিসেবে সম্মানিত না হয়ে বরং প্রতারক হিসেবে চিহ্নিত হবে। আর কুরআনের বক্তব্য তো জানলাম, "কর্মচারী হিসেবে সে ব্যক্তিই উত্তম হতে পারে যে বলশালী ও আমানতদার।" (সুরা কাসাস: ২৬)

মুতাফফিফীনের অর্ন্তভুক্ত না হওয়া: মুতাফফিফীনের হওয়া খুবই মন্দ বৈশিষ্ট্য। এদের জন্য রয়েছে পরকালে মহাদুর্ভোগ। তারা হলো এমন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যারা নিজেদের অধিকার, পাওনা পূর্ণ মাত্রায়

আদায় করে নেয়, কিন্তু অপরের প্রাপ্য যথাযথ আদায় করে না। সাধারণত শ্রমিকের অধিকার আদায়ে যে পরিমাণ সামাজিক উচ্চবাচ্য হয়, সম পরিমাণে শ্রমিক তার ন্যায্য দায়িত্ব আদায় করছে কিনা? তাও গভীর পর্যালোচনার বিষয়। সে জন্য একজন শ্রমিকেরও কর্তব্য হলো এমন মন্দ আচরণ থেকে আত্মরক্ষা করা। আখেরাতে প্রকৃত বিশ্বাসী কোন মানুষ এমন হতে পারে না, এমন হওয়া গ্রহণযোগ্য নয়, চাই সে মালিক হোক কিংবা শ্রমিক হোক। কুরআনের বাণী, "ধ্বংস তাদের জন্যে যারা মুতাফফিফীন, তাদের অবস্থা এই যে, লোকদের থেকে নেবার সময় পুরোমাত্রায় নেয়, এবং তাদেরকে ওজন করে বা মেপে দেওয়ার সময় কম করে দেয়। এরা কি চিন্তা করে না, এদেরকে উঠিয়ে আনা হবে? একটি মহাদিবসে।" (সুরা মুতাফফিফীন: ১-৫)

চুক্তি পূর্ণ করা: মানুষ সামাজিক জীব। একজন অপরের সাথে গভীরভাবে দায়বদ্ধ। সামাজিক কারণে একে অপর থেকে সেবা নিতে হয়। পারস্পরিক এ সেবা দেওয়া নেওয়ার মধ্যে রয়েছে এক জাতীয় সামাজিক চুক্তি। চাই সে চুক্তি অলিখিত হোক, তাও কিন্তু চুক্তি/ওয়াদা হিসেবেই গণ্য হয়ে থাকে। অতএব দায়িত্ববান সত্তা হিসেবে একজন শ্রমিকের অন্যতম কর্তব্য হলো, তার কৃত চুক্তি যথাযথ পরিপালন করা। কেননা তা লঙ্ঘন করা ইসলামী শরীয়াতের দৃষ্টিতে গর্হিত অপরাধ। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "আর তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন করো, অবশ্যই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে।" (সুরা বনী ইসরাইল: ৩৪)।

মালিকের কল্যাণকামিতা: মালিক শ্রমিক পরস্পর দুটি পক্ষ। উভয়েরই উভয়ের প্রতি দায়বদ্ধতা রয়েছে। পরস্পর পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবা যেতে পারে না। বরং একে অপরের সহযোগী। পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাবের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে সমাজের প্রকৃত স্থিতিশীলতা ও উন্নতি। যে সমাজ মালিক শ্রমিকের পরস্পর দ্বন্দ্ব লাগিয়ে তৃপ্তি অনুভব করে সে সমাজ মনুষ্য সমাজ হতে পারে না। ইসলাম আল্লাহ তায়ালার মনোনীত অনিন্দ্য সুন্দর জীবন ব্যবস্থা হিসেবে হাদিসে "আদ দীনু আন নাসীহাহ" অর্থাৎ 'দীন হলো কল্যাণকামিতা' এ অভিধায় অভিহিত করা হয়েছে। অতএব একজন শ্রমিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো মালিকের কল্যাণ কামনা করা। কিভাবে কাজ করলে মালিকের সমৃদ্ধি হবে তা চিন্তা ভাবনা করা একজন মুমিন শ্রমিকের ঈমানী দায়িত্বও বটে।

সাওয়াবের প্রত্যাশায় পরিশ্রম করণ: মুমিনের কোন তৎপরতাই আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টির বাহিরে নয়। আহকামুল হাকিমীন মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাহর কোন কাজকেই অবহেলা করেন না। তা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন। একটা মাছি সমান সৎকর্মও যদি কোন বান্দার যথাযথ নিয়মে সম্পাদিত হয়, আল্লাহ তায়ালা তাকে সে পুরস্কার দিতেও কার্পণ্য করবেন না, সুবহানাল্লাহ। সুতরাং একজন শ্রমিক কাজ করে শুধু দুনিয়াতেই পারিশ্রমিক পাবেন তাই নয়, বরং আখেরাতেও সে উন্নত মর্যাদার অধিকারী হবে, ইনশাআল্লাহ। অতএব একজন শ্রমিকের উচিত পরকালীন সাওয়াবেরও আশায় শ্রম ব্যয় করা। হাদিসের বাণী, "তিন ধরনের লোকের জন্যে দুটি পুণ্য রয়েছে, তার মধ্যে এক শ্রেণি হলো, যে বান্দা আল্লাহর হক আদায় করে এবং তার মালিকেরও হক আদায় করে।" (বুখারী-৯৭)।

মিথ্যার আশ্রয় না নেওয়া: মিথ্যা ভয়ংকর কবিরা গুণাহসমূহের একটি। মিথ্যাকে বলা হয় সকল পাপের মূল। যে নিজে মিথ্যা বলা ও মিথ্যা কর্মে অভ্যস্ত, তার সাথেও যদি কেউ মিথ্যা বলে তাও সহ্য করতে পারে না। মিথ্যাবাদীর জন্য জাহান্নামের অবধারিত শাস্তি তো আছেই, তদুপরি দুনিয়াতেও সে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়, ঘৃণিত হয়। সবার ধিক্কার তার প্রতি বর্ষিত হয়। বলা হয়ে থাকে "কাউকে মিথ্যা বলে হাসানোর চেয়ে সত্য বলে কাঁদানো অনেক ভালো।" সে জন্য একজন প্রকৃত মুমিন কখনো মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে না। একজন শ্রমিকের জন্যও তাই মিথ্যার আশ্রয় না নেওয়া উচিত। শ্রমিকের যতটুকু সুযোগ আছে নির্ধারিত বিনিময়ে মালিককে ততটুকু সেবা দিবে। রং চং লাগিয়ে সাময়িকভাবে মালিককে প্রতারিত করতে সক্ষম হলেও ভবিষ্যতে এ শ্রমিককে মালিক কোনভাবেই বিশ্বাস করবে না। ফলে নিজেদের মধ্যেই তিক্ততা শুরু হবে, আর পরকালের শাস্তি তো আরও সর্বনাশা ও ভয়ংকর হবে।

ইহসান করা: ইহসান তথা সদাচার ইসলামী জীবন বিধানের অতি উচ্চ মানের একটা গুণ। ইহসান বলা হয়, কর্মকে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করা, কাউকে তার প্রাপ্যের চেয়েও বেশি প্রদান করা। আল্লাহ তায়ালা ইহসানকারীদেরকে অত্যাধিক পছন্দ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "সদাচারের প্রতিদান সদাচার ছাড়া আর কী হতে পারে?" (সুরা আর রাহমান: ৬০)। একজন শ্রমিকেরও ইহসানের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। কাঁটায় কাঁটায় অক্ষরে অক্ষরে দায়িত্ব পালন করেই কাট খোট্টার মতো সটকে পড়া ইসলামের কাঙ্ক্ষিত চাহিদার সাথে খাপ খায় না। কিভাবে একটু বাড়তি আন্তরিকতার সাথে মালিকের প্রতি ইহসান করা যায়, তার চিন্তা করা উচিত। আশা করা যায় এতে করে মালিকও তার শ্রমিকের প্রতি আরও আন্তরিক হওয়ার প্রয়াস পাবে। আর যদি কোন নির্দয় মালিক তার শ্রমিকের পক্ষ থেকে ইহসান পেয়েও অবমূল্যায়ন করে, শ্রমিকের প্রতি ইহসান নাও করে; অবশ্যই তার চেয়েও মহান মালিক সে শ্রমিকের প্রতি মহা ইহসান করবেন, তার প্রাপ্যের চেয়েও আরও অনেক বেশি দিবেন, ইনশাআল্লাহ।

মালিককে সম্মান করা: আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীকে ভারসাম্যপূর্ণভাবে সাজিয়েছেন। কোথায়, কাকে, কিভাবে, প্রতিষ্ঠিত করবেন এটা আল্লাহ তায়ালার অসীম হেকমতের অংশ। মানুষের পক্ষে তার গূঢ় রহস্য ভেদ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা কাউকে মালিক বানিয়ে পরীক্ষা করছেন, আবার কাউকে শ্রমিক বানিয়ে পরীক্ষা করছেন। এ সবই মহান মালিকের দীর্ঘ মেয়াদি পরীক্ষার ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। যদিও কে মালিক আর কে শ্রমিক আল্লাহ তায়ালার কাছে চূড়ান্ত বিচারে তা সম্মানের মানদণ্ড নয়, আল্লাহ তায়ালাকে কে কতটুকু ভয় করে, কতটুকু মেনে চলে তা-ই প্রকৃত মানদণ্ড। তথাপিও আল্লাহ তায়ালা আপাতত সামাজিক বিচারে, পরীক্ষার অংশ হিসেবে শ্রমিকের চেয়ে মালিককে একটু বেশি সম্মানিত করেছেন। অতএব একজন শ্রমিকের দায়িত্ব হলো মালিকের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা, তার প্রতি অযথা অবজ্ঞা প্রদর্শন না করা। রাসুল (সা.) বলেছেন, "তোমরা মানুষের সঙ্গে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করো।" (আবু দাউদ: ৪৮৪২) তবে প্রসঙ্গত জেনে রাখা ভালো, কোন মালিক যদি তার শ্রমিকের উপর জুলুম করে, অবশ্যই সে শ্রমিকের হক দাবি করার জোর অধিকার রয়েছে। রাসুল (সা.) বলেছেন, "নিশ্চয়ই হকদারের (কড়া) কথা বলার অধিকার রয়েছে।" (বুখারী-২৩০৬)।

প্রবন্ধে শ্রমিকের দায়িত্ব কর্তব্য নিয়ে আলোচনা প্রাধান্য পেলেও, শ্রমিকের অধিকার নিয়েও আমাদের সচেতন হওয়া অবশ্যই কর্তব্য। আল্লাহ তায়ালা মালিক শ্রমিক উভয় পক্ষকেই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আন্তরিক হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

লেখক: ইসলামী চিন্তাবিদ

শোষণ-শোষকের বিরুদ্ধে কৃষক-শ্রমিকের বিজয়: সমৃদ্ধির পথে বাধা ও করণীয়

আশীষ মাহমুদ

১.

৫৬ হাজার বর্গমাইলের এই ভূখণ্ড হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ। বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী এই জনপদ কালের পরিক্রমায় বহু শাসকের দ্বারা শাসিত হয়েছে। ইতিহাসের পাতায় অধিকাংশ শাসকের পরিচয় শোষক হিসেবে সমাদৃত হয়েছে।

এই সকল শাসকের শোষণের বিরুদ্ধে এই দেশের কৃষক-শ্রমিকরা আজীবন লড়াই করেছে। লড়াই করেছে নিজেদের স্বাধীনতার জন্য। লড়াই করেছে নিজেদের আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য।

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন। পলাশী আম্রকাননে ব্রিটিশদের দ্বারা বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়। পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ এই জনপদের কৃষক-শ্রমিকরা ব্রিটিশদের দ্বারা অতীতের ন্যায় অতিমাত্রায় শোষিত হতে থাকে। অবশেষে বহু বিদ্রোহ ও সংগ্রামের চূড়ান্ত ফল হিসেবে ব্রিটিশরা উপমহাদেশ থেকে বিদায় নেয়।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শোষকের বিরুদ্ধে কখনোও সুবিধাভোগী উচ্চবিত্ত শ্রেণি শোষকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেনি। তারা শোষিত মানুষের পক্ষে নিজেদের কণ্ঠকে উচ্চকিত করেনি। বরং শাসকের শোষণের পক্ষ নিয়েছে। সব সময় শোষিত জনগোষ্ঠীকে শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে। শাসকের বৃত্ত ভাঙতে মেনে নিতে হয়েছে অজস্র আত্মত্যাগ। সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন নিয়ে পথ তৈরি করতে একের পর এক আন্দোলনের সূচনা করতে হয়েছে। তেভাগা, নীল চাষ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের পেছনে সবচেয়ে বড়ো শক্তি ছিল কৃষক শ্রমিকরা। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর রক্তে অঙ্কিত হয়েছে বিজয়ের পতাকা।

১৯৪৭ সালে আগস্ট মাসে উপমহাদেশকে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুই ভাগে বিভক্ত করে বিদায় নেয় ব্রিটিশরা। ভারত একটি ভূখণ্ডের দেশ হলেও পাকিস্তান ছিল দুটি আলাদা ভূখণ্ড। যার একটি থেকে অপরটির দূরত্ব ছিল প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার। ভৌগলিক দূরত্বের পাশাপাশি ভাষা, জাতিসত্তা, সংস্কৃতিতে দুটো ভূখণ্ড ছিল আলাদা প্রকৃতির। ফলে ব্রিটিশদের থেকে স্বাধীনতার মাত্র ২৫ বছরের মাথায় পাকিস্তান আবার বিভক্ত হয় এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে।

২.

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে দুটি আলাদা ভূখণ্ড একটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে ভৌগলিক দূরত্বকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছিল। ব্রিটিশ শোষণের অবসান ঘটিয়ে একটি বৈষম্য মুক্ত ও শোষণহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় স্বপ্নে বিভোর ছিল বাঙালিরা। কিন্তু ব্রিটিশদের প্রায় দুই বছরের শাসনে জন্ম নেওয়া এই দেশীয় শোষকদের দ্বারা সেই আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের ইতি ঘটে।

পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র সৃষ্টির পেছনে যারা নেতৃত্বে ছিলেন তাদের অধিকাংশ বাসস্থান হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানকে বেছে নেন। রাজা যেখানে থাকেন সেটা হয় রাজধানী। সেই সুবাধে পশ্চিম পাকিস্তান হয়ে উঠে রাজধানী। ক্ষমতা, রাজনীতি-অর্থনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা, প্রশাসন, প্রতিরক্ষার কেন্দ্রস্থল।

ফলে নবগঠিত পাকিস্তানের পশ্চিম পাকিস্তান হয়ে উঠে প্রথম শ্রেণির নাগরিকদের আবাসস্থল। আর পূর্ব পাকিস্তান দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকদের। যদিও সমগ্র পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস করতো। পদে পদে পূর্ব পাকিস্তানকে অবহেলা ও শোষণের শিকার হতে হয়। ১৯৪৭ সালে যেখানে দুই পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ছিল সমান সেখানে ১৯৭১ সালে পশ্চিমের মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হয়ে যায়।

এই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে শত শত স্কুল বন্ধ হয়ে যায় বিনিয়োগের অভাবে। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে স্কুলের সংখ্যা তিনগুণ হয়ে যায়। সরকারি অফিস-আদালতে বাঙালিদের নিয়োগ দেওয়া হতো না। পূর্ব পাকিস্তানে পর্যাপ্ত কাঁচামালের যোগান থাকলেও বিনিয়োগের অভাবে সেভাবে শিল্প-কলকারখানা গড়ে ওঠেনি। পূর্বের কাঁচামাল দিয়ে চলতো পশ্চিমের কলকারখানা। ফলে পশ্চিমের উৎপাদিত পণ্যের বাজার হয়ে যায় পূর্ব পাকিস্তান।

অন্যদিকে সরকারের উন্নয়ননীতি ছিল চরম একপেশে। পশ্চিমের তুলনায় পূর্বে জনসংখ্যা বেশি হলেও উন্নয়নের জন্য সরকারি বরাদ্দ

ছিল বৈষম্যমূলক। পাকিস্তানের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী (১৯৫০-৫৫) পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকার থেকে মাত্র ২০ শতাংশ উন্নয়ন বরাদ্দ পেয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী (১৯৬৫-৭০) সেই বরাদ্দ বাড়লেও তা ছিল ৩৬ শতাংশ। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের বরাদ্দ দেওয়া জন্য বিভিন্ন প্রকল্প থেকে অর্থ প্রকাশ্যে ও গোপনে পশ্চিম পাকিস্তানের তহবিলে নিয়ে যেতো। বিভিন্ন জটিল কর ব্যবস্থার আড়ালে ও তহবিলের বিভিন্ন খরচ দেখিয়ে ২৫ বছরে ২৬০ কোটি ডলার নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

অবকাঠামোগত উন্নয়নের বৈষম্যের পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে পূর্ব পাকিস্তান চরম বৈষম্যের শিকার হয়। ১৯৫১ সালের পূর্বে পাকিস্তানে গ্রাজুয়েট ছিল ৪১ হাজার এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৪৫ হাজার। ১৯৬১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে গ্রাজুয়েট হয় ২৮ হাজার এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৫৪ হাজার। উচ্চ শিক্ষায় ১০ বছরে পূর্বে শিক্ষার্থী ৩২ শতাংশ কমে গিয়েছিল। আর পশ্চিমে বেড়েছিল ২১ শতাংশ। এই সময় সরকারি বৃত্তি, অনুদান পশ্চিমের শিক্ষার্থীরা পেতো। পূর্বের শিক্ষার্থীরা বৃত্তি, অনুদানের খবর (বিজ্ঞাপন) যখন জানতো ততদিনে আর আবেদনের সময় থাকতো না। চাকরি যেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রার্থীরা না পায় এক্ষেত্রে একই কৌশল তারা অবলম্বন করতো।

আগেই বলেছি পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের উৎপাদিত শিল্প পণ্যের প্রধান বাজার হয়ে উঠেছিল। সরকারি হিসাব মতে ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের বাণিজ্যে পশ্চিমের উদ্বৃত্ত দাঁড়ায় ১০ কোটি ডলার। এই বৈষম্যমূলক বাণিজ্যের কারণে পশ্চিমের জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নত হলেও পূর্বের জনগোষ্ঠীর জীবনমান অবনমন হয়েছিল।

এটি থেকে উত্তরোণের একমাত্র পথ ছিল পূর্বে প্রচুর পরিমাণ বিনিয়োগ। কিন্তু সরকারি বেসরকারি বিনিয়োগ করা হয়নি। বেসরকারি বিনিয়োগ ছিল নামমাত্র। অন্যদিকে সরকারি বিনিয়োগ সময়মত কখনো আসেনি। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল যৎ সামান্য।

১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। এতো বড়ো দুর্যোগে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী নীরবতার ভূমিকা পালন করে। তারা দেশের কোথাও গিয়ে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পাশে দাঁড়ায়নি। ঘূর্ণিঝড়ের একমাস পরেও বিভিন্ন জায়গায় ত্রাণ পৌঁছানো যায়নি। অর্থনৈতিকভাবে পূর্ব পাকিস্তান কতটা দুর্বল ছিল এটি তার একটি উদাহরণ।

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিবিদদের ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে দূরে রাখার পাশাপাশি পশ্চিমরা পূর্বের মানুষদের সরকারি চাকরি ও সেনাবাহিনীতে প্রতিনিধিত্ব করা থেকে বিরত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। ১৯৬৯ সালে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণের পর ঘোষণা দেন সেনাবাহিনীতে বাঙালি নিয়োগ বাড়ানো হবে। কিন্তু তার এই ঘোষণা বাস্তবায়িত হয়নি। পাকিস্তান সৃষ্টির পর একজন বাঙালি সচিব পেতে ১৫ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। ১৯৬৪ সালে দুইজন বাঙালি সচিব নিয়োগ দেওয়া হয়।

সরকারি-বেসরকারি এহেন বৈষম্য পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। এবং তাদের মন মানসে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। বছরের পর বছর চলা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বাঙালির সংস্কৃতির ওপর শাসকগোষ্ঠীর হস্তক্ষেপের চূড়ান্ত ফলাফল হিসাবে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা ঘটে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং শ্রেণিবৈষম্যহীন ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এদেশের আপামর মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেই সময়ের ৮৫ শতাংশ মানুষ ছিল কৃষক ও কৃষি শ্রমিক। সুতরাং চোখ বন্ধ করে দিয়ে বলা যায় এই স্বাধীন ভূমি প্রতিষ্ঠার জন্য কৃষক ও শ্রমিকরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে লাখো শহীদের তালিকা যেদিন প্রকাশ হবে সেদিন দেখা যাবে দেশের এই মেহনতি মানুষরাই নিজেদের সর্বোচ্চ সম্পদ দেশমাতৃকার জন্য বিলিয়ে দিয়ে লাল সবুজের পতাকা অঙ্কন করেছে। শোষকের শোষণের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে।

৩.

যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুর্নগঠনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা রেখেছে কৃষক-শ্রমিক ও মজুররা। তাদের ঘামে শ্রমে ধীরে ধীরে বাংলাদেশ আজকের এই পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে রফতানিমুখী সেক্টরে নিয়োজিত শ্রমিক, প্রবাসী শ্রমিক ও কৃষকদের সম্মিলিত প্রয়াস গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

কৃষক-শ্রমিকরা দেশের স্বাধীনতা এনে ক্ষান্ত হয়নি। এই স্বাধীনতা অর্থবহ করতে দিনরাত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। বিশেষত একটি নতুন দেশকে স্বাভাবিক ধারায় পরিচালিত করতে শত প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়। বাংলাদেশ এই প্রতিকূল পরিস্থিতি কৃষক-শ্রমিকের শ্রমের ওপর ভর করে পেরিয়ে এসেছে।

বাংলাদেশ প্রাকৃতিকভাবে দুর্যোগ প্রবণ দেশ। বছরের একটি দীর্ঘ সময় এদেশে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরাসহ নানা দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হয়। এসব দুর্যোগ মাড়িয়ে কৃষকরা তাদের কর্মের দৃঢ়তা দিয়ে কৃষির অগ্রগতি বজায় রেখেছেন। বর্তমানে দেশের ৪৭ শতাংশ শ্রমশক্তি কৃষিখাতে নিয়োজিত।

অন্যদিকে দেশের প্রবৃদ্ধি অর্জনে রফতানি খাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশের পোশাক শিল্প ও অন্যান্য রফতানিমুখী শিল্প দেশকে ইতোমধ্যে দেশকে স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় নিয়ে যেতে অসামান্য অবদান রেখেছে। বিশেষত স্বাধীনতার পর পোশাক শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতির চেহারা আমূল বদলে দিয়েছে। এই খাতে দিনরাত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করছে পোশাক শ্রমিকরা।

দেশে পরিবার পরিজন রেখে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করতে অসংখ্য শ্রমিক প্রবাস জীবনকে বেছে নিয়েছে। প্রবাসে তারা কঠোর পরিশ্রম করে প্রতিদিন কোটি কোটি ডলার রেমিটেন্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করছে।

দেশের স্বাধীনতাকে যারা অর্থবহ করতে এতো এতো অমানুষিক পরিশ্রম করে যাচ্ছে সেই শ্রমিকদের কাঙ্ক্ষিত মূল্যায়ন করতে পারেনি রাষ্ট্র। যারা দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারা পদে পদে লাঞ্চনা-বঞ্চনা, নির্যাতন-নিপীড়ন ও শোষণের শিকার হচ্ছে। আজ তাদের সমাজ রাষ্ট্রে সামাজিক মর্যাদা ও সম্মান নেই। এটি রাষ্ট্রের জন্য যতটা দুঃখজনক তার চেয়েও বেশি আঘাত স্বাধীনতার ওপর। এই শ্রমিকদের পূর্ব পুরুষরা দেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল।

অন্যদিকে মহান মুক্তিযুদ্ধের যে লক্ষ্য গণমানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি তা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। আমরা ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর একটি স্বাধীন ভূখণ্ড পেয়েছি। এটি আমাদের সফলতা। কিন্তু স্বাধীন ভূখণ্ডকে অর্থবহ করতে পারে মানুষের অর্থনৈতিক সামর্থ্য। কিন্তু এটি গত ৫১

বছরে কতটুকু অর্জিত হয়েছে আজ সর্বমহলে সেই প্রশ্ন উঠছে।

দেশের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ কৃষক-শ্রমিক। তারা দেশের অর্থনৈতিক চাকা সচল রাখতে পরিশ্রম করে যাচ্ছে। তার ওপর ভর দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি হচ্ছে। কিন্তু কৃষক শ্রমিকের ভাগ্যের পরিবর্তন হচ্ছে না। স্বাধীনতার আগে তারা যে বৈষম্যের শিকার হতো আজ কিছুটা কমলেও খুব বেশি যে কমেছে তার জোর গলায় বলা যায় না। আমাদের দেশের শ্রমিকদের অবস্থা কতটা অসহায় তা করোনা মহামারী চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে গেছে। এই কঠিন দুর্যোগে দুবেলা খাবারের জন্য শ্রমিকদের সমাজের বৃত্তবানদের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়েছে।

অথচ স্বাধীন বাংলাদেশে কৃষক-শ্রমিকদের এই করুণ দশা থাকার কথা না। পাকিস্তান আমলে দেশের কৃষক-শ্রমিকদের ওপর যারা বৈষম্য চালিয়েছিল তারা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী শোষক গোষ্ঠী। কিন্তু আজকে কারা আপন ভূমিতে কৃষক শ্রমিকদের ওপর শোষণ-নিপীড়ন ও জুলুম চালাচ্ছে? বলা হয় পাকিস্তান আমলে ২২টি পরিবারের হাতে পাকিস্তানের অর্থনীতি বন্দি ছিল। আমাদের দেশে কারা অর্থনীতিকে কুপোকাত করে রেখেছে?

আজ জাতীর সামনে প্রশ্ন কেন কৃষকরা তাদের উৎপন্ন পণ্যের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত। কেন শ্রমিকরা দিনরাত পরিশ্রম করে তাদের শ্রমের ন্যায্যমূল্য পায় না। এই সকল প্রশ্নের উত্তর যতদিন না পাওয়া যাবে ততদিন দেশের সমৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ হবে।

৪.

পাকিস্তান আমলের ২২ পরিবার থেকে আজ বাংলাদেশে ২২ হাজার পরিবার তৈরি হয়েছে। যারা শ্রমজীবী মানুষের স্বপ্ন ও শ্রমকে গলাটিপে হত্যা করে নিজেরা বিলাসী জীবন-যাপন করছে। এই সুবিধাভোগী ও উচ্চবিলাসী মানুষদের জন্য আমরা আমাদের স্বাধীনতার অন্যতম লক্ষ্য শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা আজও করতে পারিনি। সুবিধাভোগীরা যারা যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকে তাদের সাথে মিশে গিয়ে কৃষক-শ্রমিকদের ওপর শোষণ-নিপীড়ন ও জুলুম অব্যাহত রাখে। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার জন্য শাসকগোষ্ঠীকে অবশ্যই এই সিন্ডিকেটের করাল গ্রাস থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তাদের অশুভ শক্তি থেকে দেশের মেহনতি কৃষক ও শ্রমিকদের রক্ষার জন্য শাসকদের ভূমিকা পালন করতে হবে।

বিশেষত দেশের কৃষকদের উৎপন্ন পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাইয়ে দিতে সরকারকে বিশেষ ভূমিকা রাখতে হবে। ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার কারণে ইতোমধ্যে বহু কৃষক চাষাবাদ ছেড়ে দিয়েছে। কৃষকরা চাষাবাদ না করার কারণে আমদানী নির্ভরতা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। ফলে চাপ বাড়ছে অর্থনৈতির ওপর।

আর যে সকল শ্রমিকরা প্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রম দিচ্ছে তাদেরও শ্রমের ন্যায্যমূল্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নামমাত্র মজুরি দিয়ে অনেক মালিকপক্ষ নিজেদের পকেট ভারী করে বিদেশে অর্থ-সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে। সরকারকে এক্ষেত্রে কঠোর নজরদারি করতে হবে। যেন আমার দেশের শ্রমিকের হাড় ভাঙা পরিশ্রমের সুফল অন্যদেশ না পায়।

দেশের শ্রমশক্তির দুই তৃতীয়াংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত। এরাই সবচেয়ে করুণ অবস্থায় জীবন-যাপন করে। এদের ঘরে এখনো স্বাধীনতার সূর্য উদিত হয়নি। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জীবনমান ন্যূনতম স্বাভাবিক ধারায় আনার জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সাথে একীভূত করতে হবে। ওয়ার্ড বা ইউনিয়ন ভিত্তিক শ্রমিকদের নাম ডিজিটাল ব্যবস্থার সুফল নিয়ে তালিকা করতে হবে। এই তালিকা অনুযায়ী সপ্তাহ বা মাস ভিত্তিক তাদের বিশেষ প্রণোদনা দিতে হবে। বিশেষ করে করোনা মহামারীর মত আর কোন দুর্যোগ এলে যেন তারা সবার আগে সরকারি সহযোগিতা পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে।

সর্বোপরি দেশের শ্রমজীবী মানুষদের ঘরে স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ পৌঁছিয়ে দিতে দেশে একটি আদর্শিক শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই শ্রমনীতি হচ্ছে ইসলামী শ্রমনীতি। ইসলামী শ্রমনীতিতে মালিক-শ্রমিক উভয়ের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এতে কারও প্রতি অবিচার বা শোষণের সুযোগ রাখা হয়নি।

আজকে দেশে ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠা না থাকার কারণে শ্রমজীবী মানুষের এতো দুর্দশা। আর এই সুযোগে একশ্রেণির অসাধু মালিকপক্ষ ও ব্যবসায়ীরা কৃষক ও শ্রমিকদের শ্রমের অবমূল্যায়ন করছে।

বর্তমানে দেশে প্রচলিত পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কৃষক-শ্রমিকদের জীবন দুঃসহ করে তুলেছে। মানুষ রচিত মতবাদ দিয়ে মেহনতি মানুষের মুক্তি অসম্ভব। কেননা এসব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রচিত হয় ধনীকে আরও ধনী করার জন্য। আর গরিবদের আরও নিঃস্ব করার জন্য। এসব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এমন ফাঁক ফোকর রাখা হয় যেন ধনীরা সহজে বেড়িয়ে যেতে পারে।

দেশের স্বার্থে ও স্বাধীনতার পরিপূর্ণ স্বাদ পেতে কৃষক শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ভ্রান্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে সরে আসতে হবে। তার স্থলে আদর্শিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। এই আদর্শিক অর্থনীতি ব্যবস্থার নাম ইসলামী অর্থনীতি। ইসলামী অর্থনীতি সকল কালের সকল মানুষের জন্য কল্যাণ স্বরূপ। এটি মালিক-শ্রমিক উভয়ের ন্যায়সঙ্গত অধিকার নিশ্চিত করেছে। ইসলামী অর্থনীতিতে সকল সমস্যার স্থায়ী সমাধান নিহিত রয়েছে।

বাংলাদেশ তার বিজয়ের ৫০তম বছর পেরিয়ে গেছে। এটি একটি রাষ্ট্রের জন্য যেমন মাইলফলক। তেমনিভাবে যখন পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখতে হয় এখনো বহু বনি আদম রাস্তায় খোলা আকাশের নিচে রাত্রি যাপন করে। অসংখ্য মানুষ দুবেলা দুমুঠো খাওয়ার জন্য দিকবেদিক ঘুরে বেড়ায়। যখন স্বল্পমূল্যে পণ্য কেনার জন্য টিসিবি ট্রাকে প্রতিদিন সূর্য ওঠার আগেই হাজারও মানুষের ভীড় বাড়তে থাকে। তখন আর বুঝতে বাকি না দেশে স্বাধীনতা কতটা অর্থবহ হয়েছে।

তাই আসুন আর দেরি না করে ভ্রান্ত মতবাদ ও পথ ছুড়ে ফেলে দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত চির শান্তির পথে ফিরি আসি। কৃষক-শ্রমিকের জীবনে অনাবিল শান্তি ও কল্যাণ ফিরিয়ে আনতে এই বিজয় দিবসে দীপ্ত শপথ গ্রহণ করি।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিষ্ট
mahmudashish@yahoo.com

আদর্শ পরিবার গঠনে আল্লাহর রাসুলের কতিপয় উসওয়াহ

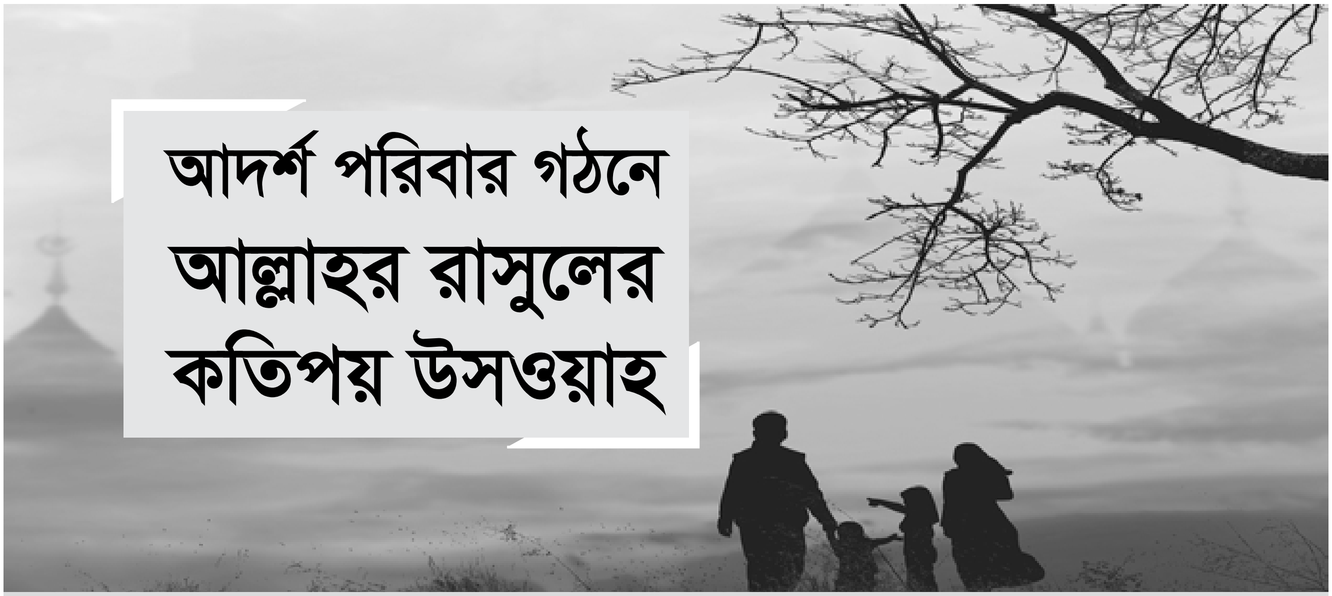

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

গত সংখ্যার পর......

সাফিয়্যাকে উটের পিঠে উঠতে হাঁটু গেড়ে সহযোগিতা

সাফিয়্যা ছিলেন নবী করিম (সা.) এর অন্যতম স্ত্রী। তিনি কিছুটা খাটো ছিলেন ফলে উটের পিঠে আরোহন করতে কষ্ট হতো। তাই রাসুলে কারিম (সা.) তাঁকে সাহায্য করার জন্য নিজের হাঁটু পেতে দিতেন। সাফিয়্যা সেই হাঁটুতে পা রেখে উটের হাওদায় উঠতেন। (সহীহ বুখারী)। সাফিয়্যা (রা.) বলেন, একবার রাসুল (সা.) তাঁর স্ত্রীদের সাথে হজে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে আমার উট বসে পড়ল। কারণ আমার উট ছিল দুর্বল। তাই আমি কেঁদে ফেললাম। নবী (সা.) আমার কাছে আসলেন। আমার চোখের পানি নিজের জামা ও হাত দিয়ে মুছে দিলেন। (মুসনাদে আহমদ)।

উম্মুহাতুল মুমীনদের জীবন থেকে কতিপয় ঘটনা

দাম্পত্য জীবনে রাসুল (সা.) ছিলেন একজন উত্তম ও আদর্শবান স্বামী। তিনি এগারজন বিবির সাথে ঘর-সংসার করেছেন। তন্মধ্যে দুজন হযরত খাদীজা ও যায়নাব বিনতে খুযাইমা (রা.) তাঁর জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেন। নয়জন স্ত্রী তাঁর ইন্তেকালের পর জীবিত ছিলেন। এ ভাগ্যবতী নারীগণ রাসুলে কারিমের সান্নিধ্যে এসে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারীদের কাতারে নিজেদেরকে শামিল করেছেন। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাঁদেরকে নারী জাতির আদর্শিক মডেল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা সাধারণ মহিলাদের মত নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে পর-পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, যাতে রোগগ্রস্থ দিলের মানুষ লোভে পড়ে যায়, বরং সোজাসুজি ও স্পষ্টভাবে কথা বলো। তোমরা স্ব-গৃহে অবস্থান কর এবং জাহেলি যুগের মতো সাজ-সজ্জা দেখিয়ে বেড়িও না। নামাজ কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য কর। আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।" (সুরা আহযাব: ৩২-৩৩) এখানেই মহান আল্লাহ নবীপত্নীদের মর্যাদার ইতি টানেননি। বরং তাঁদেরকে মুসলিম উম্মার মায়ের আসনে স্থান দেন। এর মাধ্যমে তাদের সম্মান ও মর্যাদার চূড়ান্ত স্বীকৃতির ঘোষণা দেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

"অবশ্য নবী ঈমানদারদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়েও বেশি অগ্রগণ্য। আর নবীর স্ত্রীগণ তাদের মাতা।

সহীহ বুখারীতে এসেছে, রাসুল (সা.) এর স্ত্রীগণ দুটো দলে বিভক্ত ছিলেন। ১ম দলে ছিলেন হযরত আয়েশা, হাফসা, সাফিয়্যাহ, সাওদা (রা.)। ২য় দলটিতে ছিলেন হযরত উম্মে সালমা (রা.) সহ রাসুল (সা.) এর অন্যান্য স্ত্রীগণ। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, নবী পরিবারে যারা বসবাস করতেন তারা ছিলেন মানুষ। মানবীয় গুণাবলির উর্ধ্বে তাঁরা ছিলেন না। এছাড়া রাসুল (সা.) নিজেও ছিলেন সেরা মানুষ। অবশ্য রাসুলুল্লাহর (সা.) জীবনের ছোট বড়ো ঘটনা মধ্যে রয়েছে মানবজাতির জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। আল্লাহ তায়ালা এসব ঘটনার মাধ্যমে মানবজাতিকে বিভিন্ন বিধি-বিধান ও আচরণের বাস্তব শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। তা না হলে নবীর জীবনে এসব ঘটনা না ঘটালেও পারতেন। বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে নবী পরিবারের বিভিন্ন ঘটনাবলী এবং তাঁরা আল্লাহর রাসুলের সাথে কিভাবে জীবন যাপন করেছেন তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি কয়েকটি দিক উল্লেখ করছি।

উম্মুহাতুল মুমীনগণ রাসুল (সা.) আসার আগে ঘর গুছিয়ে রাখতেন এবং নিজেরা সুন্দর পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন। তিনি বাহির থেকে আসার শব্দ শুনলে দরজা খুলে মুচকি হেসে অভ্যর্থনা জানাতেন। হযরত আয়েশা (রা.) রাসুলে কারিম (সা.) এর গায়ের কোট খুলতে সাহায্য করতেন। রাসুল (সা.) ঘর থেকে বের হওয়ার আগে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়িয়ে দিতেন এবং ঘর থেকে বের হতে কাপড় চোপড় প্রস্তুত করতে সাহায্য করতেন। হযরত আয়েশা (রা.) রাসুলে কারিম (সা.) এর ইন্তেকালের আগে বলেছেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ আপনার মেসওয়াক চিবাতে কষ্ট হচ্ছে আমি একটু চিবিয়ে নরম করে দিই?

হযরত আয়িশাকে জিবরীলের সালাম ও চড়ুইভাতি এবং পুতুল খেলার ঘটনা:

عَائِشَةُ শব্দের অর্থ: জীবিত ও সুখী জীবন যাপনকারী। নবী করীম (সা.) আয়িশাকে কখনো عَائِشَةُ (আয়িশু) বলে ডাকতেন। ইমাম বুখারী (রহ.) আয়িশা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: একদা রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাকে ডেকে বললেন, হে আয়িশু, জিবরাইল (আ.) তোমাকে সালাম জানাচ্ছেন। সাধারণত রাসুল (সা.) তাঁকে يَابِنْتَ الصِّدِّيْقِ, يَابِنْتَ أَبِيْ بَكْرٍ (হে সিদ্দীকের মেয়ে। হে আবু বকরের মেয়ে) বলে ডাকতেন। আয়িশা (রা.) ও অন্যসব শিশুদের মত খেলাধুলার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তিনি দৌড়-বাজি, চড়ুই-ভাতি, দোলনায় চড়া ও পুতুল খেলায় খুব বেশি আনন্দ, উপভোগ করতেন। সমবয়সী প্রতিবেশি মেয়েরা তাঁর কাছে আসত এবং তিনি অধিকাংশ সময় তাদের সাথে খেলাধুলা করতেন। দৌড় প্রতিযোগিতায় তিনি কখনো হারেননি। সর্বদা বিজয়ী হতেন। প্রতিযোগিতায় জিতে তিনি কখনো আনন্দ উল্লাস করতেন না, হাসতেন না, গর্ব করতেন না, এমনকি পরাজিতাদের সাথে তিনি এমন আচরণ করতেন না, যাতে তারা মনে কষ্ট পায়, বরং তিনি তাদের সাথে এমন আচরণ করতেন, যাদ্বারা তারা পরাজয়ের গ্লানি ভুলে যেত। আয়িশা (রা.) এর বান্ধবী আসমা বিনত ইয়াযীদ বলেন, আমি যখন দৌড় প্রতিযোগিতায় হেরে যেতাম, তখন আয়িশা (রা.) আমাকে এবং অন্যান্য পরাজিত বান্ধবীদেরকে নিয়ে তাঁর বাসায় মায়ের কাছে নিয়ে যেতেন এবং বলতেন, আম্মা, তাদেরকে খেতে দিন, প্রতিযোগিতায় হেরে তাদের মন বেজায় খারাপ। তাঁর এরূপ সদয় আচরণ দেখে মা উম্মু রুমান খুশিতে আত্মহারা হয়ে পড়তেন এবং আল্লাহর কাছে এ বলে দুআ করতেন, "হে রাব্বুল আলামিন! আমার এই হৃদয়ের ধনের খ্যাতি তুমি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিও।"

আয়িশা প্রায়ই বান্ধবীদেরকে নিয়ে বাড়ির ভিতরে চড়ুই ভাতি খেলতেন। মাঝে মাঝে বড়ো বোন আসমাও তাতে অংশগ্রহণ করতেন। চড়ুই ভাতি প্রস্তুত হয়ে গেলে আয়িশা সকল বান্ধবীদেরকে নিয়ে খেতে বসতেন এবং সকলের মাঝে তা অল্প অল্প করে বণ্টন করে দিতেন। বড়ো বোন আসমা বলেন, একদা আয়িশা চড়ুই ভাতি খেতে বসছেন। এমন সময় এক ভিক্ষুক এসে চিৎকার করে বলতে লাগল, "আমি বড়ো ক্ষুধার্ত! আমাকে খাবার দাও।" ডাক শুনে আয়িশা তার সামনে খাবার নিয়ে উপস্থিত হলো। মা এ দৃশ্য দেখে বলে উঠলেন, "কি করছিস তোর এ খাবারে ভিক্ষুকের পেট ভরবে? ভিক্ষুককে বসতে বল, ঘর থেকে খাবার নিয়ে যা।"

আসমা আরও বলেন, "একদা আমার ঘরে মেহমান আসলেন। তখন আয়িশা চড়ুই ভাতি খাচ্ছে। মেহমানকে দেখে আয়িশা চড়ুই ভাতি নিয়ে তার সামনে গিয়ে বলল, খান। আমি তখন তাকে বললাম, চড়ুই ভাতি দিয়ে কি মেহমানদারী করতে হয়? তার স্বার্থত্যাগ ও আতিথেয়তা দেখে আমার মনে হয়েছিল সে আব্বুর মতই দয়া, দানশীলতা ও আতিথেয়তার জগৎ বিখ্যাত হয়ে উঠবে।" কিন্তু খেলার মধ্যে দুটি খেলা ছিল তাঁর কাছে খুব বেশি প্রিয়, একটি পুতুল খেলা ও দ্বিতীয় দোল খাওয়া।

শৈশবের স্মৃতি সাধারণত বিস্মৃতির অতল গহবরে হারিয়ে যায়, কিন্তু তিনি ছিলেন এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তাঁর মেধা ছিল প্রখর এবং প্রজ্ঞা ছিল অসাধারণ এবং উপস্থিত বুদ্ধি ছিল তুলনাহীন। মদীনায় হিজরতের সময় তাঁর বয়স আট-নয় বছর হলেও হিজরতের ঘটনার যত বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তা আর কোন সাহাবি দিতে পারেননি।

উম্মুহাতুল মুমীনগণ রাসুল (সা.) আসার আগে ঘর গুছিয়ে রাখতেন এবং নিজেরা সুন্দর পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন। তিনি বাহির থেকে আসার শব্দ শুনলে দরজা খুলে মুচকি হেসে অভ্যর্থনা জানাতেন। হযরত আয়েশা (রা.) রাসুলে কারিম (সা.) এর গায়ের কোট খুলতে সাহায্য করতেন। রাসুল (সা.) ঘর থেকে বের হওয়ার আগে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়িয়ে দিতেন এবং ঘর থেকে বের হতে কাপড় চোপড় প্রস্তুত করতে সাহায্য করতেন। হযরত আয়েশা (রা.) রাসুলে কারিম (সা.) এর ইন্তেকালের আগে বলেছেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ আপনার মেসওয়াক চিবাতে কষ্ট হচ্ছে আমি একটু চিবিয়ে নরম করে দিই?

আল্লাহর রাসুলের প্রতি সাফিয়্যার মহব্বত

রাসুলে কারিম (সা.) যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত ছিলেন। তখন তাঁর কষ্ট দেখে সাফিয়্যা বললেন হে আল্লাহর রাসুল আল্লাহর শপথ আপনার জায়গায় যদি আমি থাকতে পারতাম। তাঁর কথা শুনে অন্য স্ত্রীরা মুখচেপে হাসলেন। রাসুল (সা.) তাঁদের দেখে ফেললেন এবং বললেন তোমাদের মুখ ধুয়ে ফেল। তাঁরা বলল হে আল্লাহর রাসুল কেন? তিনি জবাবে বললেন কারণ তোমরা তাকে বিদ্রুপ করছো। আল্লাহর শপথ সে সত্য বলছে। (তাবাকাত ইবনে সাদ।)

আয়িশা ও সাফিয়্যা কর্তৃক খাবার প্রস্তুত করা ও ঝাঁকুনি দিয়ে প্লেট ভাঙার ঘটনা

আয়িশা (রা.) বলেন, সাফিয়্যা (রা.) অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। তিনি চমৎকার খাবার তৈরি করতে পারতেন। তাঁর এই পারদর্শিতা স্বীকার করেন এভাবে– "আমি তাঁর চেয়ে ভাল খাবার তৈরি করতে পারে এমন কাউকে দেখিনি।" একদা দুজনই রাসুল (সা.) এর জন্য খাবার প্রস্তুত করতে লাগলেন। সাফিয়্যা (রা.) এর রান্না আয়িশা (রা.) এর রান্নার পূর্বেই শেষ হয়ে গেল। তাই তিনি বাদীর মাধ্যমে খাবার আয়িশা (রা.) এর কক্ষে পাঠিয়ে দিলেন, যেখানে রাসুল (সা.) অবস্থান করছিলেন। আয়িশা (রা.) নিজের শ্রম বিফলে যাবে ভেবে এমন জোরে বাদীর হাতে ঝাকুনি দিলেন, যার ফলে বাদীর হাতের খাবারের পাত্রটি পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। রাসুল (সা.) কোন উচ্চ-বাচ্য না করে ভাঙা টুকরোগুলো একত্রিত করতে করতে বাদীকে বললেন, "তোমার মা রাগান্বিত হয়েছেন।" কিছুক্ষণ পর রাগ প্রশমিত হওয়ায় আয়িশা (রা.) নিজ কর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমার ভুল হয়েছে। এর কাফফারা কি হতে পারে? জবাবে তিনি বলেন, "এরূপ খাদ্য এবং এরূপ পেয়ালা।" তখন আয়িশা (রা.) নতুন একটি পেয়ালায় সাফিয়্যার (রা.) এর জন্য নিজের তৈরি খাবার পাঠিয়ে দিলেন। আয়িশা (রা.) বলেন, সাফিয়্যা (রা.) বিভিন্ন পদ্ধতিতে গোশত রান্না করে আমাদেরকে খাওয়াতেন। আমরা তাঁর মধুর আচরণে সকলে তাঁর উপর সদা সন্তুষ্ট থাকতাম। তিনি আমাকে ছোট বোনের ন্যায় স্নেহ করতেন। আমিও তাঁকে বড়ো বোনের মত শ্রদ্ধা করতাম। তাঁর মত এত দয়াবর্তী এবং নিজ আত্মীয়-স্বজনদের আশ্রয়দাত্রী আর কাউকে দেখিনি।"

সুরা তাহরীমের আয়াত নাযিল ও মারিয়া কিবতির ঘটনা

উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা.) আয়িশা (রা.) এর পালার দিনে রাসুলে কারিম (সা.) কে মারিয়া কিবতিয়ার সাথে একান্তে দেখতে পেয়ে বললেন, অবশ্যই আমি এ বিষয়ে আয়িশাকে অবহিত করব। তখন রাসুল (সা.) বললেন, ভবিষ্যতে আমি তার সান্নিধ্যে আসলে সে আমার জন্য হারাম হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও হাফসা (রা.) আয়িশা (রা.) কে বিষয়টি অবহিত করেন। এদিকে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রাসুলকে এ বিষয়ে হাফসা কর্তৃক ঘটনাটি ফাঁস করা সম্পর্কে অবহিত করেন। এসকল কারণে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর স্ত্রীদের নিকট থেকে এক মাস যাওয়া আসা থেকে বিরত থাকার প্রতিজ্ঞা করে 'মাশরাবায়' অবস্থান করেন। 'মাশরাবায়' রাসুলুল্লাহ্ (সা.) উনত্রিশ দিন অবস্থান করেন। তারপর সেখান থেকে বের হয়ে আসেন। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি তো এক মাসের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, মাস কখনো কখনো উনত্রিশ দিন হয়ে থাকে। (ফাতহুল বারী- ৯/২২৬-২২৭; ইমাম ওয়াহিদী, সহীহ আসবাব আন-নুযূল পৃ. ১১৪-১১৫)।

সাধারণত সতীনওয়ালা ঘরে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা পরিলক্ষিত হয়। এ ক্ষেত্রে হাফসা ব্যতিক্রম কিছু ছিলেন না। একজন নারী স্বভাবগতভাবেই তাঁর স্বামীকে ভালবাসেন। একাই স্বামীর সবটুকু ভালবাসা পেতে চান। সব সময় স্বামীকে কাছে পেতে চান। রাসুল (সা.) এর স্ত্রীরাও তাঁকে এমনই ভালবাসতেন। সবাই রাসুলের ভালবাসার অধিকারী হতে চাইতেন। এক্ষেত্রে তাঁদের পারস্পরিক ঈর্ষার ঘটনা ঘটা অবাস্তব ছিল না। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সীরাত গ্রন্থকারগণ এসব ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

হিজরী ৯ম সালে নাযিল হয় আল-কুরআনের সুরা আত-তাহরীম। এই সুরায় দুধরনের বর্ণনা পাওয়া যায় (ক) রাসুলে কারিম (সা.) নিজ দাসী মারিয়া কিবতিয়্যাকে সঙ্গ দেওয়ার ঘটনা (খ) রাসুলে করীম (সা.) এর মধু পানের ঘটনা।

ফাতহুল কাদীর গ্রন্থকার আল্লামা শাওকানী (রহ.) আয়াতটির শানে নযুল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ৭ম হিজরি সালে মিসরের তৎকালীন বাদশা 'মুকাত্তকিস' রাসুলুল্লাহ (সা.) জন্যে 'মারিয়া কিবতিয়্যা' নামে একজন দাসীকে উপঢৌকন হিসেবে প্রেরণ করেন। একদিন সাইয়্যেদা হাফসা (রা.) ঘরের বাইরে ছিলেন। তিনি তাঁর বাবা হযরত ওমর (রা.) এর বাড়িতে গিয়েছিলেন। সে সময় আল্লাহর রাসুল (সা.) হাফসার ঘরে আসেন এবং দাসী মারিয়া কিবতিয়্যাকে ডেকে সঙ্গ দেন। বাবার বাড়ি থেকে ফিরে এসে যখন হাফসা তার ঘরে তারই বিছানায় দাসী মারিয়াকে দেখতে পান, তখন তিনি ভীষণ কষ্ট পান। অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে তিনি আল্লাহর রাসুল (সা.) কে বললেন! আপনি আমার বিছানায় একি করলেন? জবাবে আল্লাহর রাসুল (সা.) বললেন, হাফসা! তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, আমি মারিয়াকে আমার উপর হারাম করে নিব। আর কোন দিন তার কাছেও যাব না। তখন হযরত হাফসা (রা.) বললেন হ্যাঁ অবশ্যই। আমি এতে সন্তুষ্ট। সে সময় আল্লাহর রাসুল (সা.) মারিয়ার সাহচার্যকে নিজের উপর হারাম করে নেন। আর এ কথা তিনি হাফসাকে গোপন রাখতে বলেন। কিন্তু তিনি তা গোপন রাখতে পারলেন না। আয়েশা ছিদ্দিকা (রা.) এর নিকট প্রকাশ করে দেন। এরপর আল্লাহ পাক তাঁর নবী (সা.) কে এসব কিছু জানিয়ে সুরা আত-তাহরীমের এই আয়াতসমূহ নাযিল করেন; হে নবী! যে জিনিসকে আল্লাহ আপনার জন্য হালাল করেছেন তাকে আপনি কেন হারাম করেন? (শুধু এ জন্য যে) আপনি আপনার বিবিদের খুশি চান? আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। ২. আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের কসমের দায়-দায়িত্ব থেকে বাঁচার পথ ঠিক করে দিয়েছেন। আল্লাহই তোমাদের মনিব এবং তিনি মহাজ্ঞানী ও সুকৌশলী। ৩. (এ ঘটনাটিও ভেবে দেখার মতো যে) নবী তাঁর এক বিবির কাছে একটা কথা গোপনে বলেছিলেন। তারপর যখন ঐ বিবি (আর এক বিবির কাছে) ঐ গোপন কথা ফাঁস করে দিলো, তখন আল্লাহ নবীকে ঐ ফাঁস করার খবর জানিয়ে দিলেন। তখন নবী (ঐ বিবিকে) কতকটা সাবধান করে দিলেন এবং কিছুটা মাফ করে দিলেন। তারপর যখন নবী তাঁকে (গোপন কথা ফাঁস করার বিষয়) জানালেন তখন সে জিজ্ঞেস করলো যে, আপনাকে এ খবর কে দিয়েছে? নবী বললেন, "আমাকে তিনিই খবর দিয়েছেন, যিনি সব কিছু জানেন ও সব কিছুর খবর রাখেন।" (সুরা তাহরিম: ১-৩)।

হযরত আয়েশার সাথে আল্লাহর রাসুলের রোমান্টিকতা

হযরত আয়িশা বলেন, এক রাতে রাসুলুল্লাহ (সা.) আমার নিকট ছিলেন। আমি বললাম, আপনি ঘুমের মধ্যে কোথায় ছিলেন? রাসুল (সা.) বললেন, হুমায়রা (আয়িশার উপনাম)! আমি ঘুমের ঘোরে উম্মু সালামার নিকট ছিলাম। আমি বললাম, উম্মু সালামা থেকে পরিতৃপ্ত

হয়েছেন তো? রাসুল (সা.) মুচকি হাসলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কি নিজের সম্পর্কে আমাকে অবহিত করবেন? তাহলো, যদি আপনি এমন দুটি চারণভূমির নিকট অবতরণ করেন, যার একটিতে কেউ বিচরণ করেনি এবং অপরটিতে বিচরণ করা হয়েছে, তাহলে কোনটিতে আপনি চরতেন? রাসুল (সা.) বললেন, যাতে কেউ বিচরণ করেনি সেটিতে। আয়িশা বলেন, আমি বললাম, আমি আপনার অন্য স্ত্রীগণের কারো মতো নই। আমি ছাড়া আপনার প্রত্যেক স্ত্রীই ইতঃপূর্বে অন্য স্বামীর অধীনে ছিল। এতে রাসুলুল্লাহ (সা.) মুচকি হাসেন। এভাবে উম্মুল মুমিনীনগণ রসিকতা করতেন। আর রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁদের সাথে রসিকতায় অংশগ্রহণ করতেন।

আরেক দিন রাসুলে কারিম (সা.) আয়েশার ঘরে এসে দেখলেন আয়েশা মাথা ব্যথার কারণে বলছে হায় মাথা ব্যথা। রাসুলে কারিম (সা.) মজা করে বললেন আয়েশা আমার মাথা ব্যথা হয়েছে তোমার কোন সমস্যা নেই। তুমি যদি আমার পূর্বে মারা যাও তাহলে আমি তোমার পাশে থাকব। তোমাকে গোসল দিব, তোমার কাফন দিব, তোমার জানাযার সালাত আদায় করব। আয়েশা জবাব দিলেন, হ্যাঁ আমি মারা যাই আর আপনি সে রাতেই আমার ঘরে অন্য বিবি নিয়ে থাকেন। আয়েশার কথা শুনে রাসুলে কারিম (সা.) হেঁসে ফেলেন।

হযরত আয়েশার ছোট বেলায় আল্লাহর রাসুল (সা.) একবার আয়েশার পুতুল দেখে জানতে চাইলেন এটা কি? আয়েশা জবাব দিলেন ঘোড়া। তিনি আবার জানতে চাইলেন ঘোড়ার মধ্যে এই দুইটা কি? আয়েশা বললেন এটা হচ্ছে ঘোড়ার ডানা। তিনি কৌতুক করে বললেন ঘোড়ার আবার ডানাও রয়েছে। আয়েশা তার জবাবে বললেন "বারে আপনি কি জানেন না সোলাইমান (আ.) এর ঘোড়ার দুইটা পাখা ছিল।" আয়েশা (রা.) এর জবাব শুনে রাসুলে কারিম (সা.) এমনভাবে হাঁসলেন যে তাঁর দাতের মাড়ি দেখা যায়।

উম্মে সালমা ও সাফিয়্যা প্রসঙ্গ

হযরত উম্মে সালমার সাথে আল্লাহর রাসুলের বিবাহের প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত সমস্যার কথা তুলে ধরে উম্মু সালামা (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনার প্রতি আমার আগ্রহের কমতি নেই। তবে কথা হলো আমি একজন ভীষণ অভিমানী নারী। তাই আমার ভয় হচ্ছে, না জানি আমার পক্ষ থেকে আপনি এমন কোন আচরণের সম্মুখীন হন যার কারণে মহান আল্লাহ আমাকে শাস্তি দিবেন। এর সাথে সাথে উম্মু সালামা (রা.) নিজের বয়সের আধিক্য এবং বিপদগ্রস্ত পরিবারের (কয়েকজন ইয়াতিম সন্তানের জননী) কর্ত্রী হওয়ার কথাও উল্লেখ করেন। রাসুল (সা.) তার কথার জবাবে বলেন, আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করব, আল্লাহ তোমার অভিমান মিটিয়ে দিবেন। বয়সের যে আধিক্যের কথা বলছ, আমি তো বয়সে তোমার বড়ো। তারপর সন্তান-সন্ততির যে সমস্যার কথা বলছ তা আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও। আল্লাহ তোমার সন্তানদের জন্য যথেস্ট। তারা হবে আমারই সন্তান।

হযরত আবদুর রহমান ইবনুল হারিছ থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন, কোন এক সফরে রাসুল (সা.) এর সাথে তাঁর বেগমদ্বয় সাফিয়্যা ও উম্মু সালামা (রা.) ছিলেন। নবীজি উম্মু সালামার হাওদা মনে করে সাফিয়্যার হাওদায় চলে আসেন। ঐ দিনটি ছিল পালাক্রমে উম্মু সালামার নির্ধারিত দিন। রাসুলুল্লাহ (সা.) সাফিয়্যার সাথে কথা বলতে শুরু করেন। এতে উম্মু সালামার ঈর্ষা হয়। পরক্ষণে রাসুল (সা.) জানতে পারেন তিনি সাফিয়্যা। তাই রাসুলুল্লাহ (সা.) উম্মু সালামার কাছে ফিরে আসেন। এবার উম্মু সালামা ঈর্ষান্বিত হয়ে বলে ফেললেন, আমার নির্ধারিত দিনে আপনি একজন ইয়াহুদীর মেয়ের সাথে কথা বলেছেন, অথচ আপনি আল্লাহর রাসুল! উম্মু সালামা (রা.) বলেন, অতঃপর একথার জন্য আমি লজ্জিত হই। তিনি এ কথার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। আমার ঈর্ষাই আমাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে।

বিভিন্ন রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত যে রাসুলুল্লাহ (সা.) উম্মু সালামাকে সম্মান করতেন, তাঁকে যথোপযুক্ত স্থানে স্থান দিতেন। ইবন হাজার আসকালানী থেকে বর্ণিত। হযরত উম্মু সালামা (রা.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা আমার গৃহে নাযিল করেন: "আল্লাহ তো এটাই চান যে তোমাদের নবী-পরিবার থেকে ময়লা-আবর্জনা দূর করে দিবেন এবং তোমাদেরকে পুরোপুরি পাক-পবিত্র করে দিবেন।" উম্মু সালামা (রা.) বলেন, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত ফাতিমা, আলী এবং হাসান ও হোসাইন (রা.) কে নিজের কাছে ডেকে আনেন। তারপর বললেন, এরা আমার আহলে বাইত। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমি কি আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত নই? রাসুল (সা.) বললেন, হাঁ। এ সম্পর্কে আরেকটি রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে, উম্মু সালামা (রা.) বলেন, আল্লাহর নবী একটি কালো চাদর দ্বারা আলী, ফাতিমা এবং হাসান ও হোসাইনকে আচ্ছাদিত করেন। অতঃপর বলেন, হে আল্লাহ! আমি ও আমার আহলে বাইত আগুনের কাছে নয়, তোমার কাছে আশ্রয় চাই।

হযরত উম্মু সালামা (রা.) বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ (সা.) আমার গৃহে বিমর্ষ চেহারায় প্রবেশ করেন। অসুস্থতার কারণে তাঁর এরূপ হওয়ার আশঙ্কা করেছিলাম। বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনার চেহারা বিমর্ষ কেন? তিনি বললেন, গতকাল যে সাতটি দীনার আমি নিয়ে এসেছিলাম সে কারণে। সন্ধ্যায় এসে উপনীত হলাম অথচ দীনারগুলো বিছানার পাশে রয়ে গেল।

হিজরী একাদশ বর্ষে রাসুলুল্লাহ (সা.) জীবনের শেষ দিনগুলোতে যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং হযরত আয়িশার ঘরে অবস্থান করতে থাকেন তখন হযরত উম্মু সালামা প্রায়ই রাসুলকে দেখতে আসতেন। একদিন রাসুলুল্লাহ (সা.) এর শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে। এতে উম্মু সালামা নিজেকে সামলাতে পারেননি। হঠাৎ চিৎকার দিয়ে উঠেন। রাসুল (সা.) নিষেধ করে বললেন, এটা মুসলমানদের আদর্শ নয়।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের জন্য পোশাক সাদৃশ

আল্লাহ তায়ালা সুরা আল বাকারার ১৮৭ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেন স্বামী স্ত্রী পরস্পরের জন্য লেবাস সাদৃশ। কিন্তু স্বামী স্ত্রী পরস্পরের জন্য লেবাস এই কথা আল্লাহ তায়ালা কেন বলেছেন তার ব্যাখ্যায় আল্লামা আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল আনসারী আলকুরতুবী বলেন, স্বামী স্ত্রী পরস্পর লিবাসের মত মিলে মিশে একাকার হয়ে থাকে। তারা একের অপরের দেহের সাথে এমনভাবে থাকে যেন একই পরিচ্ছেদ স্বরূপ। একে অপরকে ভালভাবে জানতে হবে; পরস্পরের চিন্তা-চেতনা ও রুচি অনুধাবন করেই সেইভাবে আচরণ করার চেষ্টা করতে হবে। মওদুদী (রহ.) তাঁর তাফসীর তাফহীমুল কুরআনে উল্লেখ করেন, ''পোশাক ও শরীরের মাঝখানে যেমনি কোন পর্দা বা আবরণ থাকতে পারে না এবং উভয়ের সম্পর্ক ও সম্মিলন হয় অবিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য, ঠিক তদ্রূপ তোমাদের ও তোমাদের স্ত্রীদের সম্পর্কও।"

বিভিন্ন তাফসীরে এই সংক্রান্ত যেসব ব্যাখ্যা এসেছে তার সাথে আমার ব্যক্তিগত কিছু উপলব্ধিসহ নীচে তার সার নির্যাস পেশ করছি।

নীচের এই কথাগুলোর সাথে পাঠকের দ্বিমত থাকতে পারে। কারণ এটা আমার অধ্যয়ন ও উপলব্ধির সারাংশ:

১. পোশাক যেমনিভাবে শীত বা গরম থেকে রক্ষা করে তেমনিভাবে স্বামী-স্ত্রীকে স্ত্রী স্বামীকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং অবৈধ কাজ করার ক্ষেত্রে রক্ষাকবচ। এই জন্য হাদিসে এসেছে, "যে ব্যক্তি বিয়ে করল সে যেন তার দ্বীনের দুই তৃতীয়াংশ রক্ষা করল। তারা একে অপরের জন্য অবৈধ কাজ থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে পর্দা স্বরুপ।"

২. পোশাক মানুষের দৈহিক দোষ-ত্রুটি গোপন করে তেমনিভাবে স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের দোষ গোপন করে।

৩. পোশাক যেমনিভাবে ব্যক্তি যেখানে যায় সেখানে সাথে থাকে। তেমনিভাবে কোন কারণে স্বামী-স্ত্রী ভৌগলিক দূরত্বে থাকলেও মনের আয়নায় একে অপরের কাছাকাছি থাকতে হবে। অন্য কারও কথা বা চিন্তা মনের ভিতর যেন উঁকি না দেয় সেজন্য সদা সতর্ক থাকতে হবে।

৪. মানুষ পোশাক তার নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে তেমনিভাবে স্বামী স্ত্রী একে অপরের জন্য নির্দিষ্ট করে।

৫. সাধারণত কয়েকটি পোশাক দেখে নিজের পছন্দের পোশাক ক্রয় করি। কখনও মাত্র একটি দেখেই পোশাক পছন্দ করা হয়। অনুরূপভাবে বিবাহ শাদীর ক্ষেত্রে কখনও কখনও একাধিক পাত্র/পাত্রী দেখে পছন্দ করা হয়। আবার কখনও মাত্র একজনকে দেখে পছন্দ করা হয়।

৬. নতুন পোশাক শরীরের সাথে এডজাস্ট হতে একটু সময় লাগে। তাই কখনও কখনও দেখা যায় পোশাক কেনার পর তা পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়। এতে পোশাক একটু নরম হয় এবং ব্যবহার করতে আরাম দায়ক লাগে। অনুরূপভাবে বিবাহের পর বর-কনে পরস্পরকে জানতে, বুঝতে এবং একে অপরের পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে ধারণা পেতে কিছুটা সময় লাগে।

৭. পোশাক পছন্দের ক্ষেত্রে যেমনিভাবে মূল্য, পোশাকের রং, কোন ধরনের কাপড় তা দেখে ঠিক করা হয়। এই ক্ষেত্রে কেউ রং এর গুরুত্ব বেশি দেয় আর কেউ দামের গুরুত্ব বেশি দেয়। অনুরূপভাবে বিবাহের ক্ষেত্রে দ্বীন, রূপ, অর্থ, বংশ দেখে ঠিক করতে হয়। এই ক্ষেত্রে কেউ রূপের গুরুত্ব দেয় আর কেউ অর্থের গুরুত্ব দেয়। তবে আল্লাহর রাসুলের হাদিসের আলোকে দ্বীনদারীকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

৮. পোশাক আটকা পড়লে যত্নের সাথে খুলতে হয়। কখনও কখনও দেখা যায় কারও পোশাক একটু ছিঁড়ে যায়। তখন ব্যক্তি নিজে তা সেলাই করে পরিধান করে আর অথবা অন্য কেউ বা প্রফেশনাল দর্জি সেলাই করে দেয়। অনুরূপভাবে বিবাহে মাঝে মধ্যে সমস্যা দেখা দিতে পারে। তখন নিজেরা বসে আলাপ আলোচনা করে তা সমাধান করা ভাল। তা না হলে পরিবারের মধ্য থেকে উদ্যোগ নিয়ে তাদের মাঝে সুলহ ও ইসলাহ করতে হয়। আর প্রয়োজনে প্রফেশনাল কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করে বিবাহ কার্যকর রাখতে হয়। অনেক সময় দেখি নিজের অজান্তে কোথাও বসলে বা পথ চলতে পোশাক আটকা পড়ে। এই সময় জোরে টান দেওয়ার পরিবর্তে সতর্কতার সাথে খুলতে হয়। জোরে টান মারলে অনেক সময় ছিঁড়ে যায়।

৯. পোশাক ক্রয় করার সময় তা ফিট হবে কিনা যাচাই করা হয়। একটি পোশাক সুন্দর হলেও সকলের জন্য সব পোশাক ফিট হয় না। পোশাক শরীরের সাথে এডজাস্ট হয় কিনা তা আগে যাচাই করে দেখতে হয়; এই জন্য সাইজ দেখতে হয়। বিবাহের আগে নারী-পুরুষ একে অপরের সাথে এডজাস্ট কতটুকু হবে তা ভালভাবে দেখতে হয়। ফিটনেস যাচাই না করে পোশাক কিনলে কখনও কখনও শরীরে ফিট হয় না। অনুরূপভাবে কখনও কখনও বর-কনে উভয়েই ভাল হলেও একে অপরের জন্য উপযোগী হয় না বলে বিবাহের পর ভাঙন দেখা দেয়। এমনকি আল্লাহর রাসুলের অনেক সাহাবির জীবনেও বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। উভয়েই সাহাবী হওয়ার পরও একে অপরের সাথে চিন্তা চেতনাসহ সকল ক্ষেত্রে ফিট হয়নি বলেই তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহের আগে কয়েকটি বিষয়ে সমতা দেখতে হয় একে বলা হয় কুফু। ছেলে-মেয়ের মাঝে সামঞ্জস্যতার কথা চিন্তা না করে অনেক সময় শুধুমাত্র অভিভাবকরা একে অপরের বন্ধু বলে কোন ছেলে-মেয়ের বিবাহ দেওয়া উচিত নয়।

১০. পোশাক এর প্রতি আকর্ষণ কমে যাওয়া প্রসঙ্গ: অনেক সময় পোশাক কেনার পর যেমনিভাবে ক্রেতা খুশি হয় না কিন্তু তারপরও উক্ত পোশাক পরিধান করেন। অনুরূপভাবে বিবাহের পর কখনও কখনও স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে দেখে খুশি হয় না তারপরও তারা সংসার করছেন। এই অসন্তুষ্টির কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় স্বামী-স্ত্রী আর আগেরমত পরস্পরকে আকর্ষণীয় মনে করেন না। পুরুষেরা মনে করেন তাদের সহধর্মিণী হয় বুড়িয়ে গেছে নয়তো মুটিয়ে গেছে। শুরুতে যে প্রেম, যে ভালবাসা সহধর্মিণীর প্রতি তৈরি হতো তার ছিঁটেফোটাও এখন অন্তরে নেই।

পোশাক মানুষের দৈহিক দোষ-ত্রুটি গোপন করে তেমনিভাবে স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের দোষ গোপন করে। পোশাক যেমনিভাবে ব্যক্তি যেখানে যায় সেখানে সাথে থাকে। তেমনিভাবে কোন কারণে স্বামী-স্ত্রী ভৌগলিক দূরত্বে থাকলেও মনের আয়নায় একে অপরের কাছাকাছি থাকতে হবে। অন্য কারও কথা বা চিন্তা মনের ভিতর যেন উঁকি না দেয় সেজন্য সদা সতর্ক থাকতে হবে।

১১. পোশাক সীমাবদ্ধতা ও বাস্তবতা মেনে নেয়: আমরা পোশাক গায়ে দিয়ে মাঝে মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজি কিংবা তপ্ত রোদে চলি। এই ক্ষেত্রে বাস্তবতা ও সীমাবদ্ধতা পোশাক মেনে চলে। তেমনিভাবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক মধুর হয় যদি পরস্পরের সীমাবদ্ধতা ও বাস্তবতা সহজেই মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু কখনও কখনও দেখা যায় বাস্তবতা মেনে না নিয়ে প্রত্যাশা বেশি করায় প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মাঝে অনেক দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এই দূরত্ব পারিবারিক জীবনে বিরাট প্রভাব ফেলে।

১২. পোশাক পছন্দ হওয়ার পর আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে পোশাকের মানের উপর ভিত্তি করে যেমনিভাবে মূল্য নির্ধারিত হয় অনুরূপভাবে বর-কনে পরস্পরকে পছন্দ করার পর মোহর নির্ধারণ করতে হয় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে। সকল পোশাকের দাম যেমনিভাবে এক রকম হয় না। পোশাকের মানের আলোকে মূল্যের তারতম্য হয়। অনুরূপভাবে সকলের মোহর সমান হয় না। এই ক্ষেত্রে পাত্রের সামর্থ্য এবং পাত্রীর সামাজিক মর্যাদা এবং পারিবারিক ঐতিহ্য বিবেচনা করে মোহর নির্ধারণ করতে হয়। তবে মনে রাখতে হবে পরিশোধ করার নিয়্যাত ছাড়া অধিক পরিমাণের মোহর নির্ধারণ করা যাবে না। ভাল মানের কাপড়ের মূল্যও ইচ্ছে করলে বিক্রেতা কম নিতে পারেন অনুরূপভাবে কনের বংশীয় মর্যাদা ও সার্বিক বিবেচনায় অধিক পরিমাণের মোহর হওয়ার কথা থাকলেও কনে ইচ্ছা করলে কম মোহর নিতে পারেন।

১৩. বিক্রেতার কাছ থেকে পোশাক নেওয়ার সময় ব্যবহার শুরু করার আগে মূল্য পরিশোধ করতে হয়। অনুরূপভাবে বিবাহ-শাদী হওয়ার পর শারীরিক সম্পর্ক করার আগে মোহর দিতে হয়। বিক্রেতার অনুমতি সাপেক্ষে যেমনিভাবে বাকিতে মূল্য দেওয়া যায়। তেমনিভাবে শুধুমাত্র কনের অনুমতি সাপেক্ষ বিলম্বে মোহর দেওয়া যেতে পারে অন্যথায় নয়। যেমনিভাবে বিক্রেতা ইচ্ছা করলে কাউকে পোশাক উপহার দিতে পারেন। অনুরূপভাবে কনে ইচ্ছা করলে তার মোহর পুরোটাই স্বামীকে উপহার হিসেবে দিতে পারেন।

১৪. পোশাকের মূল্য পরিশোধের পর উক্ত অর্থের উপর ক্রেতার যেমনিভাবে আর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অনুরূপভাবে বর কর্তৃক কনেকে মোহর দেওয়ার পর তা দিয়ে কনে কি করবে সেটা সম্পূর্ণভাবে কনের ইখতিয়ার। ক্রেতা কোন পোশাক পছন্দ করলে বিক্রেতা ক্রেতাকে তার পছন্দনীয় পোশাক কেনার জন্য যেমনিভাবে কোন অর্থ দেওয়া হয় না। অনুরূপভাবে কনে পছন্দের পর বর কোন ধরনের যৌতুক চাইতে পারে না। তবে পোশাক বিক্রেতা ইচ্ছা করলে ক্রেতাকে যেমনিভাবে কোন কিছু উপহার দিতে পারেন অনুরূপভাবে কনে বা কনের পক্ষ থেকে বরকে উপহার দেওয়া যায়। কিন্তু যেমনিভাবে কেউ উপহার চাইতে পারেন না বা উপহারের জন্য চাপ কিংবা ডিমান্ড করতে পারে না। অনুরূপভাবে বর কর্তৃক কনের উপর বা কনের পরিবারের উপর উপহারের জন্য কোন ধরনের চাপ প্রয়োগ করা যায় না।

১৫. পোশাকের মূল্য পরিশোধের পর যেমনিভাবে উক্ত পোশাক ব্যবহারের আগে তা যদি ফেরত দেওয়া হয় তাহলে বিক্রেতা পুরো অর্থ ফেরত দেয় বা কিছু রেখে বাকিটা ফেরত দেয়। অনুরূপভাবে বর-কনের বিবাহের পর পরস্পরের দৈহিক মিলনের আগে বিচ্ছেদ হলে মোহর এর অর্থ ফেরত দিতে হয়। কিন্তু পোশাক ব্যবহারের পর যেমনিভাবে তা ফেরত দিতে চাইলে অর্থ ফেরত পাওয়া যায় না। তেমনিভাবে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে পরস্পরের শারীরিক সম্পর্ক হওয়ার পর বিচ্ছেদ হলে মোহর ফেরত পাওয়া যায় না।

১৬. নতুন পোশাক কেনার পর তা যদি সুন্দরভাবে যত্ন করে রাখা না হয় অনেক সময় ভাঁজ পড়ে যায়। তেমনিভাবে বিবাহ-শাদীর পর স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের জন্য সব সময় সুন্দর পরিপাটি থাকার চেষ্টা করা উচিত। কিছু দিন পোশাক পরিধান করলে ময়লা বা দুর্গন্ধ লাগতে পারে। তাই পোশাক মাঝে মধ্যে পরিষ্কার করার জন্য ধোয়া হয় এবং আবার ইস্ত্রি করে পরিধান করা হয়।

১৭. কখনও কখনও পোশাক একটু ছিঁড়ে গেলে আবার সেলাই করে পরিধান করা হয়। অনুরূপভাবে স্বামী-স্ত্রী কিছু দিন এক সাথে বসবাস করলে কিছু সমস্যা হতে পারে কিন্তু তা মাঝে মধ্যে ধুয়ে মুছে ছাপ করে নিতে হয়। একটু ময়লার জন্য পোশাক যেমনিভাবে ফেলে দেওয়া হয় না। অনুরূপভাবে মাঝে মধ্যে কিছু মতপার্থক্য বা তর্ক বিতর্ক হলেই বিবাহ বিচ্ছেদের চিন্তা করা ঠিক নয়। এমনকি ছিঁড়া কাপড়ও দীর্ঘদিন সেলাই করে পরিধান করা যায়। অনুরূপভাবে ভাঙনের মুখোমুখি অনেক দম্পতিকেও দেখা যায় তারা নিজেদের মতপার্থক্য ও সমস্যা সমাধান করে আমরণ সুখী জীবন যাপন করছেন। যেমনিভাবে পোশাক পরিধান করার পর তার উপর আতর লাগানো হয় খুশবু ছড়াতে। তেমনিভাবে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের জন্য মোহনীয় হতে খুশবু ব্যবহার করা হয়। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে আমরা পোশাক যতটুকু যত্ন করে রাখি স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক সুন্দর রাখার জন্য একে অপরের প্রতি ততটুকু যত্নশীল থাকি না। আমরা নতুন পোশাক পছন্দ করার জন্য যতটুকু ভাবি বিবাহ-শাদী করার ক্ষেত্রে ততটুকু ভাবি না।

১৮. পোশাক ক্রয় করার জন্য যতটুকু দেখা দরকার ততটুকু দেখতে হয়। প্রতিদিন গিয়ে ক্রয় করার কথা বলে পোশাক দেখতে বিক্রেতা দিবে না। অনুরূপভাবে বর-কনে পরস্পর পছন্দ করার জন্য একে অপরকে দেখা দরকার। এই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যতটুকু প্রয়োজন শুধু ততটুকু দেখা ও আলাপ-আলোচনা করা যায়। বিবাহের আগে প্রস্তাবিত বর-কনের সাথে ইচ্ছামত ঘুরাঘুরি করা যায় না। একদিন একজন সাহাবী রাসুলে কারিম (সা.) কে বললেন হে আল্লাহর রাসুল! আমার বিবাহ ঠিক হয়েছে। আল্লাহর রাসুল তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কনেকে দেখেছো? তিনি জবাব দিলেন না । তখন আল্লাহর রাসুল বললেন, 'তুমি তাকে দেখ। এই দেখা তোমাদের মাঝে হৃদিক সম্পর্ক তৈরির জন্য অধিক উপযোগী।

১৯. অনেক সময় পুরাতন পোশাক ক্রয়-বিক্রয় হতে দেখা যায়। অনুরূপভাবে কারো স্বামী-বা স্ত্রী মারা গেলে কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদ হলে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে দেখা যায়। এইক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। স্বামী মারা গেলেও স্ত্রীকেও স্বামীর সাথে কবর দেওয়া হতো। আর বিধবা নারীকে বিবাহ করতে কেউ কেউ চান না। কিন্তু হযরত আয়েশা ছাড়া আল্লাহর রাসুল (সা.) এর সকল স্ত্রী ছিলেন বিধবা। তাই কুমারী মেয়ের মত বিধবা নারী বিবাহ করারও সুন্নাহ।

(সমাপ্ত)

লেখক: শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও গবেষক

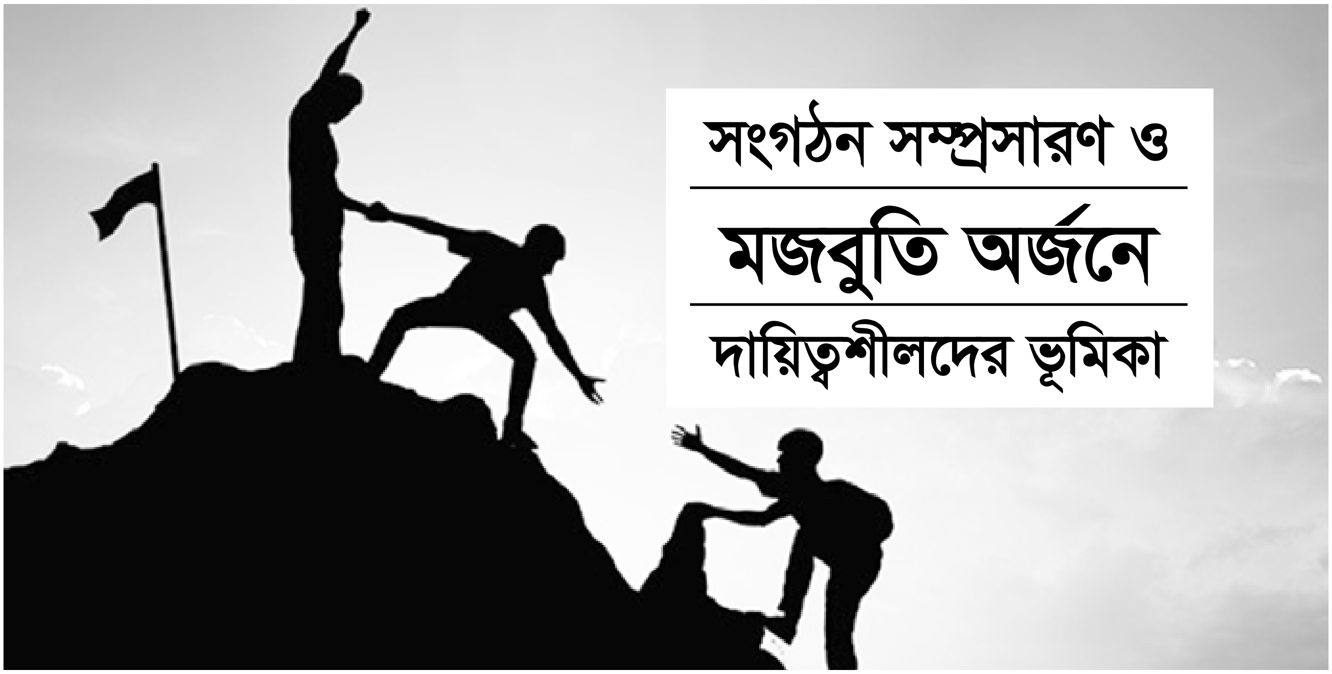

সংগঠন সম্প্রসারণ ও মজবুতি অর্জনে দায়িত্বশীলদের ভূমিকা

মুহাম্মাদ শাহজাহান

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আস্‌সালাতু আসসালামু আলা-সায়্যিদিল মুরসালিন। ওয়া আলা আলিহি ওয়া আস্‌হাবিহি আজমাইন। মানব সভ্যতার ইতিহাসে মানুষের যে শ্রেণি বিন্যাস, সম্মান ও মর্যাদা নিরূপনের যে মাপকাঠি তার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নাই। পৃথিবীর ইতিহাস মানুষকে যে শ্রেণিবিন্যাস করেছে, শ্রমিক-মালিক, ধনী-গরিব হিসেবে এটির কোন মর্যাদা আল্লাহ তায়ালার কাছে নেই। এটিকে আল্লাহ তায়ালা মোটেও গুরুত্ব দেন না। তিনি কে শ্রমিক আর কে মালিক, কে ধনী আর কে গরিব এর ভিত্তিতে মর্যাদা নিরূপন করেন না। আমাদের শ্রমিক বন্ধুরা মন খারাপ করেন যে, আমাদেরকে শুধু খাটায়, সমাজে আমাদেরকে মানুষ হিসেবে গণ্য করা হয় না। মালিকদের পক্ষ থেকে এমন আচরণ আমাদের সাথে করা হয় যেনো আমরা মানুষ না। আল্লাহ তায়ালার ঘোষনা হলো "আমি নিশ্চিয়ই বনি আদমকে সম্মানিত করেছি।" আর আল্লাহ তায়ালার কাছে মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি তিনি ওহি দিয়ে আমাদের কাছে পরিষ্কার করেছেন "তোমাদের মধ্যে যে অধিক পরহেজগার সে-ই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদার অধিকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।" (সুরা হুজরাত-১৩)। শ্রমজীবী বন্ধুদের জন্য কোরআনের আয়াতগুলো হলো প্রশান্তির জায়গা। এজন্য আমি বলে থাকি কাল কেয়ামতের কঠিন সময়ে জান্নাতের দিকে ছুটে চলার পথে মালিকরা পিছিয়ে পড়বে। শ্রমিকরা এগিয়ে যাবে মালিকরা তাকিয়ে দেখবে যার প্রতি তারা অমানবিক আচরণ করেছিলো, যাকে কোন মর্যাদা দিতো না, আজ সেই শ্রমিকরা আল্লাহর কাছে প্রকৃত মর্যাদার অধিকারী এবং চির প্রশান্তির জান্নাত লাভ করতে চলেছে। নিশ্চয়ই সেদিন মালিকরা আপসোস করবে। তারা বলবে আমরা কি করেছি দুনিয়াতে?

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এটি ইসলামী আন্দোলনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এটি ইসলামী বিপ্লবের অন্যতম ক্ষেত্র, অন্যতম প্রধান ময়দান। এই ময়দানে আপনারা যারা মূল দায়িত্ব পালন করছেন। আমি তাদের সামনে ইসলামী সংগঠনের পরিচয়, ইসলামী সংগঠনের মডেল কি? এ বিষয়ে সামান্য কথা উপস্থাপন করতে চাই।

ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ বাহন হলো সংগঠন। সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যতীত কোন আন্দোলন বিশেষ করে কোন আদর্শিক আন্দোলন কখনো সাফল্যের মুখ দেখতে পারে না। এই সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন "আল্লাহ সেই সব লোকদের ভালবাসেন যারা তাঁর পথে এমনভাবে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে যেন তারা সীসা গলিয়ে ঢালাই করা এক মজবুত দেয়াল।" (আস-সফ: ৪)। ইসলামী সংগঠনের মডেল হচ্ছে রাসুলে করিম (সা.) প্রতিষ্ঠিত এবং খোলাফায়ে রাশেদিন পরিচালিত ইসলামী জামায়াত "আল-জামায়াত"। আল্লাহর রাসুলের পরিচালিত সংগঠনের ভিতরে আমরা মৌলিক তিনটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। আমরাও সেই সংগঠন পরিচালনা করছি বিধায় আমাদেরও সংগঠন পরিচালনায় সেই তিনটি বৈশিষ্ট্য কে অবশ্যই ধারণ করা প্রয়োজন।

সেই তিনটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে:

১. চিন্তা ও আকিদার পরিশুদ্ধি:

রাসুল (সা.) তাঁর সংগঠনে যে মানুষগুলোকে সংগঠনভুক্ত করেছিলেন, তাদের চিন্তা ও আকিদার পরিশুদ্ধি করেছেন। সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রমের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যটি প্রথমে ফুটে উঠে যে, চিন্তার বিভ্রান্তির জগত ও জাহেলি আকিদা থেকে সংগঠনভুক্ত মানুষগুলোকে সঠিক আকিদায় এবং পরিশুদ্ধ চিন্তায় নিয়ে আসার জন্য আল্লাহর রাসুলের (সা.) নানা

ধরনের তৎপরতা ও কর্মসূচি ছিল। কেননা চিন্তা ও আকিদার বিভ্রান্তি একটি আদর্শিক আন্দোলনের সফলতার পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা।

২. নৈতিক এবং চারিত্রিক মজবুতি সৃষ্টি:

রসুলল্লাহ (সা.) এর সংগঠনে যারা এসেছিলেন এবং তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন এই মানুষগুলো শুধু চিন্তার পরিশুদ্ধি নয়, আকিদার পরিশুদ্ধি নয় পাশাপাশি নৈতিক এবং চারিত্রিক মান তাদের এমনভাবে তিনি তৈরি করেছিলেন যে, গোটা জাহেলিয়াতকে নৈতিক এবং চারিত্রিক মান দিয়ে তাঁর সঙ্গী-সাথীরা পরাভূত করেছিলেন। নৈতিক ও চারিত্রিক শক্তি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মূল পুঁজি। ইসলামী আন্দোলন কখনো বাহ্যিকতা বা প্রদর্শনী দিয়ে সফলতা অর্জন করতে পারবে না। যদি তার আভ্যন্তরীণ শক্তি, তার রুহানি শক্তি যথার্থ মানে না পৌছায়।

৩. ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সামষ্টিক পরিবেশ:

রসুলল্লাহ (সা.) এর সংগঠনের সামষ্টিক পরিবেশ ছিলো ভ্রাতৃত্বপূর্ণ। সামষ্টিক ও আভ্যন্তরীণ পরিবেশ এমন ছিল যেনো কোরআনের বাস্তব চিত্র। "মুহাম্মাদ আল্লাহর রসুল। আর যারা তাঁর সাথে আছে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে আপোষহীন এবং নিজেরা পরস্পর দয়া পরবশ।" (আল-ফাতাহ্:২৯)।

এককথায় তাঁর পরিচালিত সংগঠনের সামষ্টিক এবং আভ্যন্তরীণ পরিবেশ এমন ছিলো যা কোরআনে বর্ণিত জান্নাতি পরিবেশেরই যেন বাস্তব নমুনা। আমরা যারা সংগঠন পরিচালনা করছি আমাদের খেয়াল রাখা জরুরি যে, আমাদের সংগঠনে এই বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করছি কিনা। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর আলোকে আমরা সংগঠন পরিচালনা করতে পারছি কিনা। সংগঠন পরিচালনা এটি একটি শিল্প। এটি একটি আর্ট।

সংগঠন পরিচালনায় দুটো অবস্থা লক্ষ্য করা যায় একটি হলো নিজের মতো করে সংগঠনের কাজ করা। আর একটি দিক হলো সংগঠন পদ্ধতির আলোকে রাসুল (সা.) পরিচালিত সংগঠনের তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে সংগঠনকে তার লক্ষ্য অনুসারী রেখে পরিচালনা করা। এ দুইয়ের মাঝে কিন্তু বিরাট তফাৎ রয়েছে। এখানে আরেকটি প্র্যাক্টিক্যাল দিক হচ্ছে সংগঠন পরিচালনায় আপনি যাদেরকে নিয়ে কাজ করেন দেখা যায় যে, তাদের অনেকে আপনার উপর বিরক্ত হয়ে যায়। আপনি আপনার সহকর্মীদের কে সন্তষ্ট রেখে সংগঠন পরিচালনা করতে পারেন না। আবার এমন দায়িত্বশীল আছেন যারা তাদের সহকর্মীদের সন্তষ্ট রেখে সংগঠন পরিচালনা করেন। কোন কোন দায়িত্বশীলকে আনুগত্য কর্মীদের উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে হয়। আবার কোন কোন দায়িত্বশীলদের কাছে কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ খোঁজে। আবার কোন কোন দায়িত্বশীল থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে চলে। এই বাস্তবতাগুলোও আমাদের সাংগঠনিক জীবনে কম বেশি সকলেই জানি। এজন্য সংগঠন পরিচালনা এটি খুব ছোট বিষয় না। আমি যদি আমার মতো সংগঠন পরিচালনা করতে চাই তাহলে সেটা দীর্ঘ মেয়াদী ফলাফল দিবে না। সংগঠনকে তার লক্ষ্যের উপর নিবদ্ধ রেখেই আমাকে পরিচালনা করতে হবে। এখানে অন্যকিছুর আশ্রয় গ্রহণ করা যাবে না। যেহেতু এটি একটি ইসলামী সংগঠন। এর মাধ্যমে আমরা পরকালের সফলতা পেতে চাই।

সংগঠন সম্প্রসারনের জন্য আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা থেকে কিছু কথা উল্লেখ করতে চাই। এই শ্রম ময়দানে আমি কখনো সরাসরি শ্রমিক সংগঠনের সাথে কাজ করার সুযোগ পাইনি। এর পরেও আমরা এই অঙ্গন সম্পর্কে যতটুকু জানার চেষ্টা করি, দেখার চেষ্টা করি, কাছে যাওয়ার চেষ্টা করি, এখান থেকে আমি পাঁচটি বিষয়ে সংগঠন সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করতে পরামর্শ দিবো।

১.সর্ব পর্যায়ে জনশক্তির মাঝে দাওয়াতি চরিত্রকে শানিত করা:

সর্ব পর্যায়ে সকল জনশক্তির মাঝে দাওয়াতি চরিত্র তৈরি করতে হবে এবং দায়ী ইলাল্লাহর অনুভূতিকে আরও শানিত করার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের সকল জনশক্তিকে ব্যক্তিগত টার্গেট ভিত্তিক এবং গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতি কাজ বাড়ানো দরকার। যে ব্যাপারে আমাদের পরিকল্পনা এবং সংগঠনের নির্দেশনা আছে। এক্ষেত্রে আমাদের জনশক্তির যথার্থ অনুভূতি আমরা এখনো তৈরি করতে পারিনি। এটার উপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার। এক্ষেত্রে আমরা যে মোটিভেশন চালাই কোরআনের ভাষায় "সেই ব্যক্তির কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হতে পারে যে আল্লাহর দিকে ডাকলো, সৎ কাজ করলো এবং ঘোষণা করলো আমি অনুগত মুসলিমদের একজন।" (হামীম-আস-সাজদাহ: ৩৩)। এভাবে আমাদের মোটিভেশন আরও বাড়াতে হবে। দাওয়াতি কাজকে ব্যাপক করার মানে সংগঠনকে সম্প্রসারণ করা। নতুন নতুন জায়গায় পৌঁছানো।

২. জনসেবা ও সামাজিক কাজকে গুরুত্ব দেওয়া:

সেবা ও সামাজিক কাজের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখা এবং দাওয়াতের এই সূত্র ধরে তাদেরকে আখেরাত কেন্দ্রীক জীবন যাপনে উৎসাহী করার মাধ্যমে জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রানের পথ প্রদর্শন করা। সমাজ সেবাকে এই অঙ্গনে বিশেষত আমরা যদি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দোরগোড়াঁয় পৌছে দিতে পারি, এটাকে যদি ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করতে পারি, তাহলে সংগঠন সম্প্রসারণের কাজটি খুব দ্রুত এগিয়ে যাবে। সংগঠনের মেসেজটা সেবার মাধ্যমে খুব দ্রুত পৌঁছে যাবে।

৩. নতুন নতুন সেক্টর এবং এলাকায় সংগঠন গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দেওয়া:

আমরা মনে করি যে শাখাটি দুর্বল সেটিকে আগে সক্রিয় করি। তারপর নতুন এলাকায় বা সেক্টরে সংগঠন কায়েম করবো। এটি ভুল ধারনা। আমাদের এই ভুল ধারণা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। দুর্বলকে সক্রিয় করার জন্য কাজ করবো এবং একই সাথে নতুন নতুন এলাকায় কাজ সৃষ্টি এবং সংগঠনের নেটওয়ার্ক বিস্তার করবো।

৪. শ্রমিক অঙ্গনে সব ধরনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য অবস্থান তৈরি করা:

আমরা নির্বাচনকে যাতে বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে না দেই। সংগঠন সম্প্রসারণের একটি অন্যতম মাধ্যম হিসেবে এই নির্বাচনকে আমরা

গ্রহণ করতে পারি। কেননা নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংগঠনকে দ্রুত পরিচিত করে তোলা যায়।

৫. শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি দাওয়া ও সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা রাখা: শ্রমিদের ন্যায্য দাবি দাওয়া আদায়ের আন্দোলনে ভূমিকা পালন ও নেতৃত্ব দেয়ার মধ্য দিয়ে সংগঠন ও নেতৃত্বের পরিচয় বৃদ্ধি পায় যা সংগঠন সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখে।

সাংগঠনিক মজবুতি অর্জন

সাংগঠনিক মজবুতি মানে কি? সাংগঠনিক মজবুতি মানে হচ্ছে সংগঠনের প্রত্যাশিত অবস্থা, কাঙ্ক্ষিত মান, সক্রিয়তা, সংগঠনের মাঝে উৎপাদনশীলতা। এক কথায় প্রবাহমান একটি নদীর যে চরিত্র একটি মজবুত সংগঠনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সেই প্রবাহমান নদীর মতো। সাংগঠনিক মজবুতির ক্ষেত্রগুলো আমাদের চিহ্নিত করতে হবে। সাংগঠনিক মজবুতির ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে।

১. সাংগঠনিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন।
২. সাংগঠনিক শৃঙ্খলা এবং পরিবেশ।
৩. বায়তুলমাল।
৪. সাংগঠনিক রিপোর্টিং।
৫. তৃণমূল পর্যায়ে সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করা।

দায়িত্বশীলদের ভূমিকা:

দায়িত্বশীল কারা? আল্লাহ তায়ালার মনোনীত খলিফারাই হলেন দায়িত্বশীল। কেননা আপনার উপর যে দায়িত্ব আছে সেটা আপনি চেয়ে নেননি। এ দায়িত্ব আপনার উপর এসেছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে। দায়িত্ব যেহেতু আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এসেছে তাই দায়িত্বশীলদের চূড়ান্ত জবাবদিহি আল্লাহর কাছেই করতে হবে এই অনুভূতি সার্বক্ষণিক জাগ্রত রাখা। এই অনুভূতি থেকেই আল্লাহর রাসুল (সা.) এর দায়িত্ব পালনের পেরেশানির চিত্র কুরআন এভাবে অঙ্কন করেছেন যে "লা আল্লাকা বা-খিউন নাফছাকা আল্লা-ইয়াকূনু মুমিনীন।" (সুরা-আস শুয়ারা: ৩)। যোগ্যতা একটি আপেক্ষিক বিষয়। যোগ্যতা কোন ব্যক্তির বেশি থাকবে কোন ব্যক্তির কম থাকবে। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনে পেরেশানি, খুলুসিয়াত ও আন্তরিকতাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অতএব ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব পালনে আল্লাহর কাছে জবাবদিহীর অনুভূতি, তাঁরই সন্তুষ্টি একমাত্র কাম্য হতে হবে।

১. সরাসরি কোরআন হাদিস থেকে সংগঠন বুঝা:

সরাসরি কোরআন এবং সুন্নাহ্ থেকে আন্দোলন সংগঠন বুঝার ব্যাপারে গোটা জনশক্তিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তত্ত্বাবধান করা। এই জায়গায় জনশক্তির মাঝে আবেগের চেয়ে অধ্যয়নকে প্রাধান্য দেওয়া। কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে আন্দোলন-সংগঠন বুঝলে জনশক্তি কোন্ পরিস্থিতিই হারিয়ে যাবার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

২. আনুগত্যের পরিবেশ তৈরি করা:

আমরা আনুগত্যের পরিবেশ তৈরি করতে শুধু কর্মীদের ভূমিকা আশা করি। কিন্তু আনুগত্যের স্বতঃস্ফূর্ত পরিবেশ তৈরিতে দায়িত্বশীলদেরও ভূমিকা আছে এটা আমরা অনেক সময় ছোট করে দেখি। নেতৃত্ব এবং আনুগত্যের ভারসাম্য তৈরি করতে হবে। আনুগত্যের পরিবেশ তৈরিতে দায়িত্বশীলদের যে ভূমিকা রাখা দরকার তা হলো:

- **জনশক্তির সাথে বিনম্র আচরণ।**
- **জনশক্তির ভুলগুলোকে বড়ো করে না দেখে মাফ করে দেওয়া।**
- **জনশক্তির সুখে-দুঃখে সরাসরি অংশগ্রহণ করা।**
- **নির্দেশের সুরে কথা না বলে পরিবেশ তৈরি করে কাজ দেওয়া।**
- **জনশক্তিদের থেকে শ্রদ্ধার আশা না করে জনশক্তিকে শ্রদ্ধা করা।**

৩. অনুকূল-প্রতিকূল উভয় পরিস্থিতিতে জনশক্তিকে সকল কাজে পারদর্শী করে তোলা।

৪. সাংগঠনিক প্রজ্ঞার অধিকারী হওয়া।

৫. ত্যাগ কুরবানির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখা।

৬. আমানতদারিতা-এটি নেতৃত্বের মর্যাদার গ্যারান্টি।

৭. দায়িত্বশীলদের হৃদয়গ্রাহী ভাষণ।

৮. দায়িত্বশীলদের সর্বদা আল্লাহর কাছে ধরনা দেওয়া।

উপসংহার:

আল্লাহর রাসুল (সা.) আন্দোলন, সংগঠন পরিচালনার জন্য সবসময় প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। অথচ তাঁর প্রস্তুতির কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ আল্লাহ স্বয়ং নিজে তাঁকে প্রস্তুত করেছেন। কিন্তু এরপরেও তিনি দায়িত্ব পালনে প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। আমাদের সমস্যা হচ্ছে প্রস্তুতি কম গ্রহণ করে বেশি কাজ করতে চাই। আল্লাহর রাসুল (সা.) প্রস্তুতি গ্রহণে রাতের শেষ অংশে আল্লাহর কাছে ধরনা দিতেন। আল্লাহ রাসুল সংগঠন পরিচালনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো সকল পরিস্থিতিতে, সকল অবস্থায় সবর করতেন। আল্লাহর কাছে ইল্ম ভিক্ষা চাইতেন, রাতের শেষ অংশে আল্লাহর কাছে দাঁড়িয়ে যাওয়া, পরিস্থিতি মোকাবিলায় ধৈর্য ধারণ করা এই সমস্ত গুণাবলী আল্লাহর রাসুলকে তাঁর সফল দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করেছে। পরিশেষে মনে রাখা উচিত কর্মীরা দায়িত্বশীলের নিকট তাদের কোন স্বার্থ পূরণ করে দেওয়ার আশা করেন না বরং কর্মীরা দায়িত্বশীলের জীবনে উচ্চ নৈতিকমান আশা করে, দায়িত্বশীলের জীবনে সাহাবিদের (রা.) জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে চায়। আল্লাহ আমাদের দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে দৃঢ়কদমে এগিয়ে যাবার তাওফিক দিন। আমিন।

লেখক: প্রধান উপদেষ্টা, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, চট্টগ্রাম মহানগরী।

গৃহকর্মীর আইনি অধিকার

মুহাম্মদ মনজুর হোসেন খান

গৃহকর্ম পৃথিবীর পুরনো পেশাসমূহের একটি। বিশাল জনগোষ্ঠী গৃহাভ্যন্তরে তাদের শ্রম বিনিয়োগ করে। তাদের অনেকেই গৃহকর্তা কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়। গৃহকর্মী নির্যাতন অতি পুরনো সামাজিক ইস্যু হলেও বর্তমানে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। প্রচলিত নানা আইন দিয়েও কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় এর প্রতিরোধ সম্ভব হচ্ছে না। গ্রামীণ পরিবার থেকে শুরু করে ক্রমপ্রসারমান নগর জীবনের পারিবারিক আবাস্থল, মেস এবং ক্ষেত্রবিশেষে ডরমিটরি প্রভৃতি গৃহকর্মীদের কর্মসংস্থানের প্রধান ক্ষেত্র। শহরে বসবাসরত নাগরিকদের চাহিদা ও অধিকতর আর্থিক সুবিধা বিবেচনায় প্রান্তিক জনপদের দরিদ্র পরিবারের প্রধানত নারী ও শিশু গৃহকর্মীগণ এসব স্থানে গৃহকর্মে নিয়োজিত হয়। সাধারণত নগরবাসী মানুষের গৃহের সার্বিক নিরাপত্তা এবং গৃহকর্তা ও গৃহের সদস্যদের প্রতি আনুগত্যের বিবেচনায় নারী গৃহকর্মীদের অধিকতর সুবিধাজনক বিবেচনা করার ফলে সার্বক্ষণিক গৃহকর্মী হিসেবে নারী ও শিশু গৃহকর্মী নিয়োগের প্রতি অগ্রাধিকার প্রদানের বিশেষ প্রবণতাও লক্ষণীয়। আনুগত্য প্রাপ্তির এ মানসিকতার মাঝে বিকৃতি ও লক্ষ্য করা যায়, যা গৃহকর্মীদের উপর নির্যাতনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়ে থাকে। আবহমানকাল থেকে এ জাতীয় নির্মম নির্যাতন নীরবে নিভৃতে কেঁদে ফিরছে। শুধু দৈহিক নির্যাতনই নয়, ইদানীং অহরহ ঘটছে ধর্ষণ ও হত্যার মতো ঘটনা। এহেন অন্যায়-অবিচারের প্রতি মানসিক কারণেই আমাদের যেমন আছে ক্ষোভ, তেমনি রয়েছে সহমর্মিতা সহানুভূতি। কিন্তু এ অবস্থা নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ নেই। এমনকি আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও কার্যকর ভূমিকা গৌণ। বিদ্যমান ব্যবস্থায় অসহায় এই দেশগুলোর পক্ষে আইনি প্রতিকার পাওয়া ও সম্ভব হয় না। জাতীয় পত্রিকাগুলোতে এদের নির্যাতনের খবর প্রতিদিনই দেখা যায়। বাস্তবে নির্যাতনের প্রকৃত সংখ্যা সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের চেয়ে শত সহস্র গুণ বেশি। লোকলজ্জার ভয়ে এসব নির্যাতিতরা বা এদের হতভাগ্য অভিভাবকেরা আইনের দরজা পর্যন্ত আসতে পারে না, সুবিচার তো বহু দূর। অন্যদিকে বেত্রাঘাত, গরম খুন্তির ছ্যাঁকা, গরম ইস্ত্রির ছ্যাঁকা, গরম পানি ঢেলে দিয়ে শরীর ঝলসে দেওয়া এবং লাঠিপেটা করা ইত্যাকার শাস্তি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে।

'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি' ২০১৫ মতে, 'গৃহকর্ম বলতে রান্না ও রান্না সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক কাজে সহায়তা, বাজার করা, গৃহ বা গৃহের আঙ্গিনা বা চত্বর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং গৃহের অন্যান্য কাজ যা সাধারণতঃ গৃহস্থলি কাজ হিসেবে স্বীকৃত। এছাড়া ও পোশাক পরিচ্ছদ ধোয়া, গৃহে বসবাসরত শিশু, প্রবীণ কিংবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির যত্ন ইত্যাদি কাজও গৃহকর্ম হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে নিয়োগকারীর ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত বা মুনাফা সৃষ্টি করে এমন কাজ এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। ইন্টারন্যাশনাল লেবার অরগানাইজেশন (আইএলও) গৃহকর্মের সংজ্ঞায় বলেছেঃ Domestic work means work performed in or for a household or households গৃহে কৃত কোনো কাজ অথবা গৃহ সংক্রান্ত কোনো কাজ গৃহকর্ম বা গৃহশ্রম বলে গণ্য হবে।

গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ মতে, 'গৃহকর্মী বলতে এমন কোন ব্যক্তিকে বোঝাবে যিনি নিয়োগকারীর গৃহে মৌখিক বা লিখিতভাবে খণ্ডকালীন অথবা পূর্ণকালীন নিয়োগের ভিত্তিতে গৃহকর্ম সম্পাদন করেন। এ ক্ষেত্রে মেস বা ডরমিটরি ও গৃহ হিসেবে বিবেচিত হবে। ইন্টারন্যাশনাল লেবার অরগানাইজেশন (আইএলও) গৃহকর্মীর সংজ্ঞা দিয়েছে এভাবেঃ Any person engaged in domestic work within an employment relationship. কোনো ব্যক্তি যদি নিয়োগপ্রাপ্ত অবস্থায় কোনো গৃহকাজে লিপ্ত থাকে তবে সে গৃহকর্মী হিসেবে বিবেচিত হবে।

গৃহকর্মীগণ অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানে বিশ্বব্যাপী কর্মীর সংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এবং তারা শ্রমিকদের মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী। তারা ব্যক্তিগত গৃহকর্মের ভিত্তিতে কাজ করে প্রায়ই কোনরকম সুস্পষ্ট নিয়োগচুক্তি ছাড়া, নিবন্ধন ছাড়া এবং তারা শ্রম

আইনের সুবিধা তেমন পায় না। গৃহকর্মীরা কখনো ফুলটাইম, কখনো পার্টটাইম ভিত্তিতে কাজ করে। তারা নিয়োগ প্রাপ্ত হয় একক বাড়িওয়ালা কিংবা একাধিক ব্যক্তির পক্ষ থেকে। তারা বাড়ির মালিকের সাথে বা নিজ দায়িত্বে অন্য কোথাও বসবাস করে। বর্তমানে গৃহশ্রমিকরা প্রায়ই খুবই কম বেতন, অধিক কর্মঘণ্টা, নির্ধারিত সাপ্তাহিক ছুটি না থাকা, শারীরিক-মানসিক ও যৌন হয়রানি চলাফেরার স্বাধীনতা বাধা সহ নানাবিধ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

পুলিশ ও মানবাধিকার সংস্থার তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে গৃহশ্রমিক নির্যাতন আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। সরকারি উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা, পুলিশ ও সামরিক কর্মকর্তা, ডাক্তার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, এনজিও কর্মী, খেলোয়ার এবং চিত্রনায়িকার বাড়িতেও ঘটছে গৃহকর্মী নির্যাতন ও মৃত্যুর ঘটনা। কিন্তু অধিকাংশ ঘটনারই সুষ্ঠু তদন্ত হচ্ছে না, বিচার পাচ্ছে না ভুক্তভোগী দরিদ্র অসহায় পরিবার। ধর্ষিতা নারী কখনও বা কলঙ্ক ঘোচাতে নিজেই জীবন বিসর্জন দেয়।

অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া গৃহশ্রমের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়: গৃহ শ্রমিককে সার্বক্ষণিক বিভিন্ন প্রকৃতির শ্রম দিতে হয়। ফলে শ্রমিককে কাজ করতে গৃহ মালিকের বাড়িতেই অবস্থান করতে হয়; গৃহকর্মীদের ঘুমানোর জন্য (গৃহ মালিকের বাড়িতে) কোন নিরাপদ নির্ধারিত স্থান থাকে না। গৃহ শ্রমিকের মালিকের ঘরের মেঝেতে বা পরিত্যক্ত কোন অরক্ষিত ঘরে বা ঘরের অনিরাপদ বারান্দায় থাকার ব্যবস্থা হয়। এক্ষেত্রে তাদের মানবিক মর্যাদার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয় না; গৃহ মালিক কর্তৃক পুরানো থালা বাসন গ্লাসে সর্বশেষ ও নিম্ন মানের কম পরিমাণ খাবার দেওয়া হয়; গৃহ শিশু শ্রমিককে শোয়ার বিছানা, চাদর, পরিধানের বস্ত্র পুরনো, অপরিচ্ছন্ন, পরিত্যক্ত ও অপরিষ্কার খাবার দেওয়া হয়। শ্রমে বা কাজে যোগ দেওয়ার অধিকার থাকলেও শ্রম থেকে অব্যাহতি পাওয়ার অধিকার থাকে না। মালিকের বাড়িতে অসুবিধা হলে শ্রমিককে পালিয়ে গিয়ে অব্যাহতি নিতে হয়। গৃহ মালিকের পরিবারের সদস্যগণের নিকট থেকে গৃহকর্মীরা সাধারণত মানবিক আচরণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়; কোন অনুষ্ঠান, ধর্মীয় বা সামাজিক পর্বে নিম্নমানের নতুন কাপড় দেওয়া হয়; গৃহকর্মে শিশুদের নিয়োগে গৃহকর্তাদের বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। কারণ, শিশু শ্রমিকরা বাধ্য ও অনুগত থাকে এবং পরিবারের সকলের নির্দেশ নির্বিবাদে ও প্রতিবাদহীনভাবে পালন করে; বিশ্রাম, বিনোদন, অবসর যাপনের সুযোগের অভাব এবং গৃহ মালিকের শিশু সন্তানদের সঙ্গে মুক্তভাবে খেলাধুলা করার অনুমতি সীমিত; সবার পরে ঘুমাতে দেওয়া হয় এবং সবার আগে ঘুম থেকে উঠতে বাধ্য করা হয়।

কর্মস্থানের খারাপ পরিবেশ, শ্রমিকদের শোষণ, অশোভন আচরণ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনসহ গৃহকর্মীদের নানাবিধ সমস্যা মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অরগাইজেশন আইএলও গৃহকর্মীদের অধিকার সুরক্ষা, কর্মস্থান ও জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। আইএলও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গৃহকর্মীদের স্বার্থ রক্ষায় বিভিন্ন দেশের সরকার, এ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সামর্থ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, শ্রমিক সংগঠনগুলোকে আর্থিক, নৈতিক ও আইনি সাহায্য প্রদান করে। তাছাড়া Domestic worker convention 2011 এ গৃহীত সনদ নং ১৮৯ এবং পরামর্শ ২০১ বাস্তবায়নে আইএলও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সনদ নং ১৮৯ গৃহকর্মীদের অধিকার রক্ষায় একটি যুগান্তকারী আর্ন্তজাতিক পদক্ষেপ। এতে গৃহকর্মীদেরকে অন্যান্য শ্রমিকের মতোই বিবেচনায় আহ্বান জানানো হয়েছে। এই কনভেনশনে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে গৃহকর্মীদের ন্যূনতম স্বার্থ রক্ষার অঙ্গীকার করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে: মানবাধিকার রক্ষা ও উন্নয়ন, কাজ করার মৌলিক অধিকার, নিয়োগ দেওয়ার পদ্ধতি ও শর্ত, কমঘণ্টা, পারিশ্রমিক, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা, বেসরকারি নিয়োগ এজেন্সি, বিরোধ নিষ্পত্তি, অভিযোগ ও জরবদস্তি। সনদ নং ১৮৯ অনুযায়ী গৃহকর্মীদের সাথেও এখন থেকে লিখিত চুক্তি করতে হবে। এছাড়া তাদের অন্তত একদিন সাপ্তাহিক ছুটির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং বার্ষিক ছুটি ও অন্যান্য ছুটির দিনগুলোতে কোনভাবেই গৃহকর্মীদের কাজে বাধ্য করা যাবে না। নতুন সনদ নং ১৮৯ ও পরামর্শ নং ২০১, পূর্ববর্তী আইএলও সনদ নং ১৩৮ এবং ১৮২ এর আলোকে গৃহীত হলে ও এটি পূর্ববর্তী সনদ ২টির ১৩৮ ও ১৮২ এর জন্য সম্পূরক। আইএলও সনদ নং ১৩৮ (ন্যূনতম বয়স সংক্রান্ত)- এর মাধ্যমে মূলত শিশুশ্রমকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কোনো শিশু যেন ন্যূনতম যেন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করার পূর্বে শ্রমে নিযুক্ত না হয় তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে এবং এ সনদে কাজে যোগদানের ন্যূনতম বয়স ১৫ বছর নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যদিও প্রয়োজনে ও ব্যতিক্রম হিসেবে এ বয়স ১২ বছরও হতে পারে। অন্যদিকে আইএলও সনদ নং ১৮২ তে নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম নিরসন সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। এই সনদ অনুসারে, পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ, পর্নোগ্রাফির মতো কাজে শিশুকে ব্যবহার দাসত্বসদৃশ শ্রম যেমন শিশু পাচার ও বিক্রয়, ঋণদাসত্ব ইত্যাদি কাজ নিকৃষ্ট ধরনের কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে। এ সনদের উদ্দেশ্যে শিশু শব্দটি ১৮ বছরের কম সকল ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে। স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ এসব সনদ কীভাবে বাস্তবায়ন করবে ও তার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা কীভাবে তৈরি করবে সে সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা পরামর্শ ২০১ তে দেওয়া হয়েছে। গৃহ শ্রমিকদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ আইএলও সনদ নং ১৩৮ ও সনদ নং ১৮৯ এ বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত স্বাক্ষর করেনি। যদিও বাংলাদেশ জাতিসংঘ গৃহীত United Nations Convention on the Rights of the child (UNCRC) এবং আইএলও গৃহীত কনভেনশন নং ১৮২ (নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম সম্পর্কিত) সহ শ্রমবিষয়ক প্রায় ৩৩ টি আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর করেছে।

জাতিসংঘ গৃহীত Universal Declaration of Human Rights বা সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার অনুচ্ছেদ ১ অনুযায়ী প্রতিটি নাগরিক জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং মর্যাদা ও অধিকারের ক্ষেত্রে ধর্ম, গোত্র, গাত্রবর্ণ, জেন্ডার, ভাষা, রাজনৈতিক বা ভিন্নমত, জাতীয় অথবা সামাজিক উৎস (Origin), সম্পদ, জন্ম বা অন্যান্য স্ট্যাটাস নিরপেক্ষভাবে সমান। অনুচ্ছেদ ১২ অনুযায়ী কোন ব্যক্তির পরিবার, গৃহ ও পত্র যোগাযোগ এ সকল ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতামূলক হস্তক্ষেপ বা বিঘ্ন সৃষ্টি করা এবং তার সম্মান ও মর্যাদায় আঘাত

করা যাবে না। অনুচ্ছেদ ২৩, ২৪ ও ২৫ এ সকল শ্রমিকের সমান কাজে জন্য সমান মজুরি নীতির ভিত্তিতে ন্যায়সঙ্গত মজুরির বিনিময়ে স্বাধীনভাবে কর্ম নির্বাচন, নির্ধারিত কর্মঘন্টা, সাময়িক ছুটিসহ বিশ্রাম ও বিনোদন, স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বসবাস, পরিবারসহ মানবিক মর্যাদার সাথে জীবনযাপন এবং সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ২০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কর্মক্ষম প্রতিটি নাগরিকের জন্য কর্মের অধিকার হচ্ছে তার অধিকার, কর্তব্য এবং মর্যাদার বিষয় এবং শ্রমিকের প্রাপ্য পরিশোধের মূলনীতি হল শ্রমিকের সামর্থ্য অনুযায়ী কর্মসম্পাদন এবং সম্পাদিত কাজ অনুযায়ী শ্রমের মুল্য পরিশোধ। অনুচ্ছেদ ২৭ অনুযায়ী সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের আশ্রয়লাভে সমঅধিকারী। অনুচ্ছেদ ৩৪ এ সকল প্রকার জবরদস্তি শ্রম (Forced Labour) নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু সংবিধানে এসব মূলনীতির আলোকে গৃহকর্মী নির্যাতন প্রতিরোধে একটি নীতিমালা ছাড়া সুনির্দিষ্ট ও পরিপূর্ণ কোন আইনি কাঠামো পরিলক্ষিত হয়নি। অবশ্য কোন কোন আইনের বিচ্ছিন্ন কিছু ধারা রয়েছে। এ পর্যায়ে গৃহকর্মী নির্যাতন প্রতিরোধে বাংলাদেশে প্রচলিত আইন ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুটা ইঙ্গিত দেওয়া হলো:

গৃহকর্মী নির্যাতনের প্রায় প্রতিটি ঘটনায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৪ (খ) ধারায় মামলা হয়। কিন্তু এ আইনটিতে আসামিদের সাজা দেওয়ার খুব একটা সুযোগ নেই। এ আইনে কেবল দাহ্য পদার্থ দ্বারা পুড়ে গেলে সাজার সুযোগ আছে। কিন্তু বেত্রাঘাত, গরম খুন্তি, লোহা, ইস্ত্রির ছ্যাঁকা গরম পানি ঢেলে দেওয়া এ আইনে অন্তর্ভুক্ত হয় না। তাই গৃহকর্মী নির্যাতনের ঘটনায় দণ্ড বিধির (২৩, ২৪, ২৫, ২৬) ধারায় মামলা করলে কিছুটা সুফল পাওয়া যায়।

গৃহভৃত্য নিবন্ধন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ তে বলা হয়েছে, ভৃত্য বা গৃহকর্মী নিয়োগের ১৫ দিনের মধ্যে নিকটস্থ থানায় এর নিবন্ধন করাতে হবে। এতে নারী ও শিশু পাচার রোধে মজবুত বিধান রাখান হয়েছিল। কিন্তু এ আইনটি বাস্তবে কার্যকর করা হয় না। তবে এ বিষয়ে The Prevention and Suppression of Human Trafficking Act. (Act. 3 of 12) নামে নতুন আইন করা হয়েছে।

গৃহকর্মীদের সুরক্ষা ও কল্যাণে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা নামে একটি নীতিমালা অনুমোদন দিয়েছে সরকারের মন্ত্রিসভা। এর ফলে গৃহকর্ম শ্রম হিসেবে স্বীকৃতি পাবে এবং সবেতনে চার মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি ছাড়া ও অন্যান্য ছুটি ভোগ করতে পারবেন গৃহকর্মীরা। এই নীতিমালা অনুমোদন পাওয়ায় শ্রম আইন অনুযায়ী গৃহকর্মীরা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাবেন। নীতিমালায় গৃহকর্মীদের বিশ্রামের পাশাপাশি বিনোদনের সময় দেওয়ার ও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। গৃহকর্মীদের শ্রমঘণ্টা এবং বেতন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পক্ষ ঠিক করবে। শ্রমঘণ্টা, বিশ্রাম ও বিনোদন সম্পর্কে নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৭.৪ এ বলা হয়েছে: প্রত্যেক গৃহকর্মীর কর্মঘণ্টা এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে, যাতে তিনি পর্যাপ্ত ঘুম, বিশ্রাম, চিত্তবিনোদন ও প্রয়োজনীয় ছুটির সুযোগ পান। গৃহকর্মীর ঘুম ও বিশ্রামের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্থান নিশ্চিত করতে হবে। গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রীর অনুমতি নিয়ে গৃহকর্মী সবেতনে ছুটি ভোগ করতে পারবেন।

নীতিমালায় বলা হয়েছে, আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে গৃহকর্মীর মজুরি নির্ধারিত হবে। পূর্ণকালীন গৃহকর্মীর মজুরি যাতে তার পরিবারসহ সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপনের উপযোগী হয় নিয়োগকারীকে তা নিশ্চিত করতে হবে। তবে গৃহকর্মীর ভরণ পোষণ, পোশাক পরিচ্ছেদ, দেওয়া হলে তা মজুরির অতিরিক্ত বলে গণ্য হবে। তবে ১২ বছর বয়সের কাউকে গৃহকর্মী রাখতে হলে তার আইনানুগ অভিভাবকের সঙ্গে তৃতীয় কোনো পক্ষের উপস্থিতিতে নিয়োগকারীকে আলোচনা করতে হবে। তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতিতে এই আলোচনা, চুক্তি, সমঝোতা বা ঐক্যমতের সময় নিয়োগের ধরন, তারিখ, মজুরি, বিশ্রামের সময়ও ছুটি, কাজের ধরন, থাকা খাওয়া, পোশাক, পরিচ্ছেদ এবং গৃহকর্মীর বাধ্যবাধকতা এসব বিষয়ের উল্লেখ রাখতে বলা হয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী, অসুস্থ অবস্থায় কোনো গৃহকর্মীকে দিয়ে কাজ করানো যাবে না। নিয়োগকারীকেই নিজের অর্থে গৃহকর্মীর চিকিৎসা করাতে হবে। এছাড়া গৃহকর্মীকে তার নিজের ধর্ম পালনের সুযোগ দিতে হবে। কর্মরত অবস্থায় কোনো গৃহকর্মী দুর্ঘটনার শিকার হলে চিকিৎসাসহ ক্ষয় ক্ষতির ধরন অনুযায়ী নিয়োগকারীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

গৃহকর্মীর সঙ্গে অশালীন আচরণ, দৈহিক বা মানসিক নির্যাতন করা যাবে না উল্লেখ করে নীতিমালায় ৭.১০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: কোন ক্রমেই গৃহকর্মীর প্রতি কোনো প্রকার অশালীন আচরণ অথবা দৈহিক আঘাত অথবা মানসিক নির্যাতন করা যাবে না। গৃহকর্মীর উপর কোনো রকম হয়রানি ও নির্যাতনের ক্ষেত্রে সুবিচার নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রচলিত আইন অনুযায়ী সরকারের উপর বর্তাবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ও সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী প্রদান করবে। নিয়োগকারী, তার পরিবারের সদস্য বা আগত অতিথিদের দ্বারা কোন গৃহকর্মী কোনো প্রকার শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন যেমন: অশ্লীল আচরণ, যৌন হয়রানি বা নির্যাতন কিংবা শারীরিক আঘাত অথবা ভীতি প্রদর্শনের শিকার হলে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গৃহকর্মী নির্যাতন বা হয়রানির ঘটনায় সংশ্লিষ্ট থানা যেন দ্রুত ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সে জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দাপ্তরিক নির্দেশনা জারি করবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় গৃহকর্মীর প্রতি নির্যাতনের প্রতিকারে প্রয়োজনে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে হয়রানি ও যৌন নির্যাতন কিংবা শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের মামলা সরকারি ব্যয়ে পরিচালিত হবে। যৌন হয়রানি বা যৌন নির্যাতন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্টের বিভাগের নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে। গৃহকর্মী তার কর্মরত পরিবারের সদস্য বিশেষ করে শিশু, অসুস্থ ও বৃদ্ধ বা অন্য কোন সদস্যের প্রতি কোনরূপ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন বা পীড়াদায়ক আচরণ করতে পারবে না। এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটলে নিয়োগকারী তার নিয়োগ বাতিল করতে পারবে এবং তার বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত

আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। নিয়োগকারী পূর্ণকালীন গৃহকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে ছবিসহ সংশ্লিষ্ট থানাকে অবহিত করতে পারবেন। নীতিতে যাই থাকুক না কেন গৃহকর্মী নির্যাতনের ঘটনায় ফৌজদারী মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে কোন বাধা কিংবা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে না।

কাউকে না জানিয়ে গৃহকর্মী চলে গেলে নিয়োগকারী সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি করতে পারবেন। তবে অর্থ বা মালামাল নিয়ে গৃহকর্মী পালিয়ে গেলে সেক্ষেত্রে আইনের আশ্রয় নিতে পারবেন নিয়োগকারী। নিয়োগকারী পূর্ণকালীন গৃহকর্মী নিয়োগ দিয়ে তার ছবিসহ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবহিত করতে হলে এক মাস আগে জানাতে হবে। গৃহকর্মীও যদি চাকরি ছেড়ে চলে চান; তবে নিয়োগকারীকে তা এক মাস আগে জানাতে হবে। তবে তাৎক্ষণিকভবে কেউ গৃহকর্মীকে চাকরি থেকে বাদ দিলে এক মাসে মজুরি দিয়ে বিদায় দিতে হবে। এই নীতিমালা বাস্তবায়নে শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি তদারকি সেল থাকবে। গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা অনুমোদনের আগে Bangladesh National Woman Lawyers Association (BNWLA) এর একটি রিটের প্রেক্ষিতে গৃহকর্মীদের রক্ষায় ও আইনি শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের হাইকোর্ট সরকারের উদ্দেশ্যে একটি রুল জারি করে। ২০১১ সালে বিচারপতি এম ইমান আলী ও বিচারপতি শেখ হাসান আরিফের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ সরকারকে গৃহশ্রমসংক্রান্ত আইনানুগ কাঠামো তৈরিতে ১০টি নির্দেশনা দেন। এ রায়ের আশাব্যঞ্জক দিক হলো, এটি বাস্তবায়িত হলে আইএলও সনদ ১৮৯ ও পরামর্শ ২০১ এর মূল লক্ষ্য অর্জিত হবে। নির্দেশনাগুলোর মধ্যে রয়েছে,

১. ১২ বছরের নিচের শিশুদের সব ধরনের শ্রমে (এমনকি গৃহশ্রমেও) নিয়োগ নিষিদ্ধ করা।

২. ১৩-১৮ বছর বয়সের গৃহকর্মে নিযুক্ত শিশুদের নিয়মিত শিক্ষা অথবা কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়োগকারীদের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা।

৩. গৃহকর্মীদের শ্রম আইনের অধীনে শ্রমিক সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করা ।

৪. গৃহশ্রমিক প্রতিরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১০-এর ধারাগুলো বাস্তবায়ন করা।

৫. গৃহশ্রমিকের ওপর সহিংসতামূলক আচরণের মামলাগুলোর নিয়মিত তদারকি করা।

৬. নারী ও শিশুদের শহরে পাঠানোর আগে নিকটস্থ ইউনিয়ন পরিষদে অভিভাবক কর্তৃক নাম ঠিকানা নিবন্ধন কর।

৭. গৃহকাজে নিয়োজিত গৃহকর্মীদের নিবন্ধন ও এ তথ্যগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ সরকারের তরফ থেকে নিশ্চিত করা।

৮. প্রতি দুই মাস অন্তর একবার গৃহকর্মীদের শারীরিক সুস্থতার পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করে যত দ্রুত সম্ভব আইন প্রণয়ন করা।

৯. গৃহকর্মীদের কাজের সময়সীমা, বিশ্রাম, বিনোদন, বেতন ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য সুদৃঢ় আইনি কাঠামো তৈরি করা।

১০. গৃহকর্মীরা গৃহকাজে নিযুক্ত অবস্থায় কোনো প্রকার অসুস্থতা, আঘাত অথবা দুর্ঘটনার শিকার হলে তাদের যথাযথ চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের নিশ্চয়তা অবশ্যই আইনে রাখা।

লেখক: সাহিত্যিক ও গবেষক।

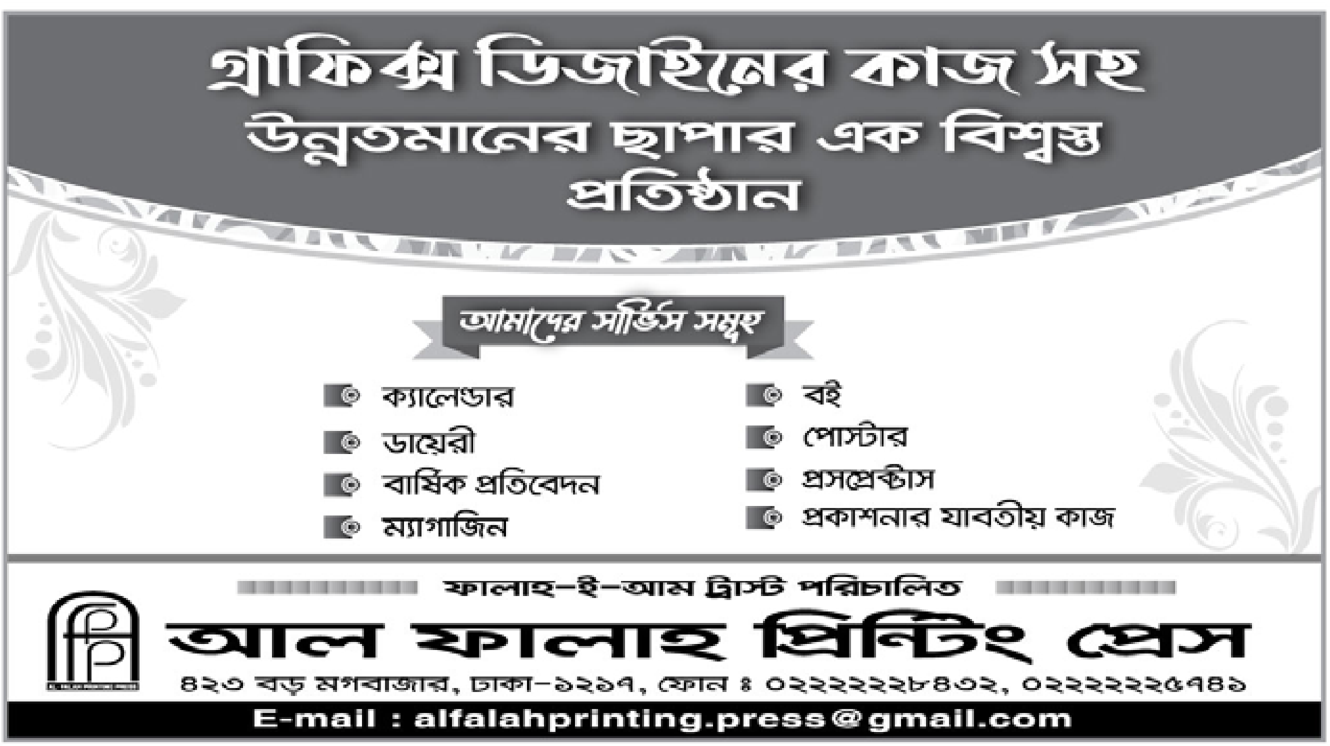

শ্রমিক সংগঠনে ট্রেড ইউনিয়নের গুরুত্ব ও করণীয়

এডভোকেট আতিকুর রহমান

❖ শ্রমিক সংগঠন কি?

১. শ্রমিকদের দাবি দাওয়া নিয়ে যে সংগঠন কাজ করে তাকেই শ্রমিক সংগঠন বলা হয়।

২. শ্রমিক সংগঠন বলতে মূলত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনকে বুঝায়।

৩. শ্রমিক সংগঠনগুলোর মূল শক্তি হলো ট্রেড ইউনিয়ন। ট্রেড ইউনিয়ন ছাড়া শ্রমিক সংগঠনগুলো অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে এবং সরকার ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও এর কোন গুরুত্ব থাকে না।

৪. বাংলাদেশের পরিবহন ও গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন পেশার শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হয়ে যতবারই দাবি আদায়ের জন্য মাঠে নেমেছে, তারা সফলতা পেয়েছে।

৫. শ্রমজীবী মানুষ তুলনামূলক অসহায় হলেও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করতে পারলে বড়ো এক শক্তিতে পরিণত হয়। সেই শক্তির সাহায্যে তারা একদিকে নিজেদেরকে জুলুম থেকে রক্ষা করতে পারে, অন্যদেরকেও জুলুমের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারে।

❖ শ্রমিক সংগঠনের আইনগত ভিত্তি:

১. জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে ২৩-২৫ ধারায় শ্রমিকদেরকে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষনের জন্য প্রত্যেক শ্রমিককে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন এবং তাতে যোগদান করার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রত্যেক শ্রমিকের স্বাধীনভাবে চাকরি বেছে নেওয়ার অধিকার, বৈষম্য ছাড়া সমান কাজের সমান বেতন পাওয়ার অধিকার দিয়েছে।

২. বাংলাদেশের সংবিধানে ৩৮ অনুচ্ছেদে যেকোন ব্যক্তিকে সংগঠন করার স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে।

৩. আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ এ শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। উল্লেখ্য যে, ১৯১৯ সালের ১১ এপ্রিল আইএলও প্রতিষ্ঠিত হয়। আইএলও এর সদস্য দেশ ১৮৭ টি। বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের ২২ জুন আইএলও এর সদস্য হয়।

৪. বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ১৭৫-২০৮ ধারায় শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার এবং ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রমিক সংগঠনের গুরুত্ব: ঐক্যই শক্তি বা সংগঠিত মানুষই শক্তিশালী মানুষ। শ্রমজীবী মানুষ তুলনামূলকভাবে অসহায়। সেজন্য তারা যত যৌক্তিক কথাই বলুক, যতই আইনের কথা বলুক সংগঠিত শক্তির প্রমাণ দিতে না পারলে, সবাই মিলে সোচ্চার কণ্ঠে গর্জে উঠতে না পারলে, তাদের কথায় কেউই কর্ণপাত করবে না। এককভাবে একজন শ্রমিক দুর্বল হলেও তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারলে বড়ো শক্তিতে পরিণত হয়। সেই শক্তির সাহায্যে তারা একদিকে নিজেদেরকে জুলুম থেকে রক্ষা করতে পারে, অন্যদেরকেও জুলুমের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারে। শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আইনস্বীকৃত প্ল্যাটফরম হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন। আর শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমেই কেবল শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

❖ ট্রেড ইউনিয়নের পরিচয়

১. কোন নির্দিষ্ট শ্রম পেশার শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষায় গঠিত নিবন্ধিত সংগঠন হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন।

২. শ্রমিক-মালিক, শ্রমিক-শ্রমিক, মালিক-মালিকের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হয়।

৩. ট্রেড ইউনিয়ন মূলত শ্রমিকদের দ্বারা গঠিত একটি আইনস্বীকৃত সংগঠন, যা শ্রমিকদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষায়, জীবনমান উন্নয়ন, জীবন ও জীবিকা নিশ্চয়তা বিধানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনকে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ ও শ্রম বিধিমালা ২০১৫ অনুসরণ করে ইউনিয়নের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। বাংলাদেশ শ্রম আইন ১৯২ (১) ধারা অনুসারে কোন ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রিকৃত না হইলে অথবা উহার রেজিস্ট্রি বাতিল করা হইলে উহা ট্রেড ইউনিয়ন হিসাবে কাজ করতে পারবে না। আবার নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়নসমূহ আইনের নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালিত না হলে শ্রম আইনের ১৯০ ধারার বিধান মতে মহাপরিচালক কোন ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রি বাতিল করিতে পারবেন।

❖ ট্রেড ইউনিয়নের প্রকারভেদ

ট্রেড ইউনিয়ন সাধারণত: ৪ প্রকারের হয়ে থাকে। ১. বেসিক ইউনিয়ন, ২. পেশাভিত্তিক ফেডারেশন বা ক্রাফট ফেডারেশন, ৩. জাতীয় ফেডারেশন ও ৪. কনফেডারেশন

❖ বেসিক ইউনিয়নের গঠন প্রক্রিয়া:

বেসিক ইউনিয়ন হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়নের সবচেয়ে প্রাথমিক স্তর। যা এককভাবে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কিংবা কোন প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে গঠন করা যায়।

❖ শিল্প প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন প্রক্রিয়া:

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কমপক্ষে ২০% শ্রমিকের ডি-ফরম পূরণ করতে হয়। ইউনিয়নভুক্ত সদস্যদের চাকুরির পরিচয়পত্র ও ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি সংগ্রহ করতে হয়। পরবর্তীতে সাধারণ সভা করে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্ধারণ করে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া শুরু করতে হয়।

❖ প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন প্রক্রিয়া:

প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে ট্রেড ইউনিয়ন সাধারণত জেলা সমূহের উপজেলা পর্যায়ে এবং মহানগরীসমূহের থানা/অঞ্চল পর্যায়ে গঠন করা যায়। প্রতিষ্ঠানপুঞ্জ শ্রমিক বলতে সাধারণত যে সমস্ত শ্রমিকরা বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন স্থানে কর্মরত থাকে তাদেরকে বুঝানো হয়। যেমন- রিকশা শ্রমিক, গৃহকর্মী, নির্মাণ, কৃষি, চাতাল, দোকান কর্মচারী, হোটেল, নৌ শ্রমিক, ফার্নিচার শ্রমিক প্রভৃতি। প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে সংশ্লিষ্ট পেশার ৩০% শ্রমিকের ডি-ফরম পূরণ ও ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি সংগ্রহ করতে হয়। পরবর্তীতে সাধারণ সভা করে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্ধারণ করে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া শুরু করতে হয়।

❖ পেশাভিত্তিক ফেডারেশন গঠন প্রক্রিয়া:

একই পেশার কমপক্ষে ৫ টি বেসিক ইউনিয়ন নিয়ে পেশাভিত্তিক ফেডারেশন গঠিত হয়। বাছাইকৃত ৫টি ইউনিয়ন কমপক্ষে ২টি বিভাগ কে প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। পেশাভিত্তিক ফেডারেশন সংশ্লিষ্ট পেশার নামে গঠিত হয়। যেমন- পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন প্রভৃতি।

❖ জাতীয় ফেডারেশন গঠন প্রক্রিয়া:

বিভিন্ন পেশার কমপক্ষে ২০ টি বেসিক ইউনিয়ন নিয়ে জাতীয় ফেডারেশন গঠিত হয়। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন একটি জাতীয় ফেডারেশন।

❖ কনফেডারেশন গঠন প্রক্রিয়া:

কমপক্ষে ১০ টি জাতীয় ফেডারেশন নিয়ে কনফেডারেশন গঠিত হয়।

❖ ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের উদ্দেশ্য:

ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের উদ্দেশ্যকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। ১. সাধারণ উদ্দেশ্য ও ২. আদর্শিক উদ্দেশ্য।

ট্রেড ইউনিয়নের সাধারণ উদ্দেশ্য:

ট্রেড ইউনিয়নের সাধারণ উদ্দেশ্য বলতে প্রধানত: সে উদ্দেশ্যকে বুঝায় যে উদ্দেশ্যে শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়নের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র আদায়, কর্মঘণ্টা নির্ধারণ, কাজের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি, বেতন, বোনাস, ইনক্রিমেন্ট ও ভবিষ্যত তহবিল গঠনে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন আইনস্বীকৃতভাবে ভূমিকা পালন করার অধিকারী হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ মালিক কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা বা দর কষাকষির মাধ্যমে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সুবিধা ও চাকরির নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করণে ভূমিকা পালন করে থাকেন। এছাড়া সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে শ্রম আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা, দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা, শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য রক্ষায় ট্রেড ইউনিয়ন ভূমিকা পালন করে থাকে। কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক বা সংশ্লিষ্ট পেশার শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন, অভাব পূরণ করা, আর্থিক অস্বচ্ছলতা দূর করা, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, মানসম্মত মজুরি নিশ্চিত করা, নৈতিক উন্নতি সাধন, অসামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখা, শ্রমিকদের সন্তানদের লেখাপড়া, বিয়ে শাদী দেওয়া ও শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা ট্রেড ইউনিয়নের অন্যতম উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। বাস্তবিক পক্ষে শ্রমিকের মজুরি, ছুটি, বোনাস, গ্র্যাচুয়িটি, পেনশন, ক্ষতিপূরণ, ওভারটাইম, বকেয়াসহ চুক্তিভিত্তিক ও আইনসঙ্গত সকল প্রাপ্য আদায়, শ্রমিকদের জন্য শোভন কাজ ও কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ শ্রমিককে সাংগঠনিক ও আইনি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন একটি অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে।

ট্রেড ইউনিয়নের আদর্শিক উদ্দেশ্য:

শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি কাল মার্কস-লেলিন সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বিশ্বব্যাপী কায়েমের লক্ষ্যে শ্রমিক শ্রেণির উপর ভর করেছিলেন। তারা শ্রমিক আন্দোলনকে শ্রমিক শ্রেণির অধিকার আদায়ের আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করলেও প্রকৃতপক্ষে শ্রমিক মেহনতি শ্রেণিকে সমাজতন্ত্রের আদর্শে গড়ে তোলার মাধ্যম হিসেবে 'ট্রেড ইউনিয়ন' আন্দোলনকে ব্যবহার করে। এ লক্ষ্যে তারা ট্রেড ইউনিয়নের অর্থ করেছে– Trade union means school of communism. শোষকদের হাত থেকে শাসন ও সম্পদ কেড়ে নিয়ে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হবে ভেবে সমাজতন্ত্রের প্রতি প্রচুর মানুষ উৎসাহী হয়ে উঠে। এ সুযোগে বিগত শতাব্দীতে রাশিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন, কিউবা, লাওস, ভেনিজুয়েলা, উত্তর কোরিয়া, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, আফগানিস্তান, মায়ানমার, গাম্বিয়াসহ পৃথিবীর ৩০ টিরও বেশি দেশে কমিউনিস্ট বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে। যার মূল চালিকাশক্তি ছিলো শ্রমজীবী মানুষ। আজ থেকে ১৫০০ বছর আগে আরবে রাসুল (সা.) এর ইসলামী বিপ্লবে সে সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষ যেমনঃ রাখাল, গোলাম ও কৃতদাসের ভূমিকা অন্যদের চেয়ে ঈর্ষণীয় ছিল। শত জুলুম নির্যাতন ও প্রলোভন তাদের রাসুল (সা.) এর বিপ্লবী আন্দোলন থেকে পিছু হঠাতে পারেনি। অধুনা আমাদের আর্থসামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিচার করলে শ্রমিকরা কৃতদাস শ্রেণির পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং কোন আদর্শকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে শ্রমিক জনগোষ্ঠীকে সে আদর্শ বাস্তবায়নের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করতে পারলে সে আদর্শকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা অনেকটা সহজ হয়ে যায়। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন একটি আদর্শিক শ্রমিক

শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি কাল মার্কস-লেলিন সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বিশ্বব্যাপী কায়েমের লক্ষ্যে শ্রমিক শ্রেণির উপর ভর করেছিলেন। তারা শ্রমিক আন্দোলনকে শ্রমিক শ্রেণির অধিকার আদায়ের আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করলেও প্রকৃতপক্ষে শ্রমিক মেহনতি শ্রেণিকে সমাজতন্ত্রের আদর্শে গড়ে তোলার মাধ্যম হিসেবে 'ট্রেড ইউনিয়ন' আন্দোলনকে ব্যবহার করে। এ লক্ষ্যে তারা ট্রেড ইউনিয়নের অর্থ করেছে– Trade union means school of communism.

সংগঠন হিসেবে ট্রেড ইউনিয়নের ময়দানে সাধারণ উদ্দেশ্য ছাড়াও কতিপয় আদর্শিক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে থাকে। যা নিম্নরূপ-

১. কল্যাণমূলক ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে শ্রমিক ময়দানকে প্রস্তুত করা। এই লক্ষ্যে শ্রমজীবী মানুষকে পরিকল্পিত উপায়ে দাওয়াতের বলয়ে নিয়ে এসে ইসলামী জীবন বিধান পুরোপুরি পালনে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো।

২. ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রমিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান করে শ্রমজীবী মানুষের সত্যিকার মুক্তি সাধন করা।

৩. ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শ্রমজীবী মানুষকে সম্পৃক্ত করা এবং এ বিষয়ে জনমত গঠনে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম জোরদার করা।

৪. শ্রমিক ময়দানে ইসলামী আদর্শের প্রভাব সৃষ্টি করা এবং শ্রমিকদেরকে ইসলামী আদর্শের প্রভাব বলয়ে নিয়ে আসা। এ লক্ষ্যে ট্রেড ইউনিয়নসমূহকে ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধ শেখার পাঠশালা হিসেবে পরিণত করা।

৫. প্রচলিত ট্রেড ইউনিয়নের ধারায় পরিবর্তন সাধন করে নতুন ধারার সূচনা করা।

৬. শ্রমিক ময়দানে সৎ নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা।

৭. মজলুম মানুষের অধিকার রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করা এবং সকল প্রকার জুলুমের অবসান ঘটিয়ে সুবিচার নিশ্চিত করা। "লা তাজলিমুনা ওলা তুজলামুন" এ বাণীকে সর্ব পর্যায়ে চালু করা।

৮. শ্রমিকদের বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা।

৯. শ্রেণি সংগ্রামের পরিবর্তে শ্রেণি সমঝোতা এবং বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা।

❖ **ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন প্রতিষ্ঠায় করণীয়:**

১. প্রতিটি পেশায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের পদক্ষেপ নেওয়া। এক্ষেত্রে যত পেশা তত ইউনিয়ন এই স্লোগানকে সামনে রেখে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ভূমিকা রাখা।

২. উপজেলা ও থানা পর্যায়ে পেশাভিত্তিক কমিটি গঠন ও কার্যক্রম মজবুত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৩. 'যত পেশা তত কমিটি' এ স্লোগানকে ধারণ করে তৃণমূল পর্যায়ে পেশা ভিত্তিক কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া।

৪. প্রত্যেক জনশক্তিকে পেশা ভিত্তিক কাজে নিয়োজিত করা ও দায়িত্ব বন্টন করে দেওয়া।

৫. পেশা ভিত্তিক পরিকল্পিত ভাবে জনশক্তি বৃদ্ধি ও ইউনিট গঠন করা।

৬. পেশা ভিত্তিক শ্রমিকদেরকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করা।

৭. পেশা ভিত্তিক শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে মাঠ পর্যায়ে আন্দোলন গড়ে তোলা ও নেতৃত্ব দেওয়া।

৮. সকল পেশায় দাওয়াতি কাজকে জালের মত ছড়িয়ে দেওয়া এবং শ্রমিকদের মাঝে প্রভাব সৃষ্টি করা।

❖ **প্রত্যেক উপজেলা ও থানাকে ট্রেড ইউনিয়নের আওতায় নিয়ে আসা**। এ লক্ষ্যে–

১.উপজেলা ও থানা নেতৃবৃন্দের নিকট ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা।

২. ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রদান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৩. সাধারণ শ্রমিকদেরকে ট্রেড ইউনিয়নের সাথে যুক্ত হওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব বুঝানো ও উৎসাহ প্রদান করা।

৪. ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালানো।

৫. সেবামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করা।

৬. শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য বনভোজন, সামষ্টিক ভোজ, শিক্ষা সফর, ক্রীড়া প্রতিযোগিতাসহ গঠনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা।

৭. নিয়মিত দাওয়াতি তৎপরতা চালানো।

৮. সাহসী ও নেতৃত্বের গুণাবলি সম্পন্ন শ্রমিকদের মাঝে টার্গেটভিত্তিক দাওয়াতি কাজ করা।

৯. "শ্রমিক সংগঠনের কর্মী মানে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কর্মী" এই স্লোগানকে সামনে রেখে সর্বস্তরের শ্রমিক জনশক্তিকে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা।

১০. পেশাভিত্তিক জনশক্তিকে বাছাই করে সংশ্লিষ্ট পেশায় নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলা।

লেখক: সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

শ্রমজীবী নারীর বিড়ম্বনা

এডভোকেট সাবিকুন্নাহার মুন্নী

কাক ডাকা ভোরে রাস্তায় বের হলে প্রতিদিন যে দৃশ্যটি প্রায় সকলের চোখে পড়ে, দীর্ঘ পথ জুড়ে বিশাল সংখ্যক নারী শ্রমিকদের মিছিলের মত ছুটে চলা! কোথায় ছুটছে সবাই এই ভোর সকালে? প্রায় প্রত্যেকের হাতে একটি খাবারের ব্যাগ ঝুলিয়ে ছুটছে কোন এক গন্তব্যের দিকে! কোন দিকে তাকিয়ে সময় নষ্ট করার সুযোগ নেই তাদের। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে পৌঁছাতে না পারলে বন্ধ হয়ে যেতে পারে প্রতিষ্ঠানের প্রধান ফটক!

তারা কারা? তারা আমাদের সমাজেরই অবহেলিত বাসিন্দা! শ্রমজীবী নারী! যে নারীই কারও মা, কারও বোন, কারও বা প্রিয়তমা স্ত্রী!

হাজারো সমস্যার মুখোমুখি হয়ে চাকরি সামাল দিতে হচ্ছে এসব নারীকে। সংসারে সামান্য স্বচ্ছলতার সুখ এনে দিতে তাদের হাড়ভাঙা খাটুনির তুলনা হয় না। বর্তমান দ্রব্যমূল্যের বাজারে সংসার চালাতে গিয়ে ভোররাত থেকে শুরু করে একনাগাড়ে প্রায় চৌদ্দ ঘণ্টা নিরলস শ্রম দিয়ে অভাবের সংসারকে নির্ভরযোগ্য শান্তির আবাস করে তোলার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায়রত থাকলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাদের সেই কর্মের যথাযথ মূল্যায়ন হয় না। অধিকন্তু অস্বাস্থ্যকর-অমানবিক কর্ম পরিবেশ, অপ্রতুল বেতন-ভাতা এবং কর্মক্ষেত্রের নানাধরনের বাধা-বিঘ্ন ও জটিলতার কারণে অনেকেরই মন উঠে যায় চাকুরি থেকে। দেশের শ্রমবাজারের প্রায় অর্ধেকই নারী! অথচ সবচেয়ে বেশি অধিকার বঞ্চিত এই নারী শ্রমিকরা। এ দেশের প্রেক্ষাপটে শ্রম আইন প্রণীত হলেও কার্যত এর তেমন প্রয়োগ নেই।

কেস স্টাডি: ১

নদী ভাঙনে ভিটা হারিয়ে স্বামীর সঙ্গে ৮ বছর আগে সিরাজগঞ্জ থেকে রাজধানীতে আসেন সেফালী বেগম (৩০)। বছর দুয়েক পর মিরপুর এলাকায় এক পোশাক কারখানায় কাজ নেন। ২০২০ সালে করোনার প্রথম ধাক্কায় পোশাকশিল্পে ব্যাপক ছাঁটাইয়ের সময় অনেকের সঙ্গে তিনিও কাজ হারান। অন্যত্র চাকুরির আশায় এক বছর বেকার কাটিয়ে দেন। রিকশাচালক স্বামীর আয়েই সংসার চলত। গত বছর তাঁর স্বামী মারা যান। বাধ্য হয়ে খণ্ডকালীন গৃহকর্মীর কাজ নেন।

কেস স্টাডি: ২

রাহেলা আকিতার রেনু (৩২)। পরিবারের সদস্যদের মুখে দুবেলা ভাত তুলে দিতে শ্রম বিক্রি করেন। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিসহ বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে বেসরকারি সংস্থাগুলোর ঋণের জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে পরিবার। ঋণের দায় থেকে মুক্তি পেতে কম মজুরিতে শ্রম বিক্রি করছেন। টাকার অঙ্কটা বলতে চাননি। স্বামী নেশা করে টাকা উড়ায়। বৃদ্ধ মায়ের কাছে ২ বছর ও ৪ বছরের সন্তান দুটোকে রেখে জীবীকার তাগিদে ছুটে চলছেন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ের স্বার্থে এখনও নিরলস খেটে চলেছেন তিনি।

কেস স্টাডি: ৩

মাজেদা (২৭), টঙ্গী সোয়েটার ফ্যাক্টরিতে কাজ করে দেড় বছর ধরে কাজ করছিলেন। মাসিক বেতন ১৫ হাজার টাকা। তিনি বলেন, গত মাসে পোশাক কারখানায় লোক লাগবে জানিয়ে এলাকায় মাইকিং হয়েছে। কিন্তু তিনি আর যেতে চান না। কারখানার কাজে মন উঠে গেছে। সংসারে স্বামী ও এক শিশুসন্তান আছে। জানালেন, করোনার শুরুতে বিধিনিষেধে বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। কাজ যোগ দিতে দুই দিন দেরি হওয়ায় তাঁর চাকরি চলে যায়। এখন ছোট সন্তানকে কার কাছে রেখে চাকুরি করবেন! সবজি বিক্রেতা স্বামীর একক আয়ে ঘর ভাড়া দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারছেন না। বাসা-বাড়িতে খণ্ডকালীন সময়ে কাজ নেওয়ার কথা ভাবছে।

কেস স্টাডি: ৪

জলি বেগম (২২) পোশাক কারখানার কাজ করতেন তিনি বলেন, 'অপারেটর মাসে ৯ হাজার ৩০০ টাকা বেতন পাইতাম। কিন্তু ডিউটি অফিসারের অপ্রীতিকর আচরণে কাজ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। আপাতত এখন গৃহকর্মীর কাজ নিয়েছেন। এ কাজে আয় কম। কোনো সম্মানও নাই।' নতুন কোন চাকুরির চেষ্টায় আছেন। তাঁর পরিবারে মা-বাবা, ভাইবোন আছেন। পারিবারিক টানপোড়েনের মধ্যে অবিবাহিত জীবনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। রাস্তাঘাটে প্রতিনিয়ত ইভটিজিংয়ের এর শিকার হতে হয় বলে জানালেন।

কেস স্টাডি: ৫

করোনায় চাকরি হারানো আশুলিয়ার নারী শ্রমিক নিলুফার (২৭) জানালেন, করোনাকালের শুরুর দিকে কিডনি সমস্যার কারণে কয়েক দিন ছুটি নিতে হয়েছিল। কাজে ফেরার কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁকে চাকরি ছাড়তে বলে কারখানা কর্তৃপক্ষ। চাকরি ছাড়লেও কোনো ক্ষতিপূরণ পাননি। অপারেটর পদে কাজ করে মাসে বেতন পেতেন সাড়ে ৯ হাজার টাকা। বললেন, সংসারে পাঁচ বছরের ছেলে রয়েছে। স্বামী মাছের খামারে কাজ করেন। সংসারে এত টানাটানি যে শিগগিরই তাঁকে কোনো কাজে যুক্ত হতে হবে। কর্মজীবনের এমন কষ্টকর পথচলার বাস্তব গল্প অনেক নারী শ্রমিকের! নিভৃত কান্নার নোনা জলে ভেসে পার করছে বছরের পর বছর। বৈরিতার সাথে লড়তে লড়তে শ্রমের বাজারে টিকে আছে কোন রকমে।

বাংলাদেশের উন্নয়নের অন্যতম প্রধান কারিগর নারী:

শুধু পোশাকশিল্পেই নয়, কৃষি ও অকৃষি খাতে ক্রমবর্ধমান হারে নারীর কর্মে নিযুক্তি বাংলাদেশে এ উন্নয়ন এনে দিয়েছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী ৫০ বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতির পট পরিবর্তনে একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ।

১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যের চাপে প্রান্তিক নারীরা শ্রমবাজারে উপস্থিত হয়েছিলেন অপরাপর বছরের তুলনায় অধিক। তারপর থেকে শ্রমবাজারে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েই চলছে। এই হতদরিদ্র ও প্রান্তিক নারীদের সংগঠিত করে ১৯৭৮ সালে এদেশে পোশাক শিল্প যাত্রা শুরু করে। অর্থাৎ পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে শতকরা ৯০ শতাংশই নারী।

বাংলাদেশে বেশিরভাগ অঞ্চলে নারী শিক্ষার হার আনুপাতিক হারে কম হওয়ায় বিভিন্নভাবে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ অধিক মাত্রায় বিস্তৃত ও স্বীকৃত হয়েছে মূলত শ্রমিক হিসেবে। এই পাঁচ দশকে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি অর্জনের সফলতায় বড় অবদান রেখেছেন এসব নারীরা। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ২০১৯ সালের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের হার ৩৮ শতাংশ, সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, ১৯৭৪ সালে দেশে কর্মক্ষেত্রে নারী ছিল মাত্র ৪ শতাংশ। এই হার ১৯৮০ সালের দিকে ৮ শতাংশ ও ২০০০ সালে ২৩ দশমিক ৯ শতাংশে ওঠে। তবে শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের হার ২০১০ সালে বেড়ে ৩৬ শতাংশ হয়। ২০১৩ সালে অবশ্য কিছু কমে ৩৩ দশমিক ৫ শতাংশে নামে। বিবিএসের সর্বশেষ ২০১৬-১৭ সালের শ্রমশক্তি জরিপে নারী হিস্যা ৩৬ দশমিক ৩ শতাংশের কথা বলা হয়েছে। ওই জরিপ অনুযায়ী, দেশে শ্রমশক্তির আকার ৬ কোটি ৩৫ লাখ। এর মধ্যে ৬ কোটি ৮ লাখ মজুরির বিনিময়ে কাজ করেন। মোট শ্রমশক্তিতে ৪ কোটি ২২ লাখ পুরুষ আর নারী ১ কোটি ৮৭ লাখ।

শ্রম বাজারে নারী:

পরিবর্তনশীল বিশ্বে অনেক কিছুই আর আগের অবস্থায় নেই। একইভাবে কঠিন হচ্ছে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের শ্রমজীবীদের জীবনধারণ। সময়ের প্রয়োজনে দেশের শ্রমবাজারে ধীরে ধীরে বেড়েছে নারীর অংশগ্রহণ। তবে শ্রমবাজারে নারীর একটা বড়ো অংশই অনানুষ্ঠানিক বা নিম্ন আয়ের ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। গত ৫০ বছরে নারীরা দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গত বছরের এক গবেষণায় বলা হয়, মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) নারীর অবদান প্রায় ২০ শতাংশ। তবে সংসারের ভেতর ও বাইরের কাজের মূল্য ধরা হলে নারীর অবদান বেড়ে দাঁড়াবে ৪৮ শতাংশ। এর অর্থ হলো, দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারী-পুরুষের অবদান বলা যায় সমান সমান। বিবিএসের সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী, ১ কোটি ৮৭ লাখ নারী কৃষি, শিল্প ও সেবার অর্থনীতির বৃহত্তর এই তিন খাতে কাজ করছেন।

নারী শ্রমিকের বিড়ম্বনা:

তবে উৎপাদনব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়লেও নারী কর্মীদের সিংহভাগই শ্রমজীবী। নারী শ্রমিকরা নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে কর্মক্ষেত্রে তাদের শ্রম ও মেধার সর্বোচ্চ বিলিয়ে দিলেও তারা সর্বক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হন। নারী শ্রমিকদের আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে কিছু দাবি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তা বাস্তবায়নের কোন কার্যকর পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়নি।

অপ্রাতিষ্ঠানিক বা অসংগঠিত খাতেই নারীদের অংশগ্রহণ বেশি:

সাধারনত দেখা যায় অপ্রাতিষ্ঠানিক বা অসংগঠিত খাতেই নারীদের অংশগ্রহণ বেশি। কৃষিকাজে বাংলাদেশের নারীদের অংশগ্রহণ ব্যাপক। কিন্তু তার কোন স্বীকৃতি নেই। অন্যদিকে গৃহকর্মে নিয়োজিত নারীরাও সব ধরনের অধিকারবঞ্চিত। এদের কোন সার্ভিস রুল নেই কিংবা নেই অন্য কোন বিধিবিধান। ফলে শ্রম আইনের সুবিধা থেকে এরা বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে।

নারী শ্রমিকের একটি বৃহৎ অংশ কাজ করে তৈরি পোশাকশিল্পে:

পোশাক শিল্পের অন্যতম উপকরণ সস্তা শ্রম। এ শিল্পের ৮০ শতাংশ কর্মীই নারী। তৈরি পোশাকশিল্পে বাংলাদেশে কর্মরত মোট নারী শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৪০ লাখ। অথচ শ্রমবাজারে নারী শ্রমিকের অবদান তাৎপর্যপূর্ণ হলেও কখনই তাদের ন্যায্য অধিকারের কথা বিবেচনায় নেওয়া হয় না। কর্মক্ষেত্রে তাদের এগিয়ে যাওয়ার এ পথ কিন্তু সহজ নয়। স্বামী, সন্তান ও পরিবারকে সামাল দিয়ে রাস্তাঘাট, যানবাহন ও কর্মস্থলের বহুবিধ প্রতিকূলতাকে তুচ্ছজ্ঞান করেই তাদের কর্মবাজারে টিকে থাকতে হচ্ছে।

কর্মক্ষেত্রের প্রায় সবস্তরেই নারীরা শিকার হচ্ছে তীব্র মজুরি বৈষম্যের:

বেতন কাঠামো, প্রমোশন, ইনক্রিমেন্ট ইত্যাদির ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হন নারীরা। শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও নারীকে পুরুষের তুলনায় কম মজুরি দেওয়া হয়। একই ধরনের কাজে নারী শ্রমিক পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় ৫৬ শতাংশ বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারও কম মজুরি পান। অথচ বিআইডিএসের গবেষণায় পাওয়া তথ্যমতে, কর্মক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীর মনোযোগ ও আন্তরিকতা বেশি।

গত ২০১৬ সালের অর্থবছরের শ্রমশক্তি জরিপের একটি ফলাফল

হচ্ছে, কর্মজীবী পুরুষের তুলনায় কর্মজীবী নারী তিন গুণ বেশি কাজ করে থাকেন। কাজের সময় নারী শ্রমিক ছলচাতুরির আশ্রয়ে কাজে ফাঁকি দেন না। অধিকন্তু শ্রমঘণ্টার হেরফের নিয়েও কোন অভিযোগ নেই তাদের। সেই হিসেবে জাতিসংঘের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী শ্রমঘণ্টার দুই-তৃতীয়াংশ নারীদের দ্বারা সম্পন্ন হলেও মজুরির ক্ষেত্রে মাত্র দশ শতাংশ জোটে নারীর ভাগ্যে।

শহর এবং গ্রামভেদে নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের এ বৈষম্য আরও প্রকট। বিভিন্ন জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে পোশাকশিল্প খাতে ৯০ ভাগ, নির্মাণ কাজসহ বিভিন্ন সেক্টরে ৮৪ ভাগ নারী শ্রমিক নিজেদের শ্রম বিনিয়োগ করে চলেছে।

শ্রম আইনে প্রাপ্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত:

পোশাকশিল্প ও কৃষিকাজ ছাড়াও নির্মাণ, চাতাল, চিংড়ি চাষসহ আরও কিছু ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ক্রমাগত বাড়ছে। এসব ক্ষেত্রেও নারী শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি, কাজের সময়সীমাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কোনো নির্দিষ্ট বিধিবিধান নেই। চাকরির নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা নেই। মালিকপক্ষ যেভাবে নির্ধারণ করেন, সেভাবেই হয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী শ্রমিকদের কাজের কোন সময়সীমা নির্দিষ্ট না থাকায় ক্ষেত্রবিশেষে তাদের ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে হয় নামমাত্র মজুরিতে। অথচ বাংলাদেশের সংবিধান, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা, আইএলওর নীতিমালায় নারীদের অধিকার ও দাবি-দাওয়ার বিষয়ে বৈষম্যহীন অবস্থানের পক্ষে সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে তারা বৈষম্যের শিকার। প্রধানত মালিক বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অবহেলা বা বৈরী মনোভাব, প্রচলিত শ্রম আইনের দুর্বলতা এবং ট্রেড ইউনিয়নের অনুপস্থিতি অথবা দৃঢ় অবস্থান নিতে না পারার কারণেই শ্রম আইনের সব সুযোগ-সুবিধা থেকে নারী শ্রমিকরা অধিকার বঞ্চিত হন। মজুরির ক্ষেত্রে মাত্র দশ শতাংশ জোটে নারীর ভাগ্যে। এমন মজুরি বৈষম্য থাকলেও অভাবের সংসারে পরিবার-পরিজনদের মুখে দুমুঠো ভাত তুলে দিতে ও ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে তারা এভাবে শ্রম বিক্রি করছেন।

সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের সমস্যা:

সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের জন্য সরকার ঘোষিত কোটা পদ্ধতিও অনেক ক্ষেত্রেই কার্যকর হয়নি এতদিন। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোয় কোটা সংরক্ষণ ব্যবস্থা বেশি উপেক্ষিত হয়েছে বলে মনে হয়। এমনও দেখা যায়, একটি প্রতিষ্ঠানে ছয় শতাধিক কর্মজীবীর মধ্যে নারীর সংখ্যা মাত্র ২০ থেকে ৩০ জন। হাতেগোনা এই নারীদেরও প্রায়ই সহকর্মীদের কটাক্ষ, বঞ্চনাসহ নানা অসৌজন্যমূলক আচরণের সম্মুখীন হতে হয়।

দেশের অধিকাংশ কর্মক্ষেত্র নারীবান্ধব নয়:

অনেক কারখানায় নারীদের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করতে হয়; পাওয়া যায় না মাতৃত্বকালীন ছুটি কিংবা চিকিৎসা সুবিধা। আবার যথ াযথ আইন এবং মানসিকতার অভাবে বিভিন্ন সময়ে দুর্ঘটনা কবলিত নারী শ্রমিকেরা ঠিকভাবে ক্ষতিপূরণ না পেয়ে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। যৌন হয়রানির ঘটনা ছাড়াও পুরুষ সহকর্মীদের মনমানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণে শ্রমজীবী নারীদের নানা ধরনের বিব্রতকর পরিস্থিতির শিকার হতে হয়।

কর্মস্থল, রাস্তাঘাট, দোকানপাট, বাস-টেম্পো, ক্ষেত্রবিশেষে রিকশাতেও স্বল্প আয়ের শ্রমজীবী নারীদের প্রতি কুরুচিপূর্ণ-অশ্লীল মন্তব্যসহ নানা অপ্রীতিকর অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়। কয়েকজন গার্মেন্টকর্মীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তাদের নারী-পুরুষের মধ্যে বেতনের ক্ষেত্রে তেমন কোনো বৈষম্য না থাকলেও পরিবেশগত বৈষম্য এখানে প্রকট। সেখানে উচ্চপদে নারীকর্মী নেই বললেই চলে। বিশ্রী কথা, অশ্লীল গালিগালাজ, অশোভন ইঙ্গিত– এককথায় প্রতিনিয়ত ইভটিজিংয়ের শিকার হন নারী কর্মীরা। কর্মক্ষেত্রে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছেন নারী– এমন বহু নজির রয়েছে গার্মেন্টশিল্পে।

একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত, নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক নারী শ্রমিক জানান– "কুদৃষ্টি, গায়ে ধাক্কা, অশ্লীল ইশারা, কুপ্রস্তাব, অশ্লীল কথাবার্তা এ ধরনের অনেক বিব্রতকর পরিস্থিতির শিকার হতে হয় নারীকে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে অফিসের বড় কর্মকর্তারা নানা অজুহাতে তাদের কক্ষে ডেকে পাঠান। আকার-ইঙ্গিতে নানা কিছু বুঝানোর চেষ্টা করেন। বুঝলে বিপদ, না বুঝলেও বিপদ। পুরুষ সহকর্মীদের দ্বারা নানা ধরনের গসিপ, কানাকানি, কথা লাগানো তো নিত্য ঘটনা। বস ও সহকর্মী দ্বারা হয়রানির শিকার হতে হয় অনেক শ্রমজীবী নারীকে।" কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার পথে, এমনকি অফিসে তত বেশি হয়রানির শিকার হচ্ছে নারীরা। গার্মেন্ট কারখানা থেকে শুরু করে অভিজাত এলাকার আধুনিক অফিসেও এমনটি হচ্ছে।

ঘরে-বাইরে অত্যধিক চাপের মুখে একজন নারী শ্রমিক:

নারী শ্রমিকরা বাইরের কাজ বাদে, সাংসারিক ও গৃহস্থালির কাজে প্রতিদিন গড়ে প্রায় আট ঘণ্টা সময় ব্যয় করেন। অর্থমূল্যে পরিমাপ না হওয়ায় মজুরিহীন এ কাজের কোনো মূল্যায়ন করা হয় না। স্বীকৃতিহীন এ কাজের অর্থমূল্য পরিমাপ করলে তা পুরুষের আয়ের তিনগুণ হত। পরিবারের জন্য এত উদারতা থাকার পরেও নারীদেরকে পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হতে হয় অবলীলায়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মতে-যেসব কাজের জন্য কোনো ধরনের পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না, সে রকম কাজের তিন চতুর্থাংশ এখনো নারীরা হাসিমুখে করে থাকে।

শ্রমজীবী নারীদের কর্মক্ষেত্র ছাড়া গৃহস্থালি কাজেও অনেক সময় দিতে হয়। খাবার তৈরি, সন্তান লালন-পালন, ঘরদোর পরিষ্কার করা, কাপড় ধোয়া- এসব কাজ থেকে শ্রমজীবী নারীদের রেহাই পাওয়ার সুযোগ থাকে না। অথচ অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের জন্য এত শ্রম দেবার পরও তারা পরিবারে স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয় কারণ বেকার দিনমজুর স্বামীরা তাদের উপার্জন বসে বসে খায়। এটা আসলেই অধিকাংশ নারী শ্রমিকের চরম বাস্তবতা। দেশের অনেক শিল্প-কারখানায় কর্মপরিবেশ এমন যে, টানা কয়েক বছর কাজ করলে নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। স্যানিটেশন ব্যবস্থা ভালো না থাকায় কিডনিসহ নানা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে দেখা যায় নারী শ্রমিকদের। কিছু কিছু কারখানায় সুপেয় পানির ব্যবস্থা থাকে না।

মাতৃত্বকালীন ছুটি বঞ্চিত:

সরকার নির্ধারিত ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি এখনোও সকল প্রসূতি নারী শ্রমিকের জন্য নিশ্চিত করা যায়নি। অনেক প্রতিষ্ঠানে সন্তানসম্ভবা নারী শ্রমিককে উল্টো চাকরিচ্যুত করা হয়। তাছাড়া মাতৃত্বকালীন ছুটির সময় বেতন-ভাতা-বোনাস ইত্যাদির সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করা হয়।

ঝুঁকির মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত:

নারী শ্রমিকদের, বিশেষত যারা ইটভাঙা, মাটিকাটা বা মালামাল বহনের কাজ করে তাদের অনেককে সন্তান সঙ্গে নিয়েই কাজ করতে হয়। তীব্র রোদ ও প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে খোয়ার (ভাঙা ইটের টুকরার স্তূপ) ওপরে বা পাশে দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে বসিয়ে মাথার ওপর ভাঙা

স্থায়ী-অস্থায়ী ডে-কেয়ার সেন্টার এমন দূরত্বে স্থাপন করতে হবে যেন একজন নারী শ্রমিক হেঁটে সেখানে সন্তান রেখে আসতে পারে। ফলে নারী শ্রমজীবীর সংখ্যা আরও বাড়বে। মনে রাখতে হবে, নারী শ্রমিকদের শোষণ-নিপীড়ন ও বৈষম্যের মধ্যে রেখে দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়ন সম্ভব নয়।

ছাতা ধরে কাজ করা এবং ওড়না, গামছা বা শাড়ির আঁচল দিয়ে সন্তানকে বুকে, পিঠে বেঁধে মাথায় ইট বা মাটির ডালি বহন করা অত্যন্ত কষ্টকর। এতে শুধু তারই নয়, তার সন্তানেরও আহত বা জখম হওয়ার আশঙ্কা থাকে; এ ঝুঁকি নিয়েই সে কাজ করছে। চলতে-ফিরতে অনেক এলাকায় ও পত্রিকার পাতায় এ ধরনের চিত্র মনকে শুধু ভারাক্রান্তই করতে থাকে। সন্তান নিয়ে কাজ করার কারণে তাদের নীরবে গালমন্দও হজম করতে হচ্ছে।

এ ধরনের সংকটে অনেকেই সন্তানকে অনিরাপদ অবস্থায় ঘরেই রেখে আসে। এ কারণে ম্যানহোলে পড়ে সন্তানের মৃত্যু, যথাযথ পরিচর্যার অভাবে অসুখ-বিসুখ সারাক্ষণ লেগেই থাকছে। অনেক দফতর, মিল-ফ্যাক্টরিতে তাদের কর্মী বা চাকুরের সন্তান রাখার জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার চালু হয়েছে। এতে কর্মজীবী মায়েরা কিছুটা হলেও স্বস্তিতে কাজ করতে পারছে।

খোলা আকাশের নিচে কর্মরত নারীর বাস্তবতা:

ছাদহীন খোলা আকাশের নীচে কাজ করা নারী, বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এসব শ্রর্মজীবী নারী, যারা নরম হাতে ইট বালি সিমেন্ট নিয়ে কাজ করে আর কাজের বাইরে যাওয়ার আগে নিজের ইচ্ছেমতো খেতেও পারে না। এর কারণ বাহিরে টয়লেট খোঁজার বিড়ম্বনা। একটা পরিসংখ্যান মতে প্রায় ৭৫ শতাংশ নারীরা নিতান্তই অসচেতনতার কারণে ব্যক্তিগত ইনফেকশন নিয়ে চলে। শ্রমিককে অস্থিরতা, দুশ্চিন্তা এবং সন্তান সঙ্গে নিয়ে ঝুঁকির মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। মানুষের বাসা-বাড়িতে খণ্ডকালীন গৃহকর্মীদেরও একই সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এ রকম পরিস্থিতিতে অনেক নারী ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাজ করতে পারে না।

ফোন, এসএমএস, ই-মেইলের মাধ্যমে হয়রানিঃ

ঢাকার কয়েকজন নারী শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, টেলিফোন, এসএমএস, ই-মেইলের মাধ্যমেও হয়রানি করেন অনেক পুরুষ সহকর্মী ও বখাটে।

মানসিক উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা:

প্রায় সব ক্ষেত্রেই নারীর জন্য এখনোও নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ তৈরি হয়নি। বাড়িতে ফেলে আসা পরিবারের শিশু সন্তানদের জন্য অথবা পরিবারে বৃদ্ধ সদস্যদের জন্য কর্মক্ষেত্রে এসেও নারী এক ধরনের মানসিক প্রেসার অনুভব করে উৎকণ্ঠিত থাকেন।

পরিবহনের সমস্যাঃ

ঢাকার একজন কর্মজীবী নারীকে প্রতিদিন অফিসে যেতে হয় পথের ঝক্কি-ঝামেলা সামলিয়ে। অনেকে অভিযোগ করেন, প্রতিটি গাড়িতেই নারী যাত্রীদের আসন সংখ্যা সীমিত, মেয়েদের সিট খালি নেই বলে বেশির ভাগ বাসের চালক ও হেলপার মেয়েদের নিতেই চান না। অনেক সময় দেখা যায়, মেয়েদের সিটে ছেলেদের বসিয়ে রেখে বলেন সিট খালি নেই। অনেকে কয়েক মাইল হেঁটে পর্যন্ত কর্মস্থলে আসেন।

এ রকম কত শত প্রতিবন্ধকতাকে পেছনে ফেলে নারী শ্রমিকরা কাজ করে যাচ্ছে প্রতিকূলতাকে মাড়িয়ে। সমাজের উন্নতি-অগ্রগতিতে এদের অবদান কোনভাবেই কম নয়। তাদের জন্য কর্মপরিবেশ স্বস্তিকর ও সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারলে আমাদের অর্জন টেকসই হবে না। এসব ব্যাপারে চিন্তা করার সময় অনেক আগেই পার হয়ে গেছে। এখন আর কালক্ষেপন না করে সারা দেশের শ্রমঘন উন্মুক্ত প্রান্তরগুলোকে চিহ্নিত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে ওইসব এলাকায় শ্রমিকের আবাসন ব্যবস্থাসহ ডে-কেয়ার সেন্টার নির্মাণের উদ্যোগ নিতে হবে।

স্থায়ী-অস্থায়ী ডে-কেয়ার সেন্টার এমন দূরত্বে স্থাপন করতে হবে যেন একজন নারী শ্রমিক হেঁটে সেখানে সন্তান রেখে আসতে পারে। ফলে নারী শ্রমজীবীর সংখ্যা আরও বাড়বে। মনে রাখতে হবে, নারী শ্রমিকদের শোষণ-নিপীড়ন ও বৈষম্যের মধ্যে রেখে দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়ন সম্ভব নয়।

এ দেশের নারীরা কাজ করতে ও স্বাবলম্বী হতে চায়, যাদের সুযোগ আছে তারা সংসারে আর্থিকভাবেও অবদান রাখতে চায়; কিন্তু তাদের এখনও পুরোপুরি সে সুযোগ ও পরিবেশ করে দেওয়া যায়নি। এই অবদানগুলো সব সময় আমরা টাকার মূল্যে দেখতে পাই না। পোশাক শিল্পে নারী অবদান রাখছেন, সেটা স্পষ্ট দেখা যায়, কিন্তু নারী তার মজুরিহীন শ্রম দিয়ে যে প্রতিমুহূর্তে অবদান রেখে চলেছেন গৃহস্থালিতে, কৃষিতে বা সন্তান প্রতিপালনে এটা আমরা কয়জন ভেবেছি বা মূল্যায়ন করছি!

শ্রমজীবী নারীদেরও সচেতন হতে হবে। কর্মক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নিয়ে চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। নারী যেখানে কাজ করছেন, সেই প্রতিষ্ঠান না চাইলে এসব সমস্যার সমাধান হবে না। প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন পলিসির মাধ্যমে নারীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার বিষয় যেমন– কর্ম পরিবেশ, প্রশিক্ষণ, বেতন-ভাতা ও পদোন্নতি নিশ্চিত করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে নারী নির্যাতন বা নিপীড়ন বন্ধে আইন আছে, এর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। নিপীড়নের বিষয়ে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে পলিসি থাকতে হবে, নারীরা যাতে অভিযোগ করতে পারেন ও তাকে যেন এ আশঙ্কা না করতে হয়, অভিযোগ করলে চাকরি চলে যাবে। মিডিয়ারও একটি জোরালো ভূমিকা আছে। মিডিয়া নারীদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরতে পারে সর্বোপরি তাদের সার্বিক জীবন মানউন্নয়নে সমাজের সচেতন প্রতিটি মানুষকে তার সাধ্যমত এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে-

শ্রমজীবী মানুষের উন্নয়ন,
গোটা দেশের উন্নয়ন!!

লেখিকা: মানবাধিকার কর্মী ও আইনজীবী

শ্রমিক ময়দানে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের গুরুত্ব ও আমাদের করণীয়

হাফেজ আব্দুল মোমিন

ইসলাম কেবলই একটি ধর্ম নয়, বরং দ্বীন এবং পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত একজন মানুষের জীবানাচরণ, রীতি নীতি কেমন হওয়া উচিত, স্বল্প পরিসরের এ জীবনকে কিভাবে পরিচালিত করলে একজন মানুষ ইহকালে সুখময় জিন্দেগী এবং পরকালে মুক্তি লাভ করতে পারে তার একটি নিঁখুত ভারসাম্য পূর্ণ বিধান দিয়েছে ইসলাম। ইসলামে রয়েছে একটি স্বচ্ছ সুন্দর ও সুস্থ সংস্কৃতি। যার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের জীবনকে সুন্দর করা, সুখ শান্তিময় ও কল্যাণময় করা।

সংস্কৃতির পরিচয়ঃ সংস্কৃতি শব্দটি সাধারণত সাকাফাহ, তাহ্যিব, তামাদ্দুন বা কালচারের প্রতিশব্দ। আরবিতে যাকে বলা হয় সাকাফাহ্ । ইংরেজিতে culture।

ইসলামী সংস্কৃতি পরিচয়ঃ ইসলামী জীবন দর্শনের আলোকে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও পরিবেশে যে সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে তাই ইসলামী সংস্কৃতি। ইসলামী সংস্কৃতিতে ইসলামী মূল্যবোধ, আকীদা-বিশ্বাস ও আচরণিক কার্যাদি সবই ইসলামী শরিয়াতের অনুকূলে থাকে। শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য শিল্প ইত্যাদি ইসলামী ভাবধারায় গড়ে উঠে। ইসলামী সংস্কৃতিতে বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা, ধোঁকাবাজি করা, অশ্লীলতা ও উলঙ্গপনার কোন স্থান নাই। মার্জিত রুচিশীল ও পরিশীলিত জীবনাচার হল ইসলামী সংস্কৃতি ।

মানুষের জীবনে সংস্কৃতির প্রভাবঃ মানুষ কোথাও একত্রে বসবাস করবে অথচ তার কোন সংস্কৃতিই থাকবে না, এটা অসম্ভব; অন্তত এরূপ এক মানব-সমষ্টির অস্তিত্ব ধারণাই করা যায় না। এমন কি দুনিয়ার ও লোক-সমাজের সাথে সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করে যে ব্যক্তি গভীর বনে এক নিভৃত কোণে বসে আছে, যে মনে করে নিয়েছে যে, সে দুনিয়ার সব নিয়ম-নীতিকেই পরিহার করে চলেছে, মূলত সেও অবচেতনভাবে অন্য লোকদের কাছ থেকে নেওয়া কিছু না কিছু নিয়ম-নীতি অবশ্যই পালন করে চলছে। সে তা স্বীকার করুক আর নাই করুক। এভাবে মনের ও মানসিকতার যে প্রতিফলন ঘটে সমগ্র পরিবেশের ওপর আমাদের ভাষায় তাকেই বলি সংস্কৃতি। একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠে মানুষের জীবন। মোট কথা প্রত্যেকের পরিচয় তার সংস্কৃতির মাধ্যমেই ফুটে উঠে।

যেমন এক মুসলমান ভাইয়ের সাথে অন্য কোন মুসলমান ভাইয়ের সাক্ষাৎ হলে তাকে সালাম প্রদান এবং মুসাফার মাধ্যমে সাক্ষাৎ করা হল ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বর্তমানে বিজাতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কারণে মুসলমানের এই অভিবাদনের সংস্কৃতি হায়-হ্যালোতে চালু হয়েছে। যা মুসলিম সংস্কৃতিতে বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাব।

আখেরাতের সফলতার জন্য ইসলামী সংস্কৃতির পূর্ণ অনুশীলনঃ ইসলামী সংস্কৃতিতে ইসলামী মূল্যবোধ, আকীদা-বিশ্বাস ও আচরণিক কার্যাদি সবই ইসলামী শরিয়াতের অনুকূল থাকে। শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য শিল্প ইত্যাদি ইসলামী ভাবধারায় গড়ে উঠে। ইসলামী জীবন বোধের বিপরীতে কোন আচার-আচরণ ও কৃষ্টি কোন মুসলমান গ্রহণ করলে তা ইসলামী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয় না। বরং বিজাতীয় অনুকরণ, কুসংস্কার, বিদআত ও ক্ষেত্র বিশেষে শিরক হিসেবে আখ্যায়িত হয়। ইসলামী সংস্কৃতিতে বিজাতীয় অনুকরণ নিষিদ্ধ। মহানবী (স.) বলেন, ''যে ব্যক্তি অপর জাতির অনুসরণ করবে সে সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।'' (মুসনাদে আহমদ)। সুতরাং একজন মুসলিম হিসেবে আখেরাতের সফলতার জন্য ইসলামী সংস্কৃতির পূর্ণ অনুশীলন করা দরকার। কারণ ইসলামী সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে চূড়ান্ত সাফল্যের জন্য প্রস্তুত করা।

শ্রমিক ময়দানে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের গুরুত্বঃ অন্ধকারাচ্ছন্ন আরবে প্রতিপক্ষের বিপরীতে রাসুল (সা.) বলেছিলেন তোমরা কাফির মুশরিকদের নিন্দা চর্চার জবাবে বাক যুদ্ধে অবতীর্ণ হও কেননা তীরের ফলার চেয়েও তা আরও বেশি আহত করে তাদের। আমরা জানি আরবে সে সময় বিখ্যাত অনেক কবি সাহিত্যিকের জন্ম হয়েছিলো। কোটি কোটি ডলার খরচ করে পাশ্চাত্যের দেশগুলো প্রতি বছর সিনেমা তৈরি করে আর সেই সিনেমায় মদ, নারীর ব্যবহার এমন ভাবে ফুটিয়ে তোলে যুব সমাজ সেটাকেই কালচার কিংবা আর্ট হিসেবে নিজের মধ্যে চর্চা করে যার ফলে সমাজে বেহায়াপনা, ব্যভিচার, খুন ধর্ষণের মতো অপকর্ম গুলো বেড়েই চলেছে। ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো মানবতার সম্মান। মানুষ মানুষে নেই কোন তারতম্য। উঁচু-নিচু বিভেদ মানবতার পক্ষে অপমানস্বরূপ। সমাজের সব মানুষই সমান মর্যাদা ও অধিকার পাওয়ার যোগ্য। ইসলামী সংস্কৃতির দৃষ্টিতে ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উচ্চ পদাধিকারী ও নিম্নপদস্থ কর্মচারী ইত্যাদির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আবার বিজাতীয় সংস্কৃতিতে আমরা লক্ষ্য করি শ্রেণি বিভাগ তৈরি করে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করেছে।

মহানবী (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি অপর জাতির অনুসরণ করবে সে সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।" (মুসনাদে আহমদ)।

সুতরাং একজন মুসলিম হিসেবে আখেরাতের সফলতার জন্য ইসলামী সংস্কৃতির পূর্ণ অনুশীলন করা দরকার। কারণ ইসলামী সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে চূড়ান্ত সাফল্যের জন্য প্রস্তুত করা।

কমিউনিজম চালু করে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র ও পারিবারিক জীবনের মর্যাদাকে গুরুত্বহীন করে দেওয়া হয়েছে। নারী-পুরুষ, বালক-শিশু, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকল মানুষই সরকারের মালিকানা। কাজেই সরকারি নির্দেশ মেনে চলার কোনরূপ দ্বিধা নেই সে সমাজে। জমি-জায়গা, অর্থ-সম্পদ, ও ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুই সেখানে ব্যক্তির মালিকানা থেকে কেড়ে নিয়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় সোপর্দ করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতি এ অমানবিক কর্তৃত্বের প্রশ্রয় দেয়নি।

বার্ষিক উৎসবের নামে শিল্প প্রতিষ্ঠানে নারী পুরুষ এক করে নাচ, গান, নাটিকা, কনসার্টের নামে নগ্নতা, বেহায়াপনা, উলঙ্গপনা, অশ্লীল নৃত্যর আনন্দ করছে যা কোন সভ্য সমাজের সংস্কৃতি নয় বরং তা অপসংস্কৃতি। এই সমস্ত অপসংস্কৃতি থেকে শ্রমজীবীদের ইসলামী সংস্কৃতির ছায়াতে নিয়ে আসতে হলে শ্রমিক ময়দানে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। আর এটা এমন কোন বিষয় না, যে কেউ বললো আর হয়ে যাবে। এখানে টাকা থাকলেই হবে না আবার লেখক কিংবা অভিনেতা থাকলেই হবে না। এখানে দরকার একটি দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা।

ইসলামী সংস্কৃতি বিপ্লবের জন্য করনীয়ঃ

১. প্রথমত একটি সংগঠন বা প্ল্যাটফরম তৈরি করা।

২. প্রতিভা বিকশিত করার ক্ষেত্র, মিডিয়া, চ্যানেল কিংবা প্রযুক্তির ব্যবহার।

৩. প্রতি বছর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে লেখক, অভিনেতা ইত্যাদি সংস্কৃতি কর্মী বাছাই করা সেই বাছাইকৃতদের উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৪. মুসলিম প্রধান দেশ গুলোর কালচারাল প্রোগ্রাম গুলো সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখা তথ্য আদান প্রদান করা।

৫. বিশেষ করে ইরানি চলচিত্রকে স্টাডি করে দেখা।

৬. লেখক তৈরির জন্য স্ব-রচিত লেখা পাঠের আড্ডা, সে আড্ডায় তুলনামূলক অভিজ্ঞ লেখক কর্তৃক লেখার পর্যালোচনা।

৭. বাছাই করা লেখার জন্য সম্মানী ও জাতীয় প্রচার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা।

৮. বিভিন্ন জাতীয় দিবস গুলোকে সামনে রেখে নাটক, সিনেমার স্ক্রিপ্ট লেখাসহ ছড়া, গান, কবিতা ও উপন্যাস লেখার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য কর্মসূচি হাতে নেওয়া।

৯. হুট করে একটা কর্মসূচি কে সামনে রেখেই গান, সিনেমা, নাটক ইত্যাদির শুটিং কিংবা প্রচারে মনযোগ না দিয়ে বরং লেখার জন্য লেখককে, বাছাইয়ের জন্য দায়িত্বশীলবর্গকে, শুটিং এর জন্য প্রতিষ্ঠান কে সবশেষ চূড়ান্ত কাটছাটে সেন্সর বোর্ড ও প্রচার মিডিয়াকে পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে। তবেই ভালো কিছু আশা করা যাবে।

১০. আমাদের মনে রাখতে হবে নিছক একটা গান, কবিতা, ছড়া, গল্প, উপন্যাস কিংবা নাটক, সিনেমা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য মানুষ কে পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। এখানে যারা শ্রম দিবেন তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা কে মনে রাখতে হবে। যে কোন বিপ্লবে সংস্কৃতির বিপ্লব সহায়ক ভূমিকা হিসেবে কাজ করে। আমরা জানি নীলকর, ব্রিটিশ কিংবা ফ্যাসিস্ট যে কোন অত্যাচারীর ভীত কাপিয়ে দিতে পারে একটা কবিতা একটা গান কিংবা উপন্যাস, গল্প, সিনেমা। আর এর জন্য চাই সাংগঠনিক পৃষ্ঠপোষকতা, প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণ সরবরাহ।

শ্রমিক অঙ্গনে ইসলামী সাংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় আমাদের যাত্রাঃ শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশের তাগিদে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরিকল্পনার আলোকে 'কল্যাণ সাংস্কৃতিক সংসদ (কসাস)' নামে কেন্দ্রীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ, শুদ্ধ বিনোদন চর্চা ও পরিশীলিত জীবন গঠনের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ ও শ্রমজীবী মানুষসহ সর্বস্তরের জনতাকে ইসলামী সংস্কৃতির দিকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে এই সংগঠন কাজ করবে।

সমাপনী : একজন মুমিন ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয় কথা কাজ বা যে কোন ধরনের বিষয় কিংবা কর্মতৎপরতায় লিপ্ত হতে পারে না। এ জাতীয় কার্যকলাপ তার জন্য শোভনীয়ও নয়। বিনোদন যদি ইসলামী নীতিমালার আলোকেই সম্পন্ন করা হয় এবং এর উদ্দেশ্যও হয় ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করা, তবেই তা বৈধ। সেই বৈধ কাজটি কল্যাণ সাংস্কৃতিক সংসদ (কসাস) শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আমরাই এটা প্রত্যাশা করি।

লেখক: কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

লোকমান হাকিমের প্রজ্ঞা ও শ্রমিক-মনিব সম্পর্ক

ড. মোঃ জিয়াউল হক

পবিত্র কুরআন মানবজাতির গাইড লাইন। মানুষের জীবনের সকল দিক ও বিভাগ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। পবিত্র কুরআনে হাতি, গাভি, মশা, মাছি, মাকড়শা থেকে শুরু করে বিভিন্ন নামে সুরা রয়েছে এবং মানুষের প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাহলে প্রশ্ন জাগে শ্রমিকের বিষয়ে কুরআনুল কারিমে কি আলোচনা করা হয়েছে? উত্তর হলো, হ্যাঁ। আল্লাহ তায়ালা শুধু শ্রমিকের বিষয়েই আলোচনা করেননি বরং শ্রমিকের নেতা লোকমান এর নামে একটি সুরাও নাযিল করে শ্রমিকদের সম্মানিত করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে লোকমানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং তিনি কিভাবে দাস থেকে নেতা ও হাকিম হলেন সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

বর্তমান ইথিওপিয়ায় জন্ম গ্রহণকারী লোকমান ছিলেন হাবশি সম্প্রদায়ের লোক। প্রথম জীবনে তিনি তৎকালীন শাম দেশের অধিবাসী তথা বর্তমান সিরিয়ার এক ধনী ব্যক্তির অধীনে গোলামির জীবন শুরু করেন। তারপর তিনি গোলামির জীবন থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ তায়ালার অপার অনুগ্রহে অফুরন্ত শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রজ্ঞা লাভ করেন।

আমাদের দেশে আপামর জনতা তাঁকে লোকমান হাকিম নামে জানেন। এছাড়াও তিনি লুকমান নামেও পরিচিত। তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞ শ্রমিক নেতা যার নামে আল কুরআনের একত্রিশতম সুরা, সুরা লুকমান এর নামকরণ করা হয়। খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক একাদশ শতাব্দী বর্তমান সুদানের নুবিয়ায় বসবাস করতেন বলে ধারণা করা হয়। তাফসীরে ইবনে কাসীরসহ ফার্সি, আরবি ও তুর্কি সাহিত্য এবং প্রাথমিক ঐতিহাসিক গ্রন্থে লোকমান সম্বন্ধে অনেক ঘটনা পাওয়া যায়।

দাসত্ব জীবন

তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবন শুরু হয় দাসত্বের জীবন দিয়ে। যে লোকটি লোকমানকে ক্রয় করেছিলেন তিনি খুব বুদ্ধিমান ও প্রশস্থ হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। তিনি বুঝতে পারেন লোকমান সাধারণ কোন দাস নন, তাই তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য একটি ছাগল জবাই করে তার নিকৃষ্টতম অংশটি হাজির করার নির্দেশ দেন। লোকমান ছাগল জবাই করে তার হৃৎপিণ্ড ও জিহ্বা নিয়ে মনিবের সামনে উপস্থিত হোন। এগুলো দেখে তার মনিব মৃদু হাসেন বিচক্ষণতা দেখে মুগ্ধ হোন। কিছুদিন পরে মনিব লোকমানকে আবার একটি ছাগল জবাই করে, পশুর সেরা অংশগুলো তার কাছে উপস্থিত হতে নির্দেশ দেন। লোকমান তার মনিবকে অবাক করে দিয়ে আবার একই হৃৎপিণ্ড ও জিহ্বা নিয়ে হাজির হন। তার মনিব লোকমানকে জিজ্ঞাসা করলেন কীভাবে হৃদয় এবং জিহ্বা সর্বোৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্টতম অংশ হতে পারে। বুদ্ধিমান লোকমান উত্তর দেন, "জিহ্বা যার ভালো সেসব সময় ভালো। আর যদি সে খারাপ হয় তবে সে নিশ্চিত খারাপ।" এরপর থেকে লোকমানের মনিব তাকে স্বাধীন করে দেন এবং তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে নিজের কাছে রাখতেন। বহু লোক লোকমানের নিকট পরামর্শ নিতে আসেন এবং তার জ্ঞানের খ্যাতি চতুর দিকে বিস্তার লাভ করে। তাঁর জ্ঞান লাভের পেছনে তিনটি গুণ বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। স্বভাব তিনটি হলো-

১. কোন দিনই কারও সাথে মিথ্যা কথা বলেননি।

২. কখন কারও আমানতের খেয়ানত করেননি।

৩. কারো সাথে কখনও বাজে কথায় সময় নষ্ট করেননি।

লোকমান তার পুত্রকে উদ্দেশ্য করে বহু মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের সুরা লোকমানে তা বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত লোকমান হাকিম তাঁর পুত্র উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "হে আমার পুত্র! আল্লাহর সাথে তুমি কাউকে শরীক করো না; নিঃসন্দেহে আল্লাহর সাথে শরীক করা গুরুতর অপরাধ।" তিনি আরও বলতেন, "হে আমার পুত্র! সালাত কায়েম করো, আর সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং অসৎ কাজে নিষেধ করো। বিপদে-আপদে সবর করো। নিশ্চয়ই এটা সাহসিকতার কাজ।" লোকমান হাকিম মানুষকে গর্ব-অহংকার করা, উচ্চস্বরে কথা বলা, পিতা-মাতাকে কষ্ট দেওয়া, কুফরি করা, ভোগ-বিলাসে গা ভাসিয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকার জন্যও উপদেশ দিয়েছেন।

দেখতে কালো এ মানুষটি কৃতদাস থাকাকালে তাঁর মনিবকে অনেক পরামর্শ দিয়েছেন। এ সময় তাঁর জীবনে ঘটে যায় অনেক ঘটনা।

সৌভাগ্যক্রমে লোকমানের মনিব ছিলেন একজন বুদ্ধিমান ও রুচিশীল মানুষ। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি লোকমানের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বুদ্ধি, বিবেক, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও ঈমান দেখে মুগ্ধ হলেন। দেখতে দেখতে মালিক, লোকমান হাকিমকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসতে লাগলেন। মনিব সব সময় চেষ্টা করতেন, লোকমানের মান-সম্মান যে কোন অবস্থায় বজায় রাখতে। তিনি যখন খেতে বসতেন তখন লোকমানকে সাথে নিয়েই খেতেন। লোকমান নিজে আগে খাবার খেতেন তারপর খাবারের বাকি অংশ খেতো তার মনিব এবং তারপর অন্যান্যরা। লোকমান যদি কোন কারণে কোন একটা খাবার না খেতেন তার মনিবও সেই খাবারে মুখ দিতেন না। লোকমানের

মনিবের জন্য কোন এক ব্যক্তি একটি তরমুজ উপহার পাঠালেন। মনিব সঙ্গে সঙ্গে তার এক গোলামকে ডেকে বললো, "এখনই গিয়ে লোকমানকে ডেকে আনো। লোকমান এসে আগে তরমুজ খাবে তারপর আমি খাব।"

লোকমান আসার পর তার মনিব ছুরি দিয়ে তরমুজটি কাটল। প্রথম টুকরোটি দিল লোকমানকে। লোকমান তরমুজের ওই টুকরোটি এমনভাবে খেতে শুরু করলেন যেন মধুর চেয়েও মিষ্টি ওই তরমুজ। বেশ মজা করে খেল। লোকমান খুব মজা করে খাচ্ছে দেখে মনিব পরের টুকরোটিও তাকে খেতে দিল। এভাবে লোকমান পরপর সতের টুকরো তরমুজ খেলেন। অবশেষে একটি মাত্র টুকরো বাকি ছিল, ওই টুকরোটি মনিব নিজে খাবে বলে সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু যখনই মনিব তরমুজের শেষ টুকরোটি মুখে দিল এবং খেল, তিতা স্বাদ আর অন্যরকম একটা উটকো ঝাঁঝে তার চেহারা বিকৃত হয়ে গেল। এতো বেশি ঝাঁঝ আর তিতা ছিল ওই তরমুজ যে মনিবের জিহ্বার পাশাপাশি গলাও তিতা হয়ে গেল। অতিরিক্ত তিতার কারণে লোকটি অজ্ঞান হয়ে পড়ার উপক্রম হলো। বেশ কিছু সময় পর কিছুটা স্বস্তি বোধ করল মনিব। এরপর লোকমানকে লক্ষ্য করে বললেন, হে বৎস! তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল তরমুজটি খুবই সুস্বাদু। কিন্তু আমি খেতে গিয়ে বুঝলাম, ওটা ছিল ভয়ানক তিতা। এখন বল, কেন তুমি বিষয়টি গোপন রাখলে? কি দরকার ছিল এত তিতা তরমুজ খাওয়ার? এবার মনিবের উদ্দেশ্যে হযরত লোকমান বললেন, "আহা! কতই না ভালো হতো যদি তরমুজটার শেষ টুকরাও আমাকে দিতেন এবং আমার প্রতি আপনার মমতা ও স্নেহ নিয়ে তৃপ্ত ও আনন্দিত থাকতেন; যেমনি করে আমি আপনার মহত্ত্ব ও উত্তম আচরণের কারণে আপনার নিকট চির ঋণী হয়ে আছি।"

লোকমান কিভাবে তার মনিবের প্রতি কৃতজ্ঞতার নজির স্থাপন করলেন? আমাদেরও উচিত আমাদের অভিভাবক, পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া। তবে সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত মহান আল্লাহর প্রতি যিনি আমাদেরকে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি-বিবেক দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আর মহান আল্লাহর নির্দেশও কিন্তু এরকমই। তিনি সুরা লোকমানের ১২ নম্বর আয়াতে বলেছেন, "আমি লোকমানকে প্রজ্ঞা প্রদান করেছি এই মর্মে যে, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। যে কৃতজ্ঞ হয়, সে তো কেবল নিজের কল্যাণের জন্যই কৃতজ্ঞ হয়। আর যে অকৃতজ্ঞ হয়, সেক্ষেত্রে আল্লাহ প্রকৃতপক্ষেই অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত।"

তার জীবনী থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে। তাহলে আল্লাহ তায়ালাও আমাদের ভালোবাসবেন। জীবনে চলার পথে বহু রকমের কষ্ট ও আমাদের সামনে বাধা আসতে পারে। সে সব কষ্ট ও বাধা উত্তীর্ণ হয়ে দ্বীনের পথে অবিচল থাকতে হবে। আল্লাহর প্রতি কোন রকম আক্ষেপ বা ক্ষোভ না দেখিয়ে লোকমানের মতো কঠিন কষ্টগুলোকে হাসতে হাসতে বরণ করে নিতে হবে। তিনি যেভাবে সন্তানাদি, পরিবারের সদস্যদেরকে যে, উপদেশগুলো দিয়েছেন তা হুবহু নিজেদের পরিমণ্ডলে বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। এছাড়াও তিনি নিজের প্রচেষ্টায় যেভাবে তাওহীদের জ্ঞানার্জন করেছেন এবং মাঠে মনিবের কাজের ফাঁকে ফাঁকে এবং অবসর সময়ে শ্রমিকদের মঝে দাওয়াতি কাজ করে শ্রমিক থেকে হাকিম হয়েছিলেন আমাদেরকেও ঠিক অনুরূপভাবে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। আমরা যদি লোকমানের মতো মনিব ও রবের দায়িত্ব একনিষ্ঠভাবে পালন করি তাহলে আল্লাহ তায়ালাও আমাদেরকে তার মতো মর্যাদার আসনে সমাসীন করবেন।

লেখক: সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, নাটোর জেলা।

লেখা আহবান

দ্বি-মাসিক শ্রমিক বার্তার সকল পাঠক, শুভাকাঙ্খী ও শুভানুধ্যায়ীদের নিকট থেকে দ্বি-মাসিক শ্রমিক বার্তার জন্য শ্রম, শ্রমিক ও শ্রমিক আন্দোলন বিষয়ক প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ইতিহাস, সমসাময়িক বিষয়, স্মৃতিচারণমূলক লেখা এবং বিভিন্ন ট্রেড/পেশাভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল: ০১৪০৩৯০৯১৮৯, ০১৮২২০৯৩০৫২

E-mail: sramikbarta2017@gmail.com

প্রশ্নোত্তরে শ্রম আইন

বিষয়

শ্রম আইনে শ্রমিকের চাকরির অবসান ও প্রাপ্ত সুবিধা

১. প্রশ্ন: শ্রমিকদের চাকরির অবসান কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর: শ্রম আইনে ৬ ভাবে একজন শ্রমিকের চাকরির অবসান হতে পারে। শ্রমিক ২ ভাবে চাকরির অবসান করতে পারে এবং মালিক ৪ ভাবে চাকরির অবসান করতে পারে।

মালিক ৪ ভাবে চাকরির অবসান করতে পারবে। যথা

১. ছাঁটাই
২. ডিসচার্জ
৩. বরখাস্ত
৪. টার্মিনেশন

শ্রমিক ২ ভাবে চাকরির অবসান করতে পারবে। যথা

৫. ইস্তফা
৬. অবসর

২. প্রশ্ন: শ্রমিক কর্তৃক চাকরির অবসান কিভাবে হয় এবং কী সুবিধা পাওয়া যায়?

উত্তর: বাংলাদেশ শ্রম আইনের ২৬ ধারায় মালিক কর্তৃক শ্রমিকের চাকরি অবসান সম্পর্কিত বিধানাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। আর একই আইনের ২৭ ধারায় শ্রমিক কিভাবে তার মালিকের নিকট চাকরির অবসান করবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে। পূর্বে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯ ধারায় মালিক কর্তৃক শ্রমিককে এবং শ্রমিক কর্তৃক মালিকের নিকট চাকরির অবসান করার বিধানসমূহ একত্রে সন্নিবেশিত ছিল। বর্তমান আইনে ২৬ ও ২৭ দু'টি ভিন্ন ধারায় তা বর্ণনা করা হয়েছে।

এই আইনের ২৭ ধারার ১ উপধারা অনুযায়ী কোন স্থায়ী শ্রমিক মালিককে ষাট দিনের লিখিত নোটিশ প্রদান করে তার চাকরি হতে ইস্তফা দিতে পারবেন। এই ধারার ২ উপধারায় আরও বলা হয়েছে যে, যদি কোন অস্থায়ী শ্রমিক মাসিক বেতন পান সেক্ষেত্রে তিনি ত্রিশ দিনের নোটিশ প্রদান করে তার চাকরি থেকে ইস্তফা দিতে পারবেন। আর অস্থায়ী শ্রমিক মাসিক বেতনে নিযুক্ত না হলে সেক্ষেত্রে তিনি ১৪ দিনের নোটিশ দিয়ে তার চাকরি থেকে ইস্তফা দিতে পারবেন।

তবে ২৭ ধারার ১ অথবা ২ উপধারায় বর্ণিত বিধান মতে নোটিশ না দিয়ে বিনা নোটিশে কোন শ্রমিক চাকরি থেকে ইস্তফা দিতে চাইলে সেক্ষেত্রে তাকে নির্ধারিত নোটিশ মেয়াদের পরিবর্তে মালিককে নোটিশ প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ সমপরিমাণ মজুরি মালিককে প্রদান করবেন।

২৭ ধারার ৪ উপধারা অনুযায়ী কতিপয় ক্ষেত্রে স্থায়ী শ্রমিক চাকরি থেকে ইস্তফা দিলে মালিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে যদি শ্রমিক পাঁচ বছর বা তার চেয়েও বেশি কিন্তু দশ বছরের কম সময় অবিচ্ছিন্নভাবে মালিকের অধীনে চাকরি করে থাকেন তাহলে প্রতি সম্পূর্ণ বছরের চাকরির জন্য উক্ত শ্রমিক ১৪ দিনের হারে মজুরি পাবেন। আর চাকরির বয়স যদি দশ বছর বা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে শ্রমিক সেক্ষেত্রে প্রতি সম্পূর্ণ বছরের চাকরির জন্য ত্রিশ দিনের হারে মজুরি পাবেন। তবে গ্রাচ্যুয়িটির বিধান থাকলে এবং তা ক্ষতিপূরণের চেয়ে বেশি হলে তা শ্রমিক মালিকের নিকট থেকে পাবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, ক্ষতিপূরণ এই আইনের আওতায় শ্রমিকের পাওনা অন্যান্য সুবিধার অতিরিক্ত হবে।

৩. প্রশ্ন: মালিক একজন শ্রমিককে কিভাবে ছাটাই করবে এবং ছাঁটাইকৃত শ্রমিক কী কী সুবিধা পাবে?

উত্তর: শ্রম আইনের ২০ ধারায় ছাটাই সম্পর্কে বলা হয়েছে;

১. কোন শ্রমিককে প্রয়োজনের অতিরিক্ততার কারণে কোন প্রতিষ্ঠান হতে ছাঁটাই করা যাবে।

২. কোন শ্রমিক যদি কোন মালিকের অধীনে অবিচ্ছিন্নভাবে অন্যুন এক বছর চাকরিতে নিয়োজিত থাকেন, তাহলে তাকে ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে মালিক নিম্নলিখিত পদ্ধতি গ্রহণ করবেন;

(ক) ছাঁটাইয়ের কারণ উল্লেখ করে এক মাসের লিখিত নোটিশ দিবেন অথবা নোটিশের পরিবর্তে মজুরি প্রদান করবেন।

(খ) নোটিশের কপি শ্রম অধিদপ্তরের প্রধান পরিদর্শক বরাবর প্রেরণ করবেন।

(গ) ছাটাইকৃত শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ বাবদ তাকে প্রত্যেক বছরের চাকরির জন্য ত্রিশ দিনের মজুরি বা গ্রাচুইটি বা অধিক হয় তা প্রদান করবেন।

৪. প্রশ্ন: ডিসচার্জ কী? মালিক শ্রমিককে ডিসচার্জ করলে শ্রমিক কী কী সুবিধা পাবে?

উত্তর: শ্রম আইনের ২২ ধারায় ডিসচার্জ সম্পর্কে বলা হয়েছে। ডিসচার্জ অর্থ একজন শ্রমিকের কর্মচ্যুতি। দৈহিক বা মানসিক অক্ষমতা অথবা ক্রমাগত ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে কোন শ্রমিককে কোন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক প্রত্যায়িত দিয়ে মালিক একজন শ্রমিককে কর্মচ্যুতি বা ডিসচার্জ করতে পারে। শ্রম আইনের ২২ ধারার ২ উপধারায় ডিসচার্জকৃত শ্রমিকের প্রাপ্য সুবিধার কথা বলা হয়েছে। ডিসচার্জকৃত কোন শ্রমিক অন্যূন

এক বছর অবিচ্ছিন্ন চাকরি সম্পন্ন করলে তাকে মালিক তার প্রত্যেক বছরের চাকরির জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে ত্রিশ দিনের মজুরি অথবা গ্রাচ্যুয়িটি যেটা বেশি হবে সেটা প্রদান করবে।

৫. প্রশ্ন: শ্রম আইনে বরখাস্ত কী? একজন শ্রমিককে মালিক কিভাবে বরখাস্ত করতে পারবে এবং শ্রমিক কী ক্ষতিপূরণ পাবে?

উত্তর: শ্রম আইনের ২ ধারার ৩৯ উপধারায় বরখাস্ত সম্পর্কে বলা হয়েছে। বরখাস্ত অর্থ অসদাচরণের কারণে মালিক কর্তৃক কোন শ্রমিকের চাকরির অবসান।

শ্রম আইনের ২৩ ধারায় বলা হয়েছে- কোন শ্রমিককে বিনা নোটিশে বা নোটিশের পরিবর্তে বিনা মজুরি তে চাকরি হতে মালিক বরখাস্ত করতে পারবে। যদি শ্রমিক কোন ফৌজদারি অপরাধের জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত হন এবং শ্রম আইনের ধারা ২৪ এর অধীন কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন।

বরখাস্তকৃত শ্রমিকের প্রাপ্ত সুবিধা;

শ্রম আইনের ২৩ ধারার ৩ উপধারায় বলা হয়েছে; বরখাস্তকৃত শ্রমিককে তার প্রত্যেক পূর্ণ চাকরির বছরের জন্য চৌদ্দ দিনের মজুরি অথবা গ্রাচ্যুয়িটি যা অধিক হবে তা প্রদান করতে হবে।

৬. প্রশ্ন: টার্মিনেশন কী? মালিক শ্রমিককে টার্মিনেশন করলে শ্রমিক কী সুবিধাপ্রাপ্ত হয়?

উত্তর: দরখাস্ত, ইত্যাদি ব্যতীত অন্যভাবে মালিক কর্তৃক শ্রমিকের চাকরির অবসানকে টার্মিনেশন বলে। শ্রমিক নেতৃবৃন্দ এই ধারাকে কালাকানুন আইন বলে চিহ্নিত করেছে এবং এই আইনের পরিবর্তনের দাবি রাখে।

বাংলাদেশ শ্রম আইনের ২৬ ধারায় টার্মিনেশন সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই ধারা ব্যবহার করে একজন মালিক তার ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় যেকোন শ্রমিককে যখন-তখন কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত চাকরির অবসান করতে পারে। এই আইনে বলা হয়েছে;

(ক) মাসিক মজুরির ভিত্তিতে নিয়োজিত শ্রমিকের ক্ষেত্রে ১২০ দিনের নোটিশ,

(খ) অন্য শ্রমিকের ক্ষেত্রে ৬০ দিনের নোটিশ

উপধারা ৩ এ বলা হয়েছে, যেক্ষেত্রে বিনা নোটিশে কোন শ্রমিককে চাকরির অবসান করিতে চায়, সেক্ষেত্রে মালিক উপধারা ১ অথবা ২ এর অধীন প্রদত্ত নোটিশের পরিবর্তে ১২০ দিন অথবা ৬০ দিনের মজুরি প্রদান করবেন।

৪ উপধারায় বলা হয়েছে কোন স্থায়ী শ্রমিকের চাকরির অবসান করার ক্ষেত্রে মালিক শ্রমিককে তার প্রত্যেক বছরের চাকরির জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৩০ দিনের মজুরি অথবা গ্রাচ্যুয়িটি যা অধিক হবে তা প্রদান করবে এবং এই ক্ষতিপূরণ এই আইনের শ্রমিককে প্রদেয় অন্যান্য সুবিধা অতিরিক্ত হবে।

৭. প্রশ্ন: ইস্তফা কী? একজন শ্রমিক চাকরি থেকে কী কী সুবিধাপ্রাপ্ত হয়?

উত্তর: (১) কোন স্থায়ী শ্রমিক মালিককে ষাট দিনের লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া তাহার চাকরি হতে ইস্তফা দিতে পারবেন।

(২) কোন অস্থায়ী শ্রমিক- (ক) মাসিক মজুরি র ভিত্তিতে নিয়োজিত শ্রমিকের ক্ষেত্রে, ত্রিশ দিনের, (খ) অন্য শ্রমিকের ক্ষেত্রে, চৌদ্দ দিনের; লিখিত নোটিশ মালিকের নিকট প্রদান করিয়া তাহার চাকরি হইতে ইস্তফা দিতে পারিবেন।

(৩) যে ক্ষেত্রে শ্রমিক বিনা নোটিশে চাকরি হইতে ইস্তফা দিতে চাহেন সেক্ষেত্রে, তিনি উপ-ধারা (১) অথবা (২) এর অধীন প্রদেয় নোটিশের পরিবর্তে নোটিশ মেয়াদের জন্য মজুরি র সমপরিমাণ অর্থ মালিককে প্রদান করিয়া ইহা করিতে পারিবেন।

(৩ক) উপধারা (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন শ্রমিক বিনা নোটিশে অথবা বিনা অনুমতিতে ১০ দিনের অধিক কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকিলে মালিক উক্ত শ্রমিককে ১০ দিনের সময় প্রদান করিয়া এই সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করিতে এবং চাকরিতে পুনরায় যোগদানের জন্য নোটিশ প্রদান করিবেন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত শ্রমিক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদান ও চাকরিতে যোগদান না করিলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আরও ৭ দিন সময় প্রদান করিবেন। তাহাতেও যদি সংশ্লিষ্ট শ্রমিক চাকরিতে যোগদান অথবা আত্মপক্ষ সমর্থন না করেন তবে, উক্ত শ্রমিক অনুপস্থিতির দিন হইতে [চাকরি হইতে ইস্তফা দিয়েছেন] চাকরি হইতে অব্যাহতি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৪) যে ক্ষেত্রে এই ধারার অধীন কোন স্থায়ী শ্রমিক চাকরি হইতে ইস্তফা দেন সে ক্ষেত্রে মালিক উক্ত শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাহার প্রত্যেক সম্পূর্ণ বৎসরের চাকরির জন্য-

(ক) যদি তিনি পাঁচ বৎসর বা তদূর্ধ্ব, কিন্তু দশ বৎসরের কম মেয়াদে অবিচ্ছিন্নভাবে মালিকের অধীন চাকরি করিয়া থাকেন তাহা হইলে, চৌদ্দ দিনের মজুরি ;

(খ) যদি তিনি দশ বৎসর বা তদূর্ধ্ব সময় মালিকের অধীনে অবিচ্ছিন্নভাবে চাকরি করিয়া থাকেন তাহা হইলে, ত্রিশ দিনের মজুরি । অথবা গ্রাচ্যুইটি, যদি প্রদেয় হয়, যাহা অধিক হইবে, প্রদান করিবেন এবং ক্ষতিপূরণ এই আইনের অধীন শ্রমিককে প্রদেয় অন্যান্য সুবিধার অতিরিক্ত হবে।

৮. অবসর কী? একজন শ্রমিকের বয়স কত বছর হলে কর্মস্থল হতে অবসর হবে?

উত্তর: শ্রম আইনের ২ ধারার ১ উপধারায় কোন শ্রমিকের ক্ষেত্রে অবসর বলতে কি বুঝায় তা বলা হয়েছে। শ্রম আইনের ২৮ ধারা অনুযায়ী কোন শ্রমিকের নির্দিষ্ট বয়স অর্থাৎ ৫৭ বছর পূর্ণ হলে স্বাভাবিক চাকরির অবসানকে বুঝায়। তবে কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরির বয়স ২৫ বছর পূর্ণ হলে সেক্ষেত্রে শ্রমিক স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করলে তাও অবসর বলে বিবেচিত হবে। ২৮ ধারা মোতাবেক কোন শ্রমিকের চাকরি অবসর হলে তিনি ২৬ (৪) ধারায় এককালীন সুবিধা পাবে।

শ্রম আইনের ২৬ (৪) ধারার বর্ণনা মতে অবসর গ্রহণকারী শ্রমিক তার সম্পূর্ণ বছরের জন্য ত্রিশ দিনের মজুরি ক্ষতিপূরণ হিসেবে অথবা গ্রাচ্যুয়িটি থাকলে যা বেশি তা পাবেন এবং এই ক্ষতিপূরণ এই আইনের অধীন শ্রমিকের প্রদেয় অন্যান্য সুবিধার অতিরিক্ত হবে।

সম্পাদনায়: এডভোকেট আলমগীর হোসাইন
কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

পবিত্রতার শরয়ী মর্যাদা ও প্রয়োজনীয় মাসায়েল

মাওলানা মুফতি মোঃ শরিফুল ইসলাম

➢ **প্রশ্ন: শরীয়তের পবিত্রতার মর্যাদা কতটুকু?**

উত্তর: আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার অন্যতম একটি উপায় হল পবিত্র থাকা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তুমি কখনো সেই ঘরে দাঁড়াবে না। যে মসজিদে প্রথম দিন থেকে তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল সেই মসজিদটি দাঁড়ানোরই (ইবাদতের জন্য) তোমার পক্ষে অধিকতর সমীচীন। সেখানে এমন লোক আছে যারা পাক-পবিত্র থাকা পছন্দ করে এবং আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন। (সুরা তাওবা: ১০৮)। তাই নবী (সা.) কে যখন নবুয়তের মর্যাদায় ভুষন করা হয় তখন আল্লাহর অন্যতম নির্দেশ ছিল, তোমার পোশাক পবিত্র রাখো। (আল-মুদ্দাসিসর: ৪)। ইবাদাত কবুলের অন্যতম শর্ত হল আত্মিক ও দৈহিক পবিত্রতা অর্জন। একটি অপরটির সম্পূরক। অন্তর পবিত্র কিন্তু শরীর অপবিত্র ইবাদত কবুল হবে না। অন্তরকে শিরক-নিফাক ও কুফরি থেকে মুক্ত করতে হবে অন্যদিকে অন্তর পবিত্র কিন্তু শরীর অপবিত্র তাহলে ইবাদাত কবুল হবে না। বিষয়টি রাসুল (সা.) যে ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। পবিত্রতা ছাড়া সালাত কবুল করা হবে না এবং চুরিকৃত সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করা হবে না। (তিরমিযি)। ইসলাম পবিত্রতা বিষয়ে যে চমৎকার ব্যবস্থা দিয়েছে তা অবশ্যই সুমহান আদর্শকে মহিমান্বিত করেছে। প্রতিদিন পাঁচবার অজু করা, খাবার গ্রহণের পূর্বাপর হাত ধোয়া এবং ইস্তিঞ্জার পর ভালভাবে পবিত্রতা অর্জন করার আদেশ করা হয়েছে। পবিত্র থাকার জন্য ইসলাম বারংবার অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছে। রাসুল (সা.) বলেন, সালাতের চাবি হল পবিত্রতা। (তিরমিযি)।

➢ **প্রশ্ন: অজুর দ্বারা গুনাহ মাফ হয় কিনা?**

উত্তর: যখন কোন মুসলিম বা মুমিন বান্দা অজু করার সময় চেহারা ধৌত করে তখন চোখের দ্বারা যত গুনাহ করেছিল পানির সাথে বা সর্বশেষ ফোঁটার সাথে সমস্ত গুনাহ বের হয়ে যায় আর সে যখন দুই হাত ধৌত করে তখন উভয় হাতের দ্বারা যে গুনাহ করেছিলো তা পানির সাথে বা সর্বশেষ ফোঁটার সাথে বের হয়ে যায়।

পবিত্রতা অর্জনে শরিয়তের পদ্ধতিসমূহ কী? কী? শরীয়ত পবিত্রতা অর্জনের ৩টি পদ্ধতি উপস্থাপন করেছে। যেমন: (ক) ফরজ গোসল (২) অজু (৩) তায়াম্মুম। উপস্থাপিত পদ্ধতি সমূহের আলোকে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে এক্ষেত্রে শরীয়ত কর্তৃক বর্ণিত পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না।

➢ **প্রশ্ন: অজুর ফরজসমূহ কী কী?**

উত্তর: অজুর ফরজ ৪টি।

১. সমস্ত মুখ ধৌত করা।
২. উভয় হাত কনুইসহ ধৌত করা।
৩. মাথা মাসেহ করা।
৪. উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করা। (সুরা মায়েদা: ০৬)

➢ **প্রশ্ন: তায়াম্মুমের ফরজ কয়টি ও কী কী?**

উত্তর: ৩টি।

১. নিয়ত করা।
২. সমস্ত মুখ মাসেহ করা।
৩. উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করা।

➢ **প্রশ্ন: গোসলের ফরজ কয়টি ও কী কী?**

উত্তর: ৩টি।

১. গড়গড়ার সাথে কুলি করা।
২. নাকের ভিতর পানি দেওয়া।
৩. সমস্ত শরীর ধৌত করা।

➢ **প্রশ্ন: অজু ভঙ্গের কারণসমূহ কী কী?**

উত্তর: ১.প্রসাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া।
২. মুখ ভরে বমি করা।
৩. শরীর থেকে রক্ত, পুঁজ বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া।
৪. থুথুর সঙ্গে রক্তের ভাগ বেশি বা সমান হওয়া।
৫. চিৎ বা কাত হয়ে ঘুমানো।
৬. পাগল-মাতাল বা অচেতন হওয়া।
৭. নামাজে উচ্চস্বরে হাসা।

➢ **প্রশ্ন:অজুর সুন্নতসমূহ কী কী?**

উত্তর: অজুর ফরজ ৪টি।

১.অজুর পূর্বে নিয়ত করা।
২. অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা।
৩. উভয় হাত কব্জি পর্জন্ত ধৌত করা।
৪. মিসওয়াক করা, মিসওয়াক না থাকলে আঙ্গুল দিয়ে হলেও করা।
৫. কুলি করা।
৬. নাকে পানি দেওয়া।
৭. প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করা।
৮. সমস্ত মাথা একবার মাসেহ করা।
৯. উভয় কানের ভিতর বাহির মাসেহ করা।
১০. দাড়ি খিলাল করা।
১১. আঙ্গুল খিলাল করা।
১২. অঙ্গ ধৌত করার সময় ভালভাবে ঘর্ষণ করে ধোয়া।
১৩. তারতীবের খেয়াল করা।

১৪. ডানপাশের অঙ্গগুলো বামপাশের পূর্বে ধৌত করা।
১৫. মাথা সামনের দিক থেকে মাসেহ শুরু করা।
১৬. ঘাড় মাসেহ করা।
১৭. অজুর শেষে দোয়া পড়া।
১৮. এক অঙ্গ শুকানোর পূর্বেই আরেকটি অঙ্গ ধৌত করা।

➢ **প্রশ্ন: অজুর মাকরুহ কাজসমূহ কী কী?**

উত্তর: ১. অজুর শিষ্টাচার ও মোস্তাহাব আমল ছেড়ে দেওয়া।
২. প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি খরচ করা।
৩. প্রয়োজনের তুলনায় পানি কম ব্যবহার করা।
৪. অজুর সময় আজে বাজে কথা বলা।
৫. জোরে জোরে পানি মেরে অঙ্গ ধোয়া।
৬. তিনবারের বেশি ধৌত করা।
৭. নতুন পানি নিয়ে তিনবার মাসেহ করা।
৮. অজুর পরে হাতের পানি ছিটানো।
৯. ঐ সকল অঙ্গ ধৌত করা যা ধৌত করা জরুরি নয়।

➢ **প্রশ্ন: কী কী কারণে অজু নষ্ট হয় না?**

উত্তর: ১. নামাজে বা সিজদারত অবস্থায় ঘুমালে।
২. বসে বসে ঝিমুলে।
৩. না বালকের অট্টহাসিতে।
৪. জানাজায় অট্টহাসি দিলে।
৫. নামাজে অস্ফুট শব্দে হাসলে বা মৃদু হাসলে।
৬. জখম থেকে রক্ত বের হয়ে যদি গড়িয়ে না যায় এবং তা জখমের মধ্যেই থাকে।
৭. অজুর পর মাথা বা দাড়ি কামালে।
৮. কাশি ও থুথু বের হলে।
৯. স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে চুম্বন করলে।
১০. মুখ, কান বা নাক দিয়ে কোন পোকা বের হলে।
১১. মেয়েদের স্তন থেকে দুধ বের হলে।
১২. সতর খুলে গেলে, সতরে হাত দিলে বা অন্যের সতর দেখলে।
১৩. শরীর থেকে পোকা বের হলে।
১৪. ঢেকুরের সাথে দুর্গন্ধ বের হলে।
১৫. মিথ্যা, গীবত ও কোন গুনাহের কাজ করলে।

➢ **প্রশ্ন: রুগীর পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি কি জানতে চাই?**

উত্তর: ১.অক্ষম রুগীর অজু করার পর ওয়াক্ত থাকা পর্যন্ত সে অজুতে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল, নামাজ পরতে পারবে।
২. ফজরের নামাজের পরে সূর্যোদয়ের পর অজু ভেঙে গেলে নতুন নামাজের জন্য নতুন ভাবে অজু করতে হবে।
৩. ফজরের অজু দিয়ে জোহর পড়া যাবে কিন্তু আসর পড়া যাবে না।
৪. বার বার প্রসাবে ফোঁটা পড়ে এমন ব্যক্তি সুস্থ হলে প্রতি ওয়াক্তে নামাজের জন্য অজু করতে হবে।

➢ **প্রশ্ন: মোজার উপর মাসেহ করার শর্ত কি?**

উত্তর: ১. এমন মোটা হবে যা কিছু দিয়ে না বাধলেও পায়ের উপর লেগে থাকে।
২. এমন মজবুত হবে যে, তা পায়ে দিয়ে তিন মাইল পায়ে দিয়ে তিন মাইল পায়ে হেটে পাওয়া যাবে।
৩. এমন মোজা হবে যে ভেতর থেকে পায়ের চামড়া দেখা যাবে না।
৪. ওয়াটার প্রুফ হতে হবে যেনো পানি দিলে চুষতে না পারে এবং নীচ পর্যন্ত পৌছাতে না পারে।

➢ **প্রশ্ন: পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে অনেক বিধান আছে তবে আধুনিক মাসায়েল সম্পর্কে যদি একটু বলতেন?**

উত্তর: ১.যদি পেট্রোলের মধ্যে কাপড় চুবিয়ে ধৌত করা হয় এবং পানি টপকে পড়ে তাহলে কাপড় পবিত্র হবে।
২. টিস্যু পেপার ব্যবহার করে ইস্তেঞ্জা করা যায়। তবে মাটি থাকলে ব্যবহার না করাই উত্তম।
৩. ফরজ গোসলের সময় ফিলিং এবং ফিক্সড করা দাত খোলার প্রয়োজন নেই। কারণ এগুলো শক্তভাবে লাগানোর কারণে খোলা যায় না। আর প্লেট সিস্টেম যা সহজেই খোলা যায় এবং লাগানো যায়। ফরজ গোসলের সময় তা খুলে ফেলতে হবে হবে যদি দাতের মাড়িতে পানি না ঢোকার সম্ভাবনা থাকে। আর পানি ঢুকলে খুলতে হবে না।
৪.ঔষধ খেয়ে হায়েজ বন্ধ করা জায়েয নেই।
৫. সুই বা সিরিঞ্জ দিয়ে বেরকৃত রক্ত যদি এতটুকু পরিমাণ হয় যে তা নিজে নিজে গড়িয়ে পড়তে পারে, তাহলে অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে।
৬. স্যালাইন বা ক্যালসিয়াম ইত্যাদি পুশ করার সময় যদি গড়িয়ে পড়ার সমপরিমাণ রক্ত এসে যায় তাহলেও অজু ভেঙে যাবে।
৭. নেফাসগ্রস্ত হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য যৌনাঙ্গ দিয়ে রক্ত বের হওয়া জরুরি। শুধু কর্তিত পেট বা পাজর দিয়ে রক্ত বের হলে নেফাসা বলে গণ্য হবে না।
৮. মাটি জাতীয় নয় এমন কিছুর ওপর তায়াম্মুম করতে হলে তার উপর এমন পরিমাণ বালি থাকা প্রয়োজন যাতে হাত রাখলে মোটামুটি ভালভাবে বালি লাগে।
৯. বিমান বা ট্রেনে যদি পানি বা মাটি পাওয়া না যায় তাহলে ইমাম আযমের মতে নামাজ পড়ে কাযা করবে। সাতবাইন বলেন সে নামাজের ভান করবে। তবে পরবর্তীতে পানি বা মাটি পেলে পবিত্র হয়ে নামাজ আদায় করতে হবে। তবে ইমাম আযম তার মত থেকে ফিরে এসেছেন।

➢ **প্রশ্ন: কোন কোন বস্তু নাজাসাতে গালিযার অর্ন্তভুক্ত?**

উত্তর: নাজাছাতে গালিযা হলো তীব্র নাপাকি। যেসব নাপাকি অতিমাত্রায় তীব্র সেগুলো হলো নাজাছাতে গালিযা। যেমন: ১. শুকর।
২. মানুষের পেশাব, পায়খানা, বীর্য, প্রশ্রাবের রাস্তা দিয়ে নির্গত যে কোন তরল বস্তু, সকল পশুর বীর্য, ছোট ছেলে- মেয়েদের পেশাব পায়খানা।
৩. মানুষ ও পশুর রক্ত।
৪. মানুষের বমি।
৫. মেয়েদের প্রশ্রাবের রাস্তা দিয়ে নির্গত যে কোন তরল বস্তু কিংবা রক্ত বের হলে।
৬. ক্ষত স্থানে থেকে নির্গত পুঁজ বা অন্যকোন তরল পদার্থ বের হলে।
৭. যে সব পশুর ঝুটা না পাক তাদের ঘাম কিংবা লালা ।
৮. জবেহ ব্যতীত যে সব পশু মারা গেছে তাদের গোশত চর্বি ও চামড়া নাজাসাতে গালিযা।
৯. হারাম পশুর দুধ (জীবিত বা মৃত) মৃত হালাল পশুর দুধ।
১০. মৃত পশুর দেহ থেকে নির্গত তরল পদার্থ।
১১. পাখি ছাড়া সকল প্রাণীর পেশাব পায়খানা।
১২. মদ ও অন্যান্য তরল মাদক দ্রব্য।
১৩. সাপের খাল।
১৪. মৃত ব্যক্তির মুখের লালা।
১৫. শহিদের দেহ থেকে নির্গত রক্ত।

লেখক: ফকিহ, তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, ঢাকা।

ফেডারেশন সংবাদ

জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি সম্মেলন'২২ অনুষ্ঠিত

শ্রমজীবী মানুষের প্রতি মানবিক হতে হবে: ডা. শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের প্রধান উপদেষ্টা ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, দেশের শ্রমজীবী মানুষরা সমাজ-রাষ্ট্রে চরম অবহেলিত। অথচ তাদের শ্রম ও ঘামে রাষ্ট্র সচল থাকে। দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য শ্রমজীবী মানুষদের গুরুত্ব দিতে হবে। শ্রমজীবী মানুষের প্রাপ্য অধিকার, ভালোবাসা ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। তাদের প্রতি সকলকে মানবিক হতে হবে।

তিনি গত ১৪ই অক্টোবর ২০২২, শুক্রবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কর্তৃক ভার্চুয়ালি আয়োজিত জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি সম্মেলন'২২ এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী, লস্কর মোঃ তসলিম, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান, মাস্টার শফিকুল আলম, কবির আহমদ, মজিবুর রহমান ভূইয়া, মনসুর রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আলমগীর হোসাইন, কোষাধ্যক্ষ আযহারুল ইসলাম ও দপ্তর সম্পাদক নুরুল আমিন প্রমুখ।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন দেশের ঐতিহ্যবাহী শ্রমিক সংগঠন। এই সংগঠন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মালিক ও শ্রমিকের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সেতু বন্ধন তৈরি করতে কাজ করে যাচ্ছে। এই সংগঠন বিশ্বাস করে মালিক ও শ্রমিকের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে শ্রমিক-মালিক কারোই লাভ হবে না। বরং এতে শ্রমিকরা আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এক শ্রেণির নেতারা মালিক ও শ্রমিকের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে নিজেরা লাভবান হওয়ার পথ খুঁজে। তারা সংকটের দোহাই দিয়ে মালিকের প্রতি চাপ সৃষ্টি করে। অতঃপর মালিকের কাছ থেকে অনৈতিক সুবিধা আদায় করে।

তিনি আরও বলেন, এই শ্রেণির নেতাদের হাত থেকে সাধারণ মেহনতি শ্রমিকদের রক্ষা করতে হবে। এই জন্য সর্বপ্রথম এখলাসের সাথে শ্রম অঙ্গনে কাজ করতে হবে। শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানের জন্য শ্রম আইন অনুসারে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে নির্যাতিত নিপীড়িত শ্রমিকের পাশে দাঁড়াতে হবে। মজলুম শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য মালিকদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতে হবে। মালিককে বুঝাতে হবে শ্রমিকরা আপনরাই ভাই। তাদের পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা দিলে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। বরং মালিকের কাছ থেকে শ্রমিকরা তাদের প্রাপ্য সম্মান ও অধিকার পেলে শ্রমিকরাই মালিকের উন্নতির জন্য আরও বেশি নিজেদের নিয়োজিত করবে।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, শ্রমিক ময়দান শক্তিশালী না হলে আদর্শিকভাবে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো না। তাই দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আমাদেরকে আরও বেশিভাবে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সকল পেশার শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত করতে হবে। শ্রমিকদের মাধ্যমে আগামী দিনে এই রাষ্ট্রের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধন করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান গত ১৩ই অক্টোবর ২০২২ মধ্যরাতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পাবনা জেলা সভাপতি অধ্যাপক রেজাউল করিমকে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। একই সাথে তিনি ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আ ন ম শামসুল ইসলামসহ সকল শ্রমিক নেতাদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেন। তিনি আরও বলেন, সাধারণ শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের জন্য ট্রেড ইউনিয়নের বিকল্প কিছু নেই। প্রতিটি পেশার শ্রমিকদের নিয়ে স্ব স্ব পেশায় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শ্রম আইন পুরোপুরি শ্রমিকবান্ধব না হলেও সেখানে শ্রমিকদের জন্য বেশ কিছু সুযোগ ও অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এসব অধিকার সম্পর্কে জানতে হলে শ্রম আইন জানতে হবে। শ্রম আইন জানা ট্রেড নেতৃবৃন্দের

জন্য অপরিহার্য। ট্রেড ইউনিয়নের কাজ ও সেবার মাধ্যমে শ্রমিকদের মন জয় করতে হবে। এক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দকে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।

সম্মেলনে নিম্মোক্ত প্রস্তাবনা গৃহীত হয়েছে

১. বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ২৩, ২৬ ও ২৭ ধারাসমূহ বাতিল করে আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ এর আলোকে শ্রম আইন প্রণয়ন এবং শ্রম আইনকে প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল শ্রমিকের অধিকার, নিরাপত্তা ও ন্যায্যতা উপযোগী করে তৈরি করতে এই সম্মেলন জোর দাবি জানাচ্ছে।

২. এই সম্মেলন দাবি করছে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্রে সকল বাধা দূর করা, ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের হয়রানি বন্ধ এবং শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম, ফেডারেশনের সাবেক সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, ফেডারেশনের পাবনা জেলা সভাপতি অধ্যাপক রেজাউল করিম, নওগাঁ জেলা পশ্চিমের সভাপতি শামসুল হুদা, কৃষিজীবী শ্রমিক নেতা খায়রুল হকসহ সকল নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে।

৩. এই সম্মেলন শিল্প-কলকারখানায় 'কালাকানুন' টার্মিনেশন এ্যাক্ট বাতিল করে পূর্বের আইন বহাল করা, শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ, শিল্প-কলকারখানার মুনাফায় শ্রমিকদের অংশ প্রদান, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ফান্ডের যথাযথ ব্যবহার, রেশনিং ব্যবস্থা চালু এবং শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছে।

৪. আজকের এই সম্মেলন চাল-ডাল ও তৈলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং দ্রব্যসামগ্রী শ্রমজীবী মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবি জানাচ্ছে।

৫. এই সম্মেলন মনে করে, সম্প্রতি জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধিতে শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। তাই জ্বালানি তেলের দাম কমাতে এই সম্মেলন সরকারের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছে।

৬. এই সম্মেলন বন্ধকৃত ২৫টি জুট মিলসহ সকল বন্ধকৃত কলকারখানার শ্রমিক কর্মচারীদের যাবতীয় বকেয়া পাওনাদি পরিশোধ এবং সকল বন্ধকৃত মিল, কলকারখানা খুলে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছে।

৭. আজকের এই ঐতিহাসিক সম্মেলন শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয়ের নিরীখে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কাঠামো পুনঃনির্ধারণ ও বাস্তবায়নের জোর দাবি জানাচ্ছি এবং সর্বস্তরের শ্রমিকদের জন্য ট্রেডভিত্তিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা ও তা সমাধান এবং অপ্রটাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ সকল ক্ষেত্রে শ্রম আইনের সঠিক প্রয়োগ ও ইনসাফভিত্তিক শ্রমনীতি প্রণয়নের আহ্বান জানাচ্ছে।

৮. আজকের এই সম্মেলন মনে করে যে, শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃত সমস্যার সমাধান ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়ন ছাড়া সম্ভব নয়। তাই ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শ্রমজীবী মানুষসহ সকল স্তরের শ্রমিক জনতাকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পতাকাতলে শামিল হওয়ার জোর আহ্বান জানাচ্ছে। উল্লেখ্য উক্ত সম্মেলনে সারাদেশ থেকে প্রায় ৫ সহস্রাধিক ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহন করেন।

অঞ্চল পরিচালক বৈঠক অনুষ্ঠিত

আ ন ম শামসুল ইসলামকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে : অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলামকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। তিনি বলেন, সরকার রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য আ ন ম শামসুল ইসলামকে প্রায় এক বছরের অধিক সময় ধরে কারাগারে বন্দি রেখেছে।

তিনি গত ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০২২, সোমবার রাজধানীর একটি মিলনায়তনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত অঞ্চল পরিচালক বৈঠকে সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান-এর সঞ্চালনায় এতে আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী, লস্কর মুহাম্মদ তসলিম, কবির আহমদ প্রমুখ। এতে অঞ্চল পরিচালকরা অংশগ্রহণ করেন।

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ বলেন, আ ন ম শামসুল ইসলাম সরকারের জুলুমের শিকার। সরকার রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা বানোয়াট ৯০ টি মামলা দায়ের করেছে। এসব ঠুনকো মামলায় তিনি জামিন প্রাপ্ত হলে সরকারের ইশারায় তাকে বারবার জেলগেটে আটকে দেওয়া হয়েছে। যা অমানবিক ও নিষ্ঠুরতার বহিঃপ্রকাশ। আ ন ম শামসুল ইসলাম দেশের একজন সজ্জন রাজনীতিবিদ। তিনি আজীবন মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে তিনি তার কণ্ঠ সব সময় উচ্চকিত করেছেন। এমন একজন দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদকে সরকার শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে ৯০টির অধিক মামলা দিয়ে কারাগারে বন্দি রেখেছে। এসব ঠুনকো মামলায় তিনি জামিন পাওয়ার দাবিদার হলেও তাকে জামিন দেওয়া হচ্ছে না। অন্যদিকে বয়সের কারণে তিনি ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপসহ নানাবিধ রোগে অসুস্থ। অথচ এ সময়ে তাকে কারাগারে ডিভিশন না দিয়ে দেশের বিভিন্ন কারাগারে প্রেরণ করে তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, আমরা সরকারের উদ্দেশ্যে স্পষ্টভাষায় বলতে চাই, অবিলম্বে সকল মিথ্যা বানোয়াট মামলা প্রত্যাহার করে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি মিয়া গোলাম পরওয়ারসহ সকল রাজনীতিবিদদের নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে।

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ বলেন, দেশের শ্রমজীবী মেহনতি মানুষরা নিদারুণ কষ্টে আছে। আজ সকল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের দাম আকাশ ছোঁয়া। খেটে খাওয়া শ্রমিকরা আজ দুবেলা ঠিক মতো খেতে পারছে না। টিসিবি ট্রাকে স্বল্প মূল্যের পণ্য দেওয়ার নামে গরিব মানুষদের অতি নিম্মমানের খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে। অবিলম্বে সকল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্যের দাম জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আনতে হবে। অনাহারে-অর্ধাহারে থাকা শ্রমিকদের সরকারের পক্ষ থেকে প্রণোদনা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মহীন শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নে নির্বাচিত নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

শ্রমিকের সমস্যা সমাধানে ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দকে এগিয়ে আসতে হবে: অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেছেন, ট্রেড ইউনিয়নের নেতবৃন্দ শ্রমিকদের নির্বাচিত নেতা। নির্বাচিত নেতৃবৃন্দের দায়িত্ব হচ্ছে শ্রমিকদের সমস্যা সমাধান করা। শ্রমিকদের যেকোন সমস্যা সমাধানে সর্বপ্রথম ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দকে এগিয়ে আসতে হবে।

তিনি গত ২২শে সেপ্টেম্বর ২০২২, বৃহস্পতিবার বগুড়ার একটি মিলনায়তনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নে নির্বাচিত নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান-এর সঞ্চালনায় এতে আরও বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী, সহ-সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আলমগীর হোসাইন, অধ্যাপক আব্দুল মতিন, রংপুর মহানগর সভাপতি এডভোকেট কাওসার আলী, বগুড়া শহর সভাপতি আজগর আলী, গাইবান্ধা জেলা সভাপতি নুরুন্নবী প্রধান, ঠাকুরগাঁও জেলা সভাপতি মতিউর রহমান, বগুড়া জেলা পূর্বের সভাপতি কাজী আবুল কালাম, বগুড়া জেলা পশ্চিমের সভাপতি মাওলানা মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমুখ।

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ বলেন, শ্রমিকরা আমাদের সমাজ রাষ্ট্রে সবচেয়ে অবহেলিত ও নির্যাতিত মানুষ। তাদের ওপর চলা শোষণ-নির্যাতন দূর করা ইউনিয়ন নেতাদের প্রধান দায়িত্ব। শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসা সেবা নেতাদের নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকরা তাদের পরিশ্রম অনুযায়ী ন্যায্য মজুরি পায় কি না তার খবর নেতাদের রাখতে হবে। যদি শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে তাহলে ন্যায্য মজুরি আদায়ে ইউনিয়নের নেতাদের ভূমিকা রাখতে হবে। মালিকপক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সকল দাবি আদায়ের চেষ্টা করতে হবে। যদি মালিকরা শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি না মানেন তাহলে উপযুক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে দাবি আদায় করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিকপন্থা অবলম্বন করতে হবে।

তিনি বলেন, ইউনিয়নের নেতাদের মনে রাখতে হবে তাদের একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে। তাই নেতা হওয়ার পর শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভুলে গেলে চলবে না। যারা নেতা হওয়ার পর শ্রমিকদের ভুলে যান তাদেরকে পরবর্তী নির্বাচনে শ্রমিকরাও ভুলে যায়। সুতরাং দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে শ্রমিকদের সেবায় নিজেদের সর্বোচ্চটুকু উজাড় করে দিতে হবে। শ্রমিকদের নিজের আপনজন মনে করতে হবে। তাদের পরিবারকে নিজের পরিবার-পরিজন মনে করতে হবে। তাহলে আর শ্রমিকদের সাথে দূরত্ব তৈরি হবে না।

তিনি আরও বলেন, এই দুনিয়ার একদিন শেষ আছে। সেই দিন মানুষের দুনিয়ার সকল হিসাব নেওয়া হবে। আজকে যারা শ্রমিকদের আপনজন তারা যদি খোদাভীতি ও ঈমানের সাথে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করে কাল কেয়ামতের ময়দানে তারা আল্লাহরও আপনজন হবে। তাই ইউনিয়নের নেতাদের ভালো নেতার হওয়ার সাথে ভালো মানুষ তথা সাচ্চা মুসলমান হতে হবে। দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় জায়গায় সফলকাম হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

দর্জি সেক্টরের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত

দর্জি শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে: অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেছেন, অধিকাংশ দর্জি শ্রমিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত হওয়ার কারণে তারা তারা নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ফলে তাদের জীবনে উন্নয়নের কোন ছোঁয়া লাগে না। দর্জি শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

তিনি গত ২৫শে সেপ্টেম্বর, রবিবার ২০২২, রাজধানীর একটি মিলনায়তনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত

দর্জি সেক্টরের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় কালে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান-এর সঞ্চালনায় এতে আরও বক্তব্য রাখেন দর্জি সেক্টরের সভাপতি আলমগীর হোসাইন, দর্জি শ্রমিক নেতা আনোয়ারুল ইসলাম, আব্দুল মজিদ শিকদার, কামাল উদ্দিন, শফিকুল ইসলাম, আব্দুর রাজ্জাক ও আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ প্রমুখ।

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ বলেন, আমাদের দেশে লাখ লাখ শ্রমিক দর্জি সেক্টরে নিয়োজিত। এত বিশাল সংখ্যক শ্রমিকদের কাজের কোন নিয়োগপত্র নেই। তারা দৈনন্দিন কাজের আলোকে মজুরি পেয়ে থাকে। শ্রমিকরা যখন মজুরি বৃদ্ধির দাবি করে মালিকরা তখন তাদের চাকরিচ্যুত করে। এক্ষেত্রে যেহেতু শ্রমিকদের নিয়োগপত্র নেই তাই মালিকরা ইচ্ছে খুশিমত চাকুরিচ্যুত করতে পারে।

তিনি আরও বলেন, দর্জি শ্রমিকরা বহু আগের রেটে এখনো কাজ করে যাচ্ছে। যা বর্তমান বাজার মূল্যে অচল। অবিলম্বে বর্তমান বাজারের আলোকে দর্জি শ্রমিকদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করতে হবে। শ্রমিকদের চাকরির নিরাপত্তা ও নিয়োগপত্র দিতে হবে। শ্রমিকরা বর্তমানে উৎসব ভাতাসহ সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

দর্জি শ্রমিকদের জন্য উৎসব ভাতা চালু করতে হবে। দর্জি শ্রমিকদের একটি বড়ো অংশ চোখের সমস্যায় জর্জরিত। এই সকল শ্রমিকদের চোখের চিকিৎসাসহ যাবতীয় চিকিৎসার ব্যয় মালিকদের বহন করতে হবে। শ্রমিকদের বিশ্রাম ও বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের দিয়ে অতিরিক্ত সময় কাজ করানো যাবে না। কাজ করাতে হলে দ্বিগুণ মজুরি দিতে হবে। কারখানায় সুষ্ঠুকর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। নারীদের শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।

নির্মাণ সেক্টরের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময়

ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে : অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেছেন, আমাদের দেশে নির্মাণ শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে। শ্রম আইনে কর্মক্ষেত্রে নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা বলা হলেও বাস্তবে তা প্রতিফলিত হচ্ছে না। ফলে প্রতিদিনই দেশের কোথাও না কোথাও নির্মাণ শ্রমিকরা হতাহত হচ্ছে। ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তা মালিক ও রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে।

তিনি গত ১২ই অক্টোবর ২০২২, বুধবার রাজধানীর একটি মিলনায়তনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত নির্মাণ সেক্টরের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় কালে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান-এর সঞ্চালনায় এতে আরও বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আলমগীর হোসাইন, আব্দুস সালাম, নির্মাণ সেক্টরের সভাপতি নুরুল আমিন, সাধারণ সম্পাদক কাজী আবুল বাসার, নির্মাণ শ্রমিক নেতা সাইফুল ইসলাম, আক্তার হোসেন, আসাদুল হক খান, আরজু মিয়া, শহীদুল্লাহ চৌধুরী, আব্দুল কাদির ভূইয়া, হোসাইন আহমেদ আকাশ, আবুবকর সিদ্দিক, নাজিম উদ্দিন, জাকারিয়া আহমেদ প্রমুখ।

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ বলেন, করোনা ভাইরাস এদেশের শ্রমজীবী মানুষের জীবনে বড়ো দুর্দশা বয়ে এনেছে। দেশের মোট শ্রমশক্তির ৮৭ শতাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকরা প্রতিষ্ঠান থেকে কিছুটা সহযোগিতা পেলেও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকরা সকল ধরনের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। দেশে নির্মাণ শ্রমিক প্রায় চল্লিশ লাখ। যারা দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করে। করোনার সময় নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকায় এই সকল শ্রমিকরা বেকার হয়ে গিয়েছিল। জীবন অতিবাহিত করতে তারা বিভিন্ন এনজিও থেকে চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হয়েছে। যে ঋণ এখনো অনেকের পক্ষে পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের চরম উর্ধ্বগতি চলছে। এই বাজারে নির্মাণ শ্রমিকরা দৈনিক যা আয় করে তা দিয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে চলা অসম্ভব। তাদের আয়ের বড়ো অংশ চলে যায় ঘর ভাড়া ও খাদ্য সামগ্রী কিনতে। ঋণ পরিশোধ ও সঞ্চয় করার মত কোন অর্থ তাদের হাতে থাকে না।

তিনি আরও বলেন, নির্মাণ শ্রমিকদের সংকট দূর করতে আমাদেরকে সম্মিলিত প্রয়াস চালাতে হবে। নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য একটি বাস্তব সম্মত মজুরি কাঠামো গঠন করতে হবে। নির্মাণ শ্রমিকসহ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জীবনমান উন্নত করার জন্য সর্বোপরি একটি বিকল্প শ্রম ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ বলেন, স্বাভাবিক ভাবেই নির্মাণ পেশা একটি ঝুঁকিপূর্ণ পেশা। উন্নত বিশ্বের দেশগুলো তাদের শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। অন্যদিকে আমাদের দেশে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার কোন বালাই নেই। কিছু কিছু কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার কথা বলা হলেও তা দুর্বল প্রকৃতির। ফলে প্রতিদিন অসংখ্য নির্মাণ শ্রমিক হতাহত হচ্ছে। একজন শ্রমিক নিহত বা আহত হলে একটি পরিবার পথে বসে যায়। আমরা সরকার ও মালিকদের প্রতি স্পষ্টভাষায় বলতে চাই কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিন। কোন কারণে শ্রমিক হতাহত হলে তাদেরকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করুন। কর্মক্ষেত্রে নিহত, আহত ও পঙ্গুত্ববরণকারী শ্রমিককের পরিবারের ভরণ-পোষণ, চিকিৎসার ব্যয়ভার এবং পুর্নবাসনের দায়িত্ব অবশ্যই মালিকপক্ষ ও রাষ্ট্রকে বহন করতে হবে।

দোকান কর্মচারী ও হকার্স সেক্টরের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময়

ইসলামী শ্রমনীতি ব্যতীত শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব: অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেছেন, আধুনিক যুগে যারা শ্রমজীবী মানুষের সমস্যা সমাধানে তত্ত্ব ও নেতৃত্ব দিয়েছে তাদের সকল তত্ত্ব এক পর্যায়ে গিয়ে ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে। একমাত্র ইসলামী শ্রমনীতি শ্রমিকের সমস্যার কাঙ্ক্ষিত সমাধান দিতে পেরেছে। ইসলামী শ্রমনীতি ব্যতীত শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

তিনি গত ১০ই অক্টোবর, সোমবার ২০২২, সোমবার রাজধানীর একটি মিলনায়তনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত দোকান কর্মচারী ও হকার্স সেক্টরের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় কালে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান-এর সঞ্চালনায় এতে আরও বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আলমগীর হোসাইন, দোকান কর্মচারী ও হকার্স সেক্টরের সভাপতি এস এম লুৎফর রহমান, সাধারণ সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন, ঢাকা মহানগরী দোকান কর্মচারী শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা খিজার আহমেদ, শ্রমিক নেতা আবু কাউসার, ফারুক মিয়াজী, নুরুল হুদা মিলন, মোঃ আলমগীর, কামরুজ্জামান খান ফয়সাল, দেলোয়ার হোসেন লস্কর, নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ বলেন, আধুনিক তত্ত্ব শ্রমিক সমস্যার সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এই নিয়ে কেউ দ্বিমত পোষণ করতে পারবে না। শ্রমিকের সমস্যা সমাধান করতে হবে যিনি শ্রম সৃষ্টি করেছেন তার আইনের আলোকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পৃথিবীর ভারসাম্য করতে কাউকে শ্রমিক, কাউকে মালিক বানিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে কারো প্রতি তিনি জুলুম করেননি। মালিককে সম্পদের মালিকানা দেওয়ার পাশাপাশি শ্রমিকের প্রতি তার দায়িত্ব কি হবে বলে দিয়েছেন। আবার শ্রমিক হিসেবে একজন শ্রমিকের কি দায়িত্ব তাও তিনি বলে দিয়েছেন। আজকের দুনিয়ায় শ্রমিক অসন্তোষের প্রধান কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মালিকদের যে দায়িত্ব দিয়েছেন মালিকরা সেই দায়িত্ব পালন না করার ফল। আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুসারে পৃথিবীর সকল নবী ও রাসুল শ্রমজীবী মানুষের যথাযথ অধিকার প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়েছেন ইসলাম ছাড়া শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি অসম্ভব।

তিনি আরও বলেন, আমাদের দেশে অন্যান্য সেক্টরের ন্যায় দোকান কর্মচারী ও হকার্সরা নানাভাবে নির্যাতিত। দেশে প্রায় ৬০ লাখ দোকান কর্মচারী রয়েছে। এই সকল শ্রমিকদের চাকুরির নিরাপত্তা নেই। তাদের কোন নিয়োগপত্র দেওয়া হয় না। কোন ইস্যু ছাড়া যখন তখন তাদের চাকরি থেকে ছাঁটাই করা হয়। উৎসবভাতা দেওয়ার কথা থাকলেও বিক্রি কম হয়েছে এই অজুহাতে উৎসব ভাতা দেওয়া হয় না। ৮ ঘণ্টার অধিক সময় কাজ করতে বাধ্য করা হয়। অন্যদিকে হকার্সদের পদে পদে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। পুলিশ ও রাজনৈতিক নেতারা প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ চাঁদা হকার্সদের থেকে জোর করে আদায় করে। চাঁদা দিতে না পারলে তাদের ব্যবসা করতে দেওয়া হয় না। ফলে তাদেরকে চরম দুঃখ-কষ্টে জীবন অতিবাহিত করতে হচ্ছে।

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ বলেন, ইসলাম কোন অন্যায় ও অনধিকার চর্চা সমর্থন করে না। ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়িত হলে শ্রমিকদের এই সকল সমস্যা আর থাকবে না। তাই শ্রমিকদের বৃহত্তর স্বার্থে ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের এই আন্দোলনকে আমাদের আরও বেগবান করতে হবে।

হোটেল সেক্টরের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত

হোটেল শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২০ হাজার টাকা করতে হবে: অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেছেন, হোটেল শ্রমিকদের বেতন ন্যূনতম ২০ হাজার টাকা করতে হবে। তিনি বলেন, প্রচলিত মজুরি দিয়ে একজন শ্রমিকের জীবন অতিবাহিত করা কষ্টসাধ্য। দেশের অন্যান্য সেক্টরের ন্যায় হোটেল শ্রমিকদের জন্য মজুরি কাঠামো গঠন করা সময়ের দাবি। এটি যথা সম্ভব দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

তিনি গত ৩রা অক্টোবর ২০২২, সোমবার রাজধানীর একটি মিলনায়তনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত হোটেল সেক্টরের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় কালে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান-এর সঞ্চালনায় এতে আরও বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমাদ, সহ-সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আলমগীর হোসাইন, হোটেল সেক্টরের সভাপতি আব্দুস সালাম, হোটেল শ্রমিক নেতা কাজী নজির আহমদ, মাইনউদ্দীন, জিয়াউল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, নুরুন্নবী, রেজাউল করিম, সালাহউদ্দিনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের হোটেল শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ বলেন, সারাদেশে ৩০ লাখের অধিক হোটেল

শ্রমিক রয়েছে। এদের অধিকাংশ দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে কাজ করে। দেশে দৈনিক হাজিরা খুবই সামান্য। এই সামান্য আয় দিয়ে হোটেল শ্রমিকরা কোনমতে দিনাতিপাত করছে। পরিবার-পরিজন নিয়ে তাদের মানবেতর জীবন-যাপন করতে হচ্ছে। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে হলে হোটেল শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করতে হবে। তাদের মজুরি কাঠামোর আলোকে বেতন-ভাতা প্রদান করতে হবে। শ্রম আইনে শ্রমিকদের যে সুযোগ-সুবিধার কথা বলা হয়েছে তা হোটেল শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কার্যকর করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, শ্রম আইনের আলোকে শ্রমিকদের বাসস্থান, চিকিৎসা ও সন্তানদের শিক্ষার ব্যয় মালিকদের বহন করতে হবে। শ্রমিকদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। সকল ধরনের উৎসবভাতা প্রদান করতে হবে। অতিরিক্ত কর্মঘণ্টার জন্য মজুরি প্রদান করতে হবে। শ্রমিকদের নিয়োগপত্র প্রদান করতে হবে। শ্রমিকদের প্রাপ্য ছুটি দিতে হবে। যখন-তখন শ্রমিকদের চাকুরিচ্যুত করা যাবে না।

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ বলেন, হোটেল শ্রমিকরা মানুষের সেবায় নিয়োজিত। তারা দিন-রাত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে মানুষের সেবা করে যাচ্ছে। অথচ দিনশেষে এই শ্রমিকের মুখে হাসি থাকে না। সামান্য কিছু টাকা নিয়ে যখন বাড়ি ফিরে তখন তাকে স্বজনের আঁধার করা মুখ দেখতে হয়। হোটেল শ্রমিকদের এই অবস্থা পরিবর্তন করতে হলে আমাদেরকে সর্বস্তরে ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়ন করতে হবে। ইসলামী শ্রমনীতি ছাড়া মেহনতি শ্রমিকদের ভাগ্যের চাকা পরিবর্তিত হবে না। হোটেল শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখতে হবে।

দৈনিক নয়া দিগন্তের দেড় যুগ পূর্তিতে ফেডারেশনের পক্ষ থেকে নয়া দিগন্ত পরিবারকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

দৈনিক নয়া দিগন্তের দেড় যুগ পূর্তিতে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পক্ষ থেকে নয়া দিগন্ত পরিবারকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান ফেডারেশন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান। এই সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সহ-সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আলমগীর হোসাইন, আব্দুস সালাম, প্রচার সম্পাদক জামিল মাহমুদ, আইন-আদালত সম্পাদক সোহেল রানা মিঠু প্রমুখ।

বিবৃতি

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতিকে নতুন করে ৩ মামলায় গ্রেফতার দেখানোর তীব্র নিন্দা ও অবিলম্বে মুক্তি দাবি

আ ন ম শামসুল ইসলামের ওপর সরকারের জুলুম সীমা ছাড়িয়ে গেছে : শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান গত ৩১শে আগস্ট ২০২২, বুধবার এক যৌথ বিবৃতিতে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলামকে নতুন করে ৩ মামলায় গ্রেফতার দেখানোর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। একই সাথে নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে আ ন ম শামসুল ইসলাম-এর নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করে বলেন, তার ওপর সরকারের জুলুম সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ২০২১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর সরকার অন্যায়ভাবে রাতের আঁধারে ঢাকার একটি বাসা থেকে আ ন ম শামসুল ইসলামকে গ্রেফতার করে। সেই থেকে আজ অবধি ১ বছর যাবত তিনি কারাগারের অন্ধপ্রকোষ্ঠে বন্দি আছেন। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক দায়েরকৃত ৯০টির অধিক মিথ্যা মামলায় তাকে আসামী করে। এসব মামলায় তিনি ইতিঃপূর্বে দীর্ঘদিন কারাগারে ছিলেন। আ ন ম শামসুল ইসলাম আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তিনি এসব মিথ্যা মামলা আইনগতভাবে মোকাবিলা করে আদালত থেকে জামিন নেন। সকল মামলায় জামিন নেওয়া সত্ত্বেও বারবার তাকে কারাগার থেকে বের হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে সরকারের ইশারায় নতুন নতুন মামলায় আসামী করে কারাগারে আটক রাখা হয়। সরকারের এই অপচেষ্টা একদিকে যেমন আইনের শাসনের পরিপন্থী ঠিক অন্যদিকে দেশের বিচার ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার শামিল। সর্বশেষ সকল মামলায় জামিন নিয়ে তিনি যখন বের হওয়ার চেষ্টা করছেন ঠিক তখন পুনরায় অতীতের ধারাবাহিকতায় আবার ৩টি নতুন পুলিশী মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানোর জন্য পুলিশ আদালতে আবেদন করে। সরকারের ইশারায় নিম্ন আদালত সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে তাকে গ্রেফতার দেখানোর নির্দেশ দেন। এই গ্রেফতার দেখানোর প্রক্রিয়া তার সকল মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন করেছে। আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, নিম্ন আদালত যদি এইভাবে সরকারের আজ্ঞাবহে পরিণত হয় তাহলে আদালতের ওপর দেশের মানুষের কোন আস্থা থাকবে না।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আ ন ম শামসুল ইসলাম দেশের একজন সাবেক আইন প্রণেতা ও বয়স্ক রাজনীতিবিদ। তিনি ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপসহ নানা রোগে শারীরিকভাবে মারাত্মক অসুস্থ। বাংলাদেশ জেলকোড ৬১৭ বিধি অনুযায়ী কারাগারে ডিভিশন পাওয়া তার অধিকার। গ্রেফতারের পর থেকে কারা কর্তৃপক্ষ সরকারের ইশারায়

তাকে তার সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, অবিলম্বে আ ন ম শামসুল ইসলাম-এর বিরুদ্ধে দায়ের করা সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার পূর্বক তাকে স্ব-সম্মানে মুক্তি দিতে হবে। দেশের শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে তাকে ভূমিকা রাখার সুযোগ দিতে হবে। অন্যথায় দেশের শ্রমজীবী মানুষ তাদের নেতাকে মুক্ত করতে কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবে।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নওগাঁ জেলা সভাপতিসহ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

পুলিশ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করছে: শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নওগাঁ জেলা পশ্চিমের সভাপতি শামসুল হুদা ও কৃষি শ্রমিক নেতা খাইরুল আলমকে পুলিশ কর্তৃক অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান।

গত ২০শে সেপ্টেম্বর ২০২২, মঙ্গলবার এক যৌথ বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, শামসুল হুদা ও খাইরুল আলম ফেডারেশনের নিয়মিত বৈঠকাদি শেষ করে যাওয়ার পথে পুলিশ তাদেরকে গত ১৬ই সেপ্টেম্বর বিকালে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(১) (ক) ও ১৫(৩) ধারা মোতাবেক মামলা দায়ের করা হয়েছে। অথচ তাদের নিকট থেকে এই আইনের আলোকে সরকার বিরোধী কিছু পাওয়া যায়নি। তাদের কাছে সংগঠনের নিয়মিত কর্মসূচির কিছু কাগজ পাওয়া গেছে। পুলিশের সাজানো ও মিথ্যা মামলায় আদালত ইতোমধ্যে তাদের বিরুদ্ধে ১ দিনের রিমান্ডের আদেশ দিয়েছে। আমরা অবিলম্বে রিমান্ড বাতিল পূর্বক শ্রমিক নেতা শামসুল হুদা ও খাইরুল আলমকে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। তারা বলেন, সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য পুলিশকে নগ্নভাবে ব্যবহার করছে। যার ধারাবাহিকতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দল-মতের লোকজনদের বিনা বিচারে পুলিশ গ্রেফতার করছে। আমরা পুলিশের এই অপকর্মের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত শ্রমিকদের জাতীয় সংগঠন। এই সংগঠন রাষ্ট্র বিরোধী কোন কার্যক্রম পরিচালনা করে না। শ্রমিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার পর থেকে কাজ করে যাচ্ছে। এটি দেশের মানুষের কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট। এতদ্বসত্ত্বেও পুলিশ কিছুদিন পরপর একটি অনুমোদিত সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে তাদের মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন করছে। আমরা পুলিশের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, শ্রমিক সংগঠনের কাজে আপনারা বাধা সৃষ্টি করবেন না। সরকারের আজ্ঞাবহ না হয়ে দেশের মানুষের জন্য আপনারা কাজ করুন। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনসহ সকল শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে আপনাদের মনগড়া মামলা প্রত্যাহার করুন। নেতৃবৃন্দকে নিঃশর্ত মুক্তি দিন।

নেতৃবৃন্দ সরকারের উদ্দেশ্য বলেন, পুলিশ বাহিনীকে আপনাদের দলীয় উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন। অবিলম্বে শ্রমিক নেতা শামসুল হুদা ও খাইরুল আলমকে দ্রুত মুক্তি দিন। অন্যথায় শ্রমিক নেতৃবৃন্দের মুক্তির জন্য শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করতে বাধ্য হবে।

শ্রমিক নেতা গিয়াস উদ্দিন-এর পিতার ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা উত্তর জেলার সভাপতি অধ্যাপক গিয়াস উদ্দিন-এর শ্রদ্ধেয় পিতা মো. সিরাজুল ইসলাম (৯০)-এর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান।

গত ১০ই সেপ্টেম্বর ২০২২, শনিবার শোকবাণীতে, নেতৃবৃন্দ মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, মরহুম সিরাজুল ইসলাম আমাদের একজন নিবেদিতপ্রাণ অভিভাবক ছিলেন। তার ইন্তেকালে আমরা একজন নিবেদিতপ্রাণ অভিভাবককে হারালাম। নেতৃবৃন্দ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে মরহুমের নেক আমল সমূহ কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী ও আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য ধরার শক্তি দান করার জন্য দোয়া করেন।

মরহুম সিরাজুল ইসলাম গত ৯ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার দুপুর ২ টায় কুমিল্লার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)।

তিনি ৩ পুত্র ও ৪ মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমের জানাযা নামাজ নিজ বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানাযা শেষে মরহুমকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

মরহুমের জানাযায় অংশগ্রহণ করেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কুমিল্লা উত্তর জেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক আব্দুল মতিন, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ড. সৈয়দ সরওয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী, জেলার সাবেক প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ আশরাফ আলী খান, উপদেষ্টা আলমগীর সরকার, দেবিদ্বার উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম শহীদ, ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান আতিকী, বুড়িচং উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান সাইফুল আলম, ফেডারেশনের কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা সভাপতি খায়রুল ইসলাম, কুমিল্লা উত্তর জেলার সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসাইনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের শ্রমিক-জনতা।

পুর্নবাসন কার্যক্রম

দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যা দুর্গত শ্রমজীবী মানুষদের শ্রমিক কল্যাণের পক্ষ থেকে পুর্নবাসন

দুর্যোগ কবলিত শ্রমজীবীদের পুর্নবাসন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্বঃ অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেছেন, দুর্যোগ কবলিত মানুষদের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের চেয়েও তাদের পুর্নবাসন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা গুরুত্বপূর্ণ। দুর্যোগ কবলিত শ্রমজীবীদের পুর্নবাসন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব। এটি রাষ্ট্রকেই বাস্তবায়ন করতে হবে।

তিনি গত ২৫ আগস্ট ২০২২, বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় পুর্নবাসন প্রকল্পের অংশ হিসেবে সুনামগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় বন্যা দুর্গত শ্রমজীবীদের জন্য গৃহ নিমার্ণের পর উদ্বোধন কালে এসব কথা বলেন। এই সময় তিনি শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের জন্য সেলাই মেশিন বিতরণ, বসত ঘর সংস্কারের জন্য টিন বিতরণ, দুর্গতদের মাঝে রান্না করা খাবার বিতরণসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। এসময় রিকশা শ্রমিকদের নিয়ে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের জেলা সভাপতি শাহ আলম সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান দুলাল এর সঞ্চালনায় এতে আরও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুজিবুর রহমান ভূইয়া, সহ-সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সোহেল আহমাদ, সিলেট অঞ্চলের সহকারী পরিচালক ফারুক আহমাদ, সিলেট মহানগর সভাপতি জামিল আহমদ রাজু, সিলেট জেলা দক্ষিণের সভাপতি ফখরুল ইসলাম খান, সুনামগঞ্জ জেলা সহ-সভাপতি রেজাউল করিম, কোষাধ্যক্ষ ওয়াশিদ আলী প্রমুখ।

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেন, দুর্যোগকালীন সময়ে মানুষ যতটা সংকটে থাকে তারচেয়ে বেশি সংকটে পড়ে দুর্যোগ শেষে। দুর্যোগকালীন সময়ে অনেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেও দুর্যোগ শেষে কেউ খবর নেয় না। অথচ দুর্যোগ শেষে দুর্গত মানুষদের বিপদ আরও বাড়ে। তাদের ঘর-বাড়ি সংস্কার করতে হয়। ফসল হারিয়ে অর্থ উপার্জনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এই সময় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করতে পেরে এসব শ্রমিকরা অনাহারে-অর্ধহারে জীবন অতিবাহিত করে। তাই দুর্যোগে যেমন সহযোগিতা করতে হবে ঠিক তেমনিভাবে দুর্যোগ পরবর্তী সংকট মোকাবিলায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

তিনি আরও বলেন, এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা রাখার কথা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছে তাদের। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য রাষ্ট্রে যারা ক্ষমতায় আছে তারা জনবান্ধব না। তাই শ্রমিকসহ নিম্ন আয়ের মানুষের হাহাকার তাদের কর্ণকুহরে পৌঁছায় না। আমি আপনাদেরকে এমন আন্দোলনের পথে আসার আহ্বান জানাচ্ছি যে আন্দোলনের নেতারা ধনী-গরিবসহ সকল মানুষের কল্যাণের নিমিত্তে কাজ করবে। এমন আন্দোলন হচ্ছে ইসলামী শ্রমনীতির আন্দোলন। তাই আসুন এই আন্দোলনে শরিক হয়ে দেশে সত্যিকারের কল্যাণকামী সরকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে জোরদার করি।

মৌলভীবাজার জেলা

বন্যা দুর্গত শ্রমিকদের পুর্নবাসনে রাষ্ট্রকে উদ্যোগ নিতে হবেঃ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলম বলেছেন, বন্যা পরবর্তী সময়ে বন্যা দুর্গত মানুষদের সীমাহীন কষ্ট ভোগ করতে হয়। বিশেষত খেটে খাওয়া মানুষদের বন্যার কারণে সৃষ্ট দুর্ভোগ সীমাহীন কষ্ট দেয়। অনেক শ্রমিক ঘর-বাড়ি হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়ে। এই কঠিন দুর্দিনে শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানো সকলের একান্ত কর্তব্য। এক্ষেত্রে বন্যা দুর্গত শ্রমিকদের পুর্নবাসনে রাষ্ট্রকে উদ্যোগ নিতে হবে।

তিনি গত ৩০শে আগস্ট ২০২২, মঙ্গলবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় পুর্নবাসন প্রকল্পের অংশ হিসেবে মৌলভীবাজার জেলার বিভিন্ন উপজেলায় বন্যা দুর্গত শ্রমজীবীদের জন্য গৃহ নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য সহায়তা প্রদান কালে এসব কথা বলেন। এই সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ত্রাণ ও পুর্নবাসন সম্পাদক খান গোলাম রসুল, সিলেট মহানগর সভাপতি এডভোকেট জামিল আহমদ রাজু, মৌলভীবাজার জেলার প্রধান উপদেষ্টা আব্দুর রহমান, সিলেট অঞ্চলের সহকারী পরিচালক মাওলানা ফারুক আহমদ, মৌলভীবাজার জেলা সভাপতি আলাউদ্দিন শাহ, সিলেট জেলা দক্ষিণের সভাপতি ফখরুল ইসলাম খান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুমিত প্রমুখ।

শফিকুল আলম বলেন, দেশে দ্রব্যমূল্যের সীমাহীন ঊর্ধ্বগতি চলছে। দ্রব্যমূল্যের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। তারা আজ অনাহারে অর্ধাহারে জীবন অতিবাহিত করছে। অন্যদিকে করোনার কারণে অসংখ্য শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছে। এর সাথে যোগ হয়েছে সিলেটের আকস্মিক বন্যা। এই বন্যায় অসংখ্য মানুষ ঘরছাড়া হয়েছিল। বন্যায় তাদের ঘর-বাড়ি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যা শেষ হলেও এসব শ্রমিকদের দুর্ভোগ শেষ হয়নি।

তাদের খোলা আকাশের নিচে বসবাস করতে হচ্ছে। এই সকল শ্রমিকদের মানবেতর জীবন থেকে উদ্ধারের জন্য আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। বিশেষত সমাজের বিত্তবান ব্যক্তিদের এগিয়ে আসার জন্য আমরা উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

তিনি আরও বলেন, ব্যক্তি উদ্যোগে সকল শ্রমিকদের কাছে সহায়তা পৌঁছানো দুস্কর। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পক্ষে শ্রমিকদের কাছে পৌঁছানো অনেক সহজ। আর শ্রমিক সচল না থাকলে রাষ্ট্র অচল হয়ে পড়বে। তাই রাষ্ট্রকে সচল রাখার তাগিদে শ্রমিকদের জীবন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে রাষ্ট্রকে উদ্যোগী হতে হবে। আমরা সরকারের কাছে স্পষ্টভাষায় দাবি জানাচ্ছি, অবিলম্বে বন্যা দুর্গত শ্রমিকদের ঘর-বাড়ি সংস্কারের জন্য অর্থ বরাদ্ধ দিতে হবে। কর্মহীন শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। দিনে এনে দিন খাওয়া শ্রমিকদের জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে।

সিলেট জেলা উত্তর

বন্যা দুর্গত শ্রমজীবী মানুষের পুর্নবাসনে সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসতে হবেঃ অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেছেন, বন্যা দুর্গত শ্রমজীবী মানুষদের পুর্নবাসনে সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন সিলেটের এই ভয়াবহ বন্যায় অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষের ঘর-বাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে। আবার বন্যার কারণে তারা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কর্মহারিয়ে অসহায় অবস্থায় দিনাতিপাত করছে।

তিনি গত ২৬ আগস্ট ২০২২, শুক্রবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় পুর্নবাসন প্রকল্পের অংশ হিসেবে সিলেট জেলা উত্তরের বিভিন্ন উপজেলায় বন্যা দুর্গত শ্রমজীবীদের জন্য গৃহ নিমার্ণের পর উদ্বোধন কালে এসব কথা বলেন। এই সময় তিনি শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের জন্য সেলাই মেশিন বিতরণ, ঠেলাগাড়ি বিতরণ করেন। ফেডারেশনের জেলা সভাপতি নিজাম উদ্দিন খান-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জালাল উদ্দিন-এর সঞ্চালনায় এতে আরও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুজিবুর রহমান ভূইয়া, জেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আনোয়ার হোসেন খান, সহ-সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সোহেল আহমাদ, সাবেক সিলেট মহানগর সভাপতি জয়নাল আবেদীন, সিলেট মহানগর সভাপতি জামিল আহমদ রাজু, সিলেট জেলা দক্ষিণের সভাপতি ফখরুল ইসলাম খান প্রমুখ।

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেন, ইসলামী শ্রমনীতি শ্রমিকদের যে মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করেছে পৃথিবীর অন্যকোন মতবাদ শ্রমিকদের সেই মর্যাদা ও অধিকার দেয়নি। আজ এই নির্যাতিত, নিপীড়িত, নিগৃহীত, নিস্পেষিত, পথ হারা শ্রমিকদের মুক্তির জন্য বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শ্রমজীবী মানুষের সত্যিকার মুক্তি ও কল্যান সাধনে ইসলামী শ্রমনীতির সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, দুনিয়াবাসীকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে শোষণমুক্ত অর্থনীতি বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে গেছেন তা বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনের জন্য এক সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা। এ নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমেই পৃথিবীর শোষিত, নির্যাতিত, মেহনতি, শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

এছাড়া দেশের নিম্মোক্ত স্থানে পুর্নবাসন প্রকল্পের কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে

নীলফামারীঃ কেন্দ্রীয় পুর্নবাসন প্রকল্পের অংশ হিসেবে নীলফামারী উপজেলার ডিমলা উপজেলায় বন্যা দুর্গত শ্রমজীবীদের মাঝে বসতঘর সংস্কারের জন্য ঢেউ টিনসহ অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী ও সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম ফেডারেশনের পক্ষ থেকে দুর্গত মানুষের কাছে এসব সামগ্রী পৌঁছে দেন। এই সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মনিরুজ্জামান জুয়েল, ডিমলা উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান, উপজেলার উপদেষ্টা মহিউর রহমান, ফেডারেশনের জেলা সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুরুল ইসলাম প্রমুখ।

গাইবান্ধাঃ কেন্দ্রীয় পুর্নবাসন প্রকল্পের অংশ হিসেবে গাইবান্ধা জেলার সদর ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলার ৩৫টি পরিবারের মাঝে কর্মসংস্থানের জন্য ছাগল, গরু ও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে। বসতঘর সংস্কারের জন্য ঢেউ টিনসহ অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মনসুর রহমান ও সহ-সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আলমগীর হোসাইন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে দুর্গত মানুষের কাছে এসব সামগ্রী পৌঁছে দেন। এই সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলার প্রধান উপদেষ্টা আব্দুল করিম, সুন্দরগঞ্জ উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাজেদুর রহমান, ফেডারেশনের জেলা সভাপতি নুরুন্নবী প্রধান প্রমুখ।

লালমনিরহাটঃ কেন্দ্রীয় পুর্নবাসন প্রকল্পের অংশ হিসেবে লালমনিরহাট জেলার বিভিন্ন উপজেলায় বন্যা দুর্গত শ্রমজীবীদের মাঝে কর্মসংস্থানের জন্য সেলাই মেশিন ও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে। বসতঘর সংস্কারের জন্য ঢেউ টিনসহ অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী ও সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম ফেডারেশনের পক্ষ থেকে দুর্গত মানুষের কাছে এসব সামগ্রী পৌঁছে দেন। এই সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি রেনায়েল আলম প্রমুখ।

সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী ফেডারেশনের

কর্মসূচি পালিত

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় মহিলা বিভাগের উদ্যোগে সেমিনার অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় মহিলা বিভাগের উদ্যোগে 'আল্লাহর নৈকট্য লাভে শ্রমিক আন্দোলন' শীর্ষক সেমিনার গত ১লা সেপ্টেম্বর ২০২২, বৃহস্পতিবার ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদিকা রোজিনা আখতার-এর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহিলা বিভাগের উপদেষ্টা বেগম নুরুন্নিসা সিদ্দিকা। সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিলেট কমার্স কলেজের সহকারী অধ্যাপক শাহিমা খানম হেপী। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, সহ-সভাপতি লস্কর মুহাম্মদ তসলিম, ল ইয়ার্স কাউন্সিলের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট সাবিকুন্নাহার মুন্নি।

সেমিনারে বক্তারা বলেন, ইসলাম শ্রমজীবী মানুষদের অত্যাধিক মর্যাদায় ভূষিত করেছে। রাসুল (সা.)-সহ অধিকাংশ নবী-রাসুল শ্রমিক ছিলেন। আমাদের প্রিয় নবী শ্রমিকদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি বলেন, একজন মুমিন নিজে পরিশ্রমী হবে এবং যারা পরিশ্রম করে তাদেরকে সম্মান করবে। আমিরুল মোমেনীন ওমর ফারুক (রা.) রাতের বেলা মানুষের ঘরে খাদ্য পৌঁছানোর সময় নিজ পিঠে আটার বস্তা তুলে নিতেন। জেরুজালেম সফর কালে তার ভৃত্যকে উঠের ওপর বসিয়ে তিনি রশি টেনেছেন। আল্লাহর প্রিয় বান্দারা নিজেরা যেমন শ্রম দিয়ে অর্থ উপার্জন করেছেন ঠিক অনুরূপভাবে যারা শ্রম দিয়ে মানবসভ্যতা সচল রেখেছে তাদেরকে তারা সম্মানিত করে আল্লাহর কাছে তারা নৈকট্য লাভ করেছেন।

সেমিনারে নিম্মোক্ত প্রস্তাবনা গৃহীত হয়েছে:

১. দ্রব্যমূলের সীমাহীন উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম শ্রমজীবী মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আনতে হবে।

২. বয়স্ক ভাতার সুষ্ঠু বিতরণ নিশ্চিত করা এবং শ্রমজীবী মানুষদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৩.সকল সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য বর্তমান বাস্তবতার আলোকে মজুরি বোর্ড গঠন ও বাস্তবায়ন করা।

৪. সকল বন্ধকৃত কল-কারখানা খুলে দিতে হবে। শ্রমিকদের সকল বকেয়া পাওনা পরিশোধ করতে হবে।

৫. সকল কল-কারখানায় অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

৬.মাতৃত্বকালীন সুবিধা ৬ মাস করতে হবে। শিশু লালন কক্ষ, প্রশিক্ষিত নার্স থাকতে হবে।

৭. ক্যান্টিন, পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, হাসপাতাল, আবাসন ও উন্নত মানের স্কুল সুবিধা এবং যানবাহন সুবিধা থাকতে হবে।

৮. পদ মর্যাদা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকতে হবে।

৯. শ্রমিকদের অবসরকালীন ভাতা চালু করতে হবে। ওভার টাইম ভাতা দ্বিগুণ করতে হবে।

১০. ন্যূনতম মজুরি ২০ হাজার টাকা করতে হবে। যখন তখন শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করতে হবে।

১১. নিরাপদ কর্মস্থল নিশ্চিত করতে হবে। অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১২. মালিক ও শ্রমিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য নৈতিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩. ধর্মীয় কার্যক্রমের সুযোগসহ বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১৪. কারখানা ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকের অংশগ্রহণের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

১৫. ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ:

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ কামরাঙ্গীরচর থানার উদ্যোগে সিরাত মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের থানা সভাপতি আশরাফুল আলম ইকবালের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ইফতেখারুল হক মিনহাজের পরিচালনায় উক্ত সিরাত মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহ-সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন চঞ্চল, সোহেল রানা মিঠু। এছাড়াও মহানগরীর ডেমরা ও শ্যামপুর অঞ্চলের উদ্যোগে সিরাত মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা মহানগরী উত্তর: বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগরী সভাপতি মোঃ মহিব্বুল্লাহর সভাপতিত্বে এতে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মহানগরের সহ-সভাপতি মিজানুল হক, সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমান।

গাজীপুর মহানগরী:

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন গাজীপুর মহানগরীর গাছা থানার উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গাছা থানার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শ্রমিক নেতা হাফেজ মাহদী হাসানের সভাপতিত্বে ও থানা সাধারণ সম্পাদক ডা. রাসেল মাহমুদের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের গাজীপুর মহানগরীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টা আফজাল হোসেন,

ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মনসুর রহমান, মহানগরীর উপদেষ্টা সালাউদ্দিন আইউবী, গাছা থানা উপদেষ্টা মাওলানা মিজানুর রহমান। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরীর সহ-সভাপতি মু.ফারদিন হাসান হাসিব, মুনসুর আহামেদ, দফতর সম্পাদক আব্দুল মতিন, গাছা থানার ৩৭ নং ওয়ার্ড সভাপতি মাষ্টার শফিকুল ইসলাম, ৩৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি শ্রমিক নেতা মাহফুজুর রহমান, ৩৪ নং ওয়ার্ড সভাপতি নূর আলম মন্ডল, ৩৫ নং ওয়ার্ড সভাপতি আব্দুল হাই, ৩২ নং ওয়ার্ড সভাপতি আব্দুল হান্নান প্রমুখ।

চট্টগ্রাম মহানগরী: বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর বাকলিয়া থানার উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। থানা সভাপতি এম আসাদ আদিলের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ইদ্রিস শিকদারের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ড. মাওলানা নিজাম উদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট পরিবেশ বিজ্ঞানী নজরুল ইসলাম, ফেডারেশনের মহানগরী সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান, সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান প্রমুখ।

কুমিল্লা মহানগরী: বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা মহানগরীর অন্তর্ভূক্ত কুমিল্লা জেলা হিউম্যান হলার শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়ন সভাপতি মোঃ মহিউদ্দিন রিপনের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কুমিল্লা মহানগরীর সভাপতি কাজী নজির আহমদ। আলোচনায় ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দরা অংশগ্রহণ করেন।

রংপুর মহানগরী: বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রংপুর মহানগরীর উদ্যোগে সিরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে কুইজ প্রতিযোগিতা পুরস্কার বিতরণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের মহানগরীর সহ-সভাপতি মোঃ মুত্তালিব হোসেনের পরিচালনায় উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের মহানগরী সভাপতি এডভোকেট মোঃ কাওছার আলী। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরী সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাহাফুজুল হক সেলিম, কোষাধ্যক্ষ মোঃ আব্দুল বাতেন, মাহিগঞ্জ থানার সভাপতি মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, পরিবহন বিভাগের সভাপতি মোঃ নজরুল ইসলাম, স্বর্ণ শিল্প শ্রমিকনেতা মোঃ আব্দুল খালেক প্রমুখ।

ভোলা জেলা: বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে কুইজ প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা সভাপতি মোঃ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহসাধারণ সম্পাদক মোঃ মহিব্বুল্লাহ। বিশেষ অতিথি ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মোঃ হারুনুর রশিদ, উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা মোঃ আবুল কাশেম প্রমুখ।

এছাড়াও দুলারহাট থানার উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে কুইজ প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দুলারহাট থানা সভাপতি মোঃ মাহাবুব আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের ভোলা জেলা সভাপতি মোঃ হারুনুর রশিদ। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের দুলারহাট থানার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা মোঃ নজরুল ইসলাম।

বাগেরহাট জেলা: বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি এস এম রাহাদ।

মাদারীপুর জেলা: বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মাদারীপুর জেলার ডাসার উপজেলার উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা সভাপতি মোঃ রুস্তম আলীর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের সাবেক জেলা সভাপতি মাওলানা মনিরুজ্জামান হামিদী।

সিলেট জেলা উত্তর: বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট জেলা উত্তরের কানাইঘাট উপজেলার উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা সভাপতি হাফেজ ফয়েজ আহমদের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলার উপদেষ্টা মাওলানা ওমর ফারুক।

লক্ষ্মীপুর জেলা: বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন লক্ষ্মীপুর শহর শাখার উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শহর সভাপতি মঞ্জুরুল আলম মিরনের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মমিন উল্লাহ পাটওয়ারী।

ঠাকুরগাঁও জেলা: বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঠাকুরগাঁও জেলার রানীশংকৈল উপজেলার ৪নং লেহেম্বা ইউনিয়নের উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়ন সভাপতি মোঃ মহর আলীর সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মোঃ মতিউর রহমান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা সভাপতি মোঃ রফিকুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। আলোচনা সভা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

জামালপুর জেলা: বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন জামালপুর জেলার সদর উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন (ময়মন-১৭) উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়নের সভাপতি হাজী আরজু মিয়ার সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মির্জা আব্দুল মাজেদ। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা সাধারণ সম্পাদক মামুনুর রশীদ সিদ্দিকী।

টাঙ্গাইল জেলা: বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর পৌর ও সাগরদিঘী সাংগঠনিক শাখার যৌথ উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মধুপুর পৌর সাংগঠনিক শাখার সাধারণ সম্পাদক মানসুর রহমানের পরিচালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সাগরদিঘী সাংগঠনিক শাখার প্রধান উপদেষ্টা হুমায়ন কবির।

সভা সম্মেলন

মেহেরপুর জেলা

তৃণমূলে সংগঠন মজবুতি অর্জনে উপজেলা নেতৃবৃন্দকে ভূমিকা রাখতে হবে: এডভোকেট আতিকুর রহমান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান বলেছেন, যে সংগঠনের তৃণমূল যত মজবুত সে সংগঠন তত বেশি শক্তিশালী। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনকে শক্তিশালী করতে হলে আগে তৃণমূলের সংগঠনকে মজবুত করতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে সংগঠনের উপজেলা নেতৃবৃন্দকে বিশেষ ভূমিকা রাখতে হবে।

তিনি গত ৩ই সেপ্টেম্বর ২০২২, শনিবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের মেহেরপুর জেলার উদ্যোগে উপজেলা কার্যনির্বাহী সদস্য সম্মেলন ২০২২ এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সাকিল হোসেন সাব্বির-এর সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা তাজউদ্দিন খান, যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের পরিচালক ইদ্রিস আলী, সহকারী পরিচালক মশিউর রহমান।

আতিকুর রহমান বলেন, আমরা শ্রমজীবী মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য কাজ করি। আমাদের আদর্শ হলো ইসলাম। আমরা বিশ্বাস করি ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের দুনিয়ায় কল্যাণ ও আখিরাতে মুক্তি নিশ্চিত করা সম্ভব। যেদিন আমাদের দেশে ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়িত হবে সেদিন শ্রমিকদের সকল সংকট দূরীভূত হবে। শ্রমিকরা তাদের সকল অধিকার ফিরে পাবে। মালিক-শ্রমিক সকল দ্বন্দ্বের নিরসন হবে। ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের জন্য আমাদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিককে আন্দোলনের পতাকাতলে সমবেত করতে হবে। এই জন্য সর্বপ্রথম শ্রমজীবী ভাইবোনদের নিকট ইসলামী শ্রমনীতির দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে। তাদেরকে সত্যের এই ছায়াতলে নিয়ে আসার জন্য উপজেলা নেতৃবৃন্দকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, আমাদের দেশের শ্রমিকরা প্রতারণার শিকার হচ্ছে। তথাকথিত শ্রমিক মুক্তির আন্দোলনের নামে এক শ্রেণির নেতারা তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছে। এই অসৎ নেতৃত্বের ধারা আমাদেরকে ভাঙতে হবে। শ্রমিকদের কাঙ্ক্ষিত মুক্তির নিমিত্তে শ্রম অঙ্গনে আদর্শিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেখানে শ্রমিক সমস্যা সৃষ্টি হবে সেখানে তাদের তড়িৎ গতিতে ছুটে যেতে হবে। সমস্যা সমাধানের জন্য তাদেরকে সততা ও ন্যায়ের পক্ষে কণ্ঠ উঁচু করতে হবে। মালিকদের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি আদায়ে সাহসী ভূমিকা রাখতে হবে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের চুয়াডাঙ্গা জেলার উদ্যোগে উপজেলা কার্যনির্বাহী সদস্য সম্মেলন ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আলতাফ হোসেন-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলার প্রধান উপদেষ্টা আনোয়ারুল হক মানিক, যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের পরিচালক ইদ্রিস আলী, সহকারী পরিচালক মশিউর রহমান।

চট্টগ্রাম মহানগরী

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর উদ্যোগে কার্যকরী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগরী সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমানের সঞ্চালনায় মহানগরীর কার্যকরী পরিষদের সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষে অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের পরিচালক কবির আহমদ, মহানগরীর উপদেষ্টা অধ্যক্ষ মুহাম্মদ নুরুল আমীন, ফেডারেশনের মহানগরীর সহ-সভাপতি শ্রমিকনেতা ডা. আব্দুল্লাহ ওয়াছি, শ্রমিকনেতা এনামুল কবির প্রমুখ।

সিরাজগঞ্জ জেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিরাজগঞ্জ জেলার উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন দায়িত্বশীল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি মনিরুল ইসলাম জাফরের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমানের পরিচালনায় সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা মোঃ শাহীনুর আলম।

বরিশাল জেলা পূর্ব

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বরিশাল পূর্ব জেলার উদ্যোগে ষান্মাসিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি এডভোকেট জহির উদ্দিন ইয়ামিনের সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও বরিশাল অঞ্চল পরিচালক শ্রমিক নেতা লস্কর মুহাম্মদ তসলিম, ফেডারেশনের জেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক আব্দুল জব্বার, অঞ্চল টিম সদস্য মশিউর রহমান, ভোলা জেলা সভাপতি শ্রমিক নেতা মাওলানা হারুন অর রশিদ।

লক্ষ্মীপুর জেলা

বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন লক্ষ্মীপুর জেলার উদ্যোগে স্থানীয় একটি মিলনায়তনে কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলা পরিবহন সেক্টরের সভাপতি জাকির হোসেন সবুজের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক নওশের আলীর পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান

অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এ কে এম সরোয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা উপদেষ্টা এ আর হাফিজ উল্লাহ, ফেডারেশনের লক্ষ্মীপুর জেলা সভাপতি মমিন উল্লাহ পাটওয়ারী। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি মাওলানা হুমায়ুন কবির, সাধারণ সম্পাদক আবুল খায়ের মিয়া, সহ-সাধারণ সম্পাদক আবুল বাশার মিয়া ও মিলন, শ্রমিকনেতা চাঁন মিয়াসহ স্থানীয় পরিবহন শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

কুমিল্লা জেলা উত্তর

দেশব্যাপী সাংগঠনিক ও চাঁদা পক্ষ-২০২২ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা জেলা উত্তরের উদ্যোগে উপজেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে উপজেলা দায়িত্বশীল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে । জেলা সভাপতি অধ্যাপক মোঃ গিয়াস উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও জেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোঃ মোশাররফ হোসাইনের সঞ্চালনায় সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা উত্তর জেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক আব্দুল মতিন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ড. সৈয়দ এ. কে.এম সরওয়ার উদ্দিন ছিদ্দিকী। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বুড়িচং উপজেলার উপদেষ্টা অধ্যাপক মোঃ অহিদুর রহমান, শ্রমিক নেতা ফয়েজ আহাম্মদ, কে এম একে মহিউদ্দিন, আবু বকর ছিদ্দিক খান, এডভোকেট মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান, মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সরকার, মোঃ ওয়ালীউল্লাহ, আবু কাউছার আরমান ও আব্দুর রহমান রিপন প্রমুখ।

জামালপুর জেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন জামালপুর জেলার উদ্যোগে উপজেলা ও ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে । ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মির্জা আব্দুল মাজেদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মামুনুর রশিদ সিদ্দিকের সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের জেলা প্রধান উপদেষ্টা এডভোকেট নাজমুল হক সাঈদি, কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক নুরুল আমিন।

পটুয়াখালী জেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন পটুয়াখালী জেলার উদ্যোগে উপজেলা সভাপতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে । ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মোঃ সাইদুর রহমান খানের সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা উপদেষ্টা এডভোকেট নাজমুল আহসান, কেন্দ্রীয় তালিমুল কোরআন সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমান, ফেডারেশনের বরিশাল অঞ্চল টিম সদস্য মোঃ মশিউর রহমান। এছাড়াও সম্মেলনে জেলার নির্বাহী কমিটির সদস্য ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দগণ উপস্থিত ছিলেন।

মানিকগঞ্জ জেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মানিকগঞ্জ জেলার উদ্যোগে দায়িত্বশীল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আবু তাহেরের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আউলাদ হোসাইনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের জেলা প্রধান উপদেষ্টা হাফেজ কামরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও ঢাকা উত্তর অঞ্চলের পরিচালক মনসুর রহমান, কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক নুরুল আমিন, জেলা উপদেষ্টা নুরুল ইসলাম।

নাটোর জেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নাটোর জেলার উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি মোঃ জিয়াউল হক জিয়ার সভাপতিত্বে ও জেলা সাধারণ সম্পাদক মোঃ আফতাব উদ্দিনের সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আলমগীর হোসাইন।

ট্রেড ইউনিয়ন সংবাদ

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ট্রেড ভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে : নুরুল ইসলাম বুলবুল

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের প্রধান উপদেষ্টা নুরুল ইসলাম বুলবুল বলেছেন, শ্রমজীবী মানুষের কাঙ্ক্ষিত মুক্তির জন্য ট্রেড ভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। স্ব স্ব পেশার শ্রমজীবীদের নিয়ে মজবুত ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

তিনি গত ১৫ই অক্টোবর ২০২২, শনিবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। মহানগরী সভাপতি আব্দুস সালাম-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান-এর সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন মহানগরী দক্ষিণের উপদেষ্টা ড.শফিকুল ইসলাম মাসুদ, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান। এতে আরও বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় পাঠাগার সম্পাদক এস এম শাহজাহান, মহানগরী সহ-সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান মাসুম, সহ-সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন চঞ্চল, সোহেল রানা মিঠু, কোষাধ্যক্ষ জয়নাল আবেদীন, দপ্তর সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, শ্রমিক নেতা

আব্দুল্লাহ আল ফারুক, নজরুল ইসলাম, হাফিজুর রহমান প্রমুখ। নুরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হলে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের বিকল্প নেই। আজকের সমাজে শ্রমজীবী মানুষরা নানাভাবে নির্যাতিত নিপীড়িত। তাদের ওপর শোষনের স্টিম রোলার চলছে। এই দুরাবস্থা থেকে শ্রমিকদের মুক্তির জন্য আদর্শিক সংগঠন ও নেতৃত্বের প্রয়োজন। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের আওতাধীন সকল ট্রেড ইউনিয়নকে শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে। শ্রমিকদের বিপদে-আপদে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি আরও বলেন, সমাজ থেকে অন্যায়-অবিচার, দুঃশাসন-নিপীড়ন দূর করতে হলে শ্রমজীবী মানুষদের আদর্শিক পতাকাতলে সংগঠিত করতে হবে। শ্রমজীবী মানুষদের সাথে নিয়ে দেশের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধন করতে হবে। ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেন, শ্রমজীবী মানুষরা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাদের শ্রম-ঘামে রাষ্ট্র চলে। অথচ সেই মেহনতি মানুষদের সমাজে সবচেয়ে অবহেলার শিকার হতে হয়। এটি জাতির জন্য দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই না। একটি আদর্শিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদেরকে সর্বপ্রথম শ্রমজীবী মানুষদের সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এডভোকেট আতিকুর রহমান বলেন, ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের প্ল্যাটফরম। ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের দাবি-দাওয়া মালিকপক্ষের নিকট তুলে ধরতে হবে। মালিকদের সাথে দরকষাকষির মাধ্যমে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দকে সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিতে হবে। কোনভাবে অসৎ পন্থা অবলম্বন করা যাবে না।

কক্সবাজার জেলার ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ট্রেড ইউনিয়ন সাংগঠনিক দশক উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। এসময় তিনি কক্সবাজার এক্সরে প্যাথলজি কর্মচারী ইউনিয়ন (চট্ট-২২৪৩), কক্সবাজার জেলা ইলেক্ট্রেশিয়ান সমিতি (চট্র-২৬১৪) ও কক্সবাজার ফার্নিসাস শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান, সহ-সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইসহাক, কক্সবাজার জেলা সভাপতি শামসুল আলম বাহাদুর , সহ-সভাপতি আমিনুল ইসলাম হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক এম ইউ বাহাদুর, শহর শাখার কোষাধক্ষ্য আবুল মনছুর, এক্সরে প্যাথলজি শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতি মোক্তার আহমেদ, সহ-সভাপতি কেফায়েত উল্লাহ, শ্রমিকনেতা মুহাম্মদ শাহজাহান, ছৈয়দুল আমিন, ইমরান হোসেন সুজন, জেলা ইলেক্ট্রিশিয়ান সমিতির সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন, কোষাধ্যক্ষ ইমাম হোসেন, ফার্নিসাস শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতি সরোয়ারুল ইসলাম, শ্রমিকনেতা মুহাম্মাদ ফারুক প্রমুখ।

রংপুর অঞ্চলের উদ্যোগে বাছাইকৃত উপজেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রংপুর অঞ্চলের উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন সাংগঠনিক দশক উপলক্ষ্যে বাছাইকৃত উপজেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অঞ্চলের ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়ক সম্পাদক ও নীলফামারী জেলা সভাপতি মনিরুজ্জামান জুয়েলের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও রংপুর অঞ্চলের পরিচালক গোলাম রব্বানী। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আলমগীর হোসাইন, ঠাকুরগাঁও জেলা সভাপতি মতিউর রহমান, রংপুর মহানগরীর সভাপতি এডভোকেট কাউছার আলী, কুড়িগ্রাম জেলা সভাপতি এডভোকেট ইয়াছিন আলী।

কুমিল্লা জেলা উত্তরের ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের অফিস পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ট্রেড ইউনিয়ন সাংগঠনিক দশক উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত কুমিল্লা জেলা উত্তরের দেবিদ্বার, মুরাদনগর, বুড়িচং, বি-পাড়া ও চান্দিনা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন অফিস পরিদর্শন ও ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কুমিল্লা উত্তর জেলার উপদেষ্টা অধ্যাপক আলমগীর সরকার, দেবিদ্বার উপজেলা প্রধান উপদেষ্টা সাইফুল ইসলাম শহীদ, কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা সভাপতি মোঃ খাইরুল ইসলাম, জেলা সভাপতি অধ্যাপক মোঃ গিয়াস উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোঃ মোশাররফ হোসাইন প্রমুখ।

গাজীপুর মহানগরীর ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের অফিস পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ট্রেড ইউনিয়ন সাংগঠনিক দশক উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত গাজীপুর মহানগরীর বিভিন্ন ইউনিয়ন অফিস পরিদর্শন ও ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন

ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোঃ তসলিম। এ সময় তিনি মোটেক্স ফ্যাশনস শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন (ঢাকা-৫৪৬৪), গাজীপুর জেলা অটো মোবাইল ওয়ার্কশপ শ্রমিক ইউনিয়ন (ঢাকা-৫৭৬১), আর্থফুট ওয়্যার শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন (ঢাকা-৪৯৫৬), শাওন ফ্যাশন লিঃ শ্রমিক ইউনিয়ন (ঢাকা-৫৬৩২), কোনাবাড়ী কাশিমপুর থানা রিকশা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন (ঢাকা-৫৮০৮), মিমো কটন জোন টেক্সটাইল লিঃ শ্রমিক কর্মচারী কল্যাণ ইউনিয়ন (ঢাকা-৫৭৮৬), দেসকো লেদার কম্পপ্লেক্স শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়ন (ঢাকা-২৬৭৬) ইউনিয়ন পরিদর্শন করেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরীর সহ-সভাপতি মু.ফারদিন হাসান হাসিব, ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক নূর আলম ভূঁইয়া, দফতর সম্পাদক আব্দুল মতিন, ইউনিয়নের সভাপতি যথাক্রমে সাফওয়ান শরীফ, নুর আলম ভূইয়া, উতবাতুল ফজিল, আবু সাঈদ, আব্দুল্লাহ আল আহাদ, মোঃ কামাল হোসেন, নূরে আলম প্রমুখ।

ঢাকা মহানগরী উত্তর শাখার ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের অফিস পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ট্রেড ইউনিয়ন সাংগঠনিক দশক উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত ঢাকা মহানগরী উত্তর রমনা রিকশা ও ভ্যান শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়ন (ঢাকা- ৪৫৪৬) এর অফিস পরিদর্শন ও ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটির সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগরী উত্তরের সভাপতি মোঃ মহিব্বুল্লাহ, ইউনিয়নের সভাপতি হারুনুর রশিদসহ ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ।

■ ট্রেড ইউনিয়ন সাংগঠনিক দশক উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত ঢাকা মহানগরী উত্তরের ইউনিয়নের অফিস পরিদর্শন ও কার্যকরী কমিটির সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মোঃ মুজিবুর রহমান ভূঁইয়া । এ সময় তিনি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল -০৫ রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন (ঢাকা-৫৮১৯), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল-০৫ নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন (ঢাকা-৫৮১৮), ডানিয়া ফ্যাশন লিঃ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন (ঢাকা-৫৫২৬) ইউনিয়ন পরিদর্শন করেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগরী উত্তরের সভাপতি মোঃ মহিব্বুল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমান, গার্মেন্টস সেক্টরের সভাপতি মোঃ আব্দুল আলী বাশার, জোন পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার আতাহার আলী, ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুস সালাম, সাধারণ সম্পাদক ইসলাম উদ্দীনসহ ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ।

■ ট্রেড ইউনিয়ন সাংগঠনিক দশক উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত ঢাকা মহানগরী উত্তর ঢাকা মহানগর হিউম্যান হলার শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়ন (ঢাকা- ৪৪৫৮) এর অফিস পরিদর্শন ও ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটির সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন ফেডারেশনের কন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমদ। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগরী উত্তরের সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমানসহ ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ শাখার ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের অফিস পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ট্রেড ইউনিয়ন সাংগঠনিক দশক উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের বিভিন্ন ইউনিয়ন অফিস পরিদর্শন ও ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমদ। এ সময় তিনি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল-৫ রিকশা শ্রমিক ইউনিয়ন (ঢাকা ৫৬৪৭), স্টিল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন (ঢাকা-৫৬৮৫), শ্যামপুর পোস্তগোলা দর্জি শ্রমিক ইউনিয়ন (ঢাকা-৪৫৪২) ইউনিয়ন পরিদর্শন করেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মহানগরী দক্ষিণের ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালক মোশাররফ হোসেন চঞ্চল, কদমতলী অঞ্চলের সভাপতি তানভীর হোসেন ও শ্যামপুর অঞ্চলের সভাপতি মোঃ নজরুল ইসলাম, ইউনিয়নের সভাপতি যথাক্রমে আবিদুল ইসলাম, রাহিবুল ইসলামসহ কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ।

সাতক্ষীরা জেলার ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের অফিস পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ট্রেড ইউনিয়ন সাংগঠনিক দশক উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত সাতক্ষীরা জেলার বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন অফিস পরিদর্শন ও ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলম। এ সময় তিনি শ্যামনগর উপজেলা রিকশা ভ্যান ও ঠেলাগাড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন (খুলনা-২৪১২), আশাশুনি উপজেলা রিকশা ভ্যান ও ঠেলাগাড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন (খুলনা-২৪১১), কালীগঞ্জ উপজেলা ভ্যান, রিকশা ও ঠেলাগাড়ী শ্রমিক ইউনিয়ন (খুলনা-২৩৭৬), সাতক্ষীরা সদর উপজেলা ভ্যান রিক্সা ও ঠেলাগাড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন (খুলনা-২৩৭৮), কলোরোয়া উপজেলা ইলেকট্রিশিয়ান ইউনিয়ন (খুলনা-২৩১১), তালা উপজেলা কাঠমিস্ত্রি শ্রমিক ইউনিয়ন (খুলনা-২৪৫৩), তালা উপজেলা রিকশা-ভ্যান ও ঠেলাগাড়ী শ্রমিক ইউনিয়ন (খুলনা-২৪৫৪) ইউনিয়ন পরিদর্শন করেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ত্রাণ ও পুর্নবাসন সম্পাদক খান গোলাম রসুল, খুলনা অঞ্চল টিম সদস্য শেখ নুরুল হুদা, সাতক্ষীরা জেলা সভাপতি অধ্যাপক গাজী সুজায়াত আলী, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল জলিল, জেলা নির্বাহী সদস্য গাজী মোস্তফা কামাল ও মাওলানা আবু হুরায়রা, সাতক্ষীরা সদর উপজেলা সভাপতি মাসুম বিল্লাহ, কলারোয়া উপজেলা সভাপতি রুহুল কুদ্দুস, তালা উপজেলা সভাপতি কবিরুল ইসলাম, ইউনিয়নের সভাপতি যথাক্রমে আব্দুর রশিদ, রিয়াছাত আলী, মিজানুর রহমান, আব্দুর রহমান, জাকির হোসেন, আমিনুল ইসলাম প্রমুখ।

সিলেট স্থলবন্দর শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্থলবন্দর শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজি:-২০৮২) সিলেট জেলা উত্তর শাখার উদ্যোগে স্থলবন্দর শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফেডারেশনের সিলেট স্থলবন্দরের জেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল খালিকের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্থলবন্দর শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি

মজিবুর রহমান ভূইয়া, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সোহেল আহমদ, জৈন্তাপুর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদীন, সিলেট মহানগর সভাপতি এডভোকেট জামিল আহমদ রাজু, সিলেট জেলা দক্ষিণ শাখার সভাপতি ফখরুল ইসলাম খান, সিলেট জেলা উত্তর শাখার সভাপতি মাওলানা নিজাম উদ্দিন খান প্রমুখ।

বগুড়া শহর শাখার ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের অফিস পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ট্রেড ইউনিয়ন সাংগঠনিক দশক উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত বগুড়া শহর শাখার বিভিন্ন ইউনিয়ন অফিস পরিদর্শন ও ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমদ। এ সময় তিনি বগুড়া শহর শাখার বগুড়া সদর উপজেলা গৃহ নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন (বগুড়া-৭৬), বগুড়া কাঠমিস্ত্রী শ্রমিক ইউনিয়ন (রাজ-১৮৮৬), বগুড়া জেলা অটো মোবাইল ওয়ার্কসপ শ্রমিক ইউনিয়ন (রাজ-৩১২২), বগুড়া জেলা অটো মোবাইল ওয়ার্কসপ মেকানিক্স শ্রমিক ইউনিয়ন (রাজ-৩১৪৩), বগুড়া সদর উপজেলা দোকান কর্মচারী ইউনিয়ন (বগুড়া-৪৪), বগুড়া সদর আইরন ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প শ্রমিক ইউনিয়ন (বগুড়া-৩০৩০), বগুড়া সদর উপজেলা স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ শ্রমিক ইউনিয়ন (বগুড়া-৭১), বি এ ডি সি হিমাগার ওয়ার্কসপ শ্রমিক ইউনিয়ন (রাজ-৫৮১), সদর উপজেলা লেদ শ্রমিক ইউনিয়ন পরিদর্শন করেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের বগুড়া শহর সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম, সহ-সাধারণ সম্পাদক শাহজান সাজু, আহমেদ আসলাম, বগুড়া পরিবহন শ্রমিক নেতা ইদ্রিস আলী, দর্জি শ্রমিক নেতা শফিকুল ইসলাম, আব্দুল মতিন, শামীম রাজীব, রিকশা শ্রমিক নেতা জাহিদুল ইসলাম, স্বর্ণশিল্পী শ্রমিক ইউনিয়নের ধর্মীয় সম্পাদক রাসেল জিলাদার প্রমুখ।

বগুড়া জেলা পূর্বের ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের অফিস পরিদর্শন ও নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ট্রেড ইউনিয়ন সাংগঠনিক দশক উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত বগুড়া জেলা পূর্বের বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন অফিস পরিদর্শন ও ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক জামিল মাহমুদ। এ সময় তিনি শেরপুর দর্জী শ্রমিক ইউনিয়ন (রাজ- ২৫০৭), শেরপুর পৌর ইউপি ব্যবসায়ী গদীঘর শ্রমিক ইউনিয়ন (রাজ-২৪৩৬) শেরপুর থানা ইট ভাটা শ্রমিক ইউনিয়ন,(রাজ-১৬৯৪) শেরপুর দোকান কর্মচারী ইউনিয়ন, (রাজ-২১৫৯), শেরপুর উপজেলা 'ছ' মিল শ্রমিক ইউনিয়ন (রাজ-২৩১৮), শাহজাহানপুর ইউনিয়ন নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন ,(বগুড়া-০২১) শেরপুর উপজেলা ফার্নিচার শ্রমিক ইউনিয়ন, (বগুড়া-০২০), শেরপুর উপজেলা লোডিং আনলোডিং লেবার ইউনিয়ন (রাজ-২৮৩৫), শেরপুর সরকারী খাদ্য গুদাম কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রাজ-৭৪৫), শাহজাহানপুর উপজেলা রিকশা-ভ্যান শ্রমিক কল্যান ইউনিয়ন (রাজ-২৮৩১), ধুনোট উপজেলা নির্মান শ্রমিক ইউনিয়ন (বগুড়া-১০), ধুনট থানা রিকশা ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন (বগুড়া-১৩৪৮), শাহজাহানপুর উপজেলা ষ্টীল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ (বগুড়া-৩৫), শেরপুর উপজেলা কুড়া আড়ৎঘর কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রাজ-২৪৩৯), শেরপুর উপজেলা হাটবাজার লোড় আনলোড লেবার ইউনিয়ন (বগুড়া-২৬০২) খানপুর ইউনিয়ন পরিষদ লেবার ইউনিয়ন (রাজ-২২৩৬), ডাকুমারা হাট বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রাজ-১৬৩৩), সারিয়াকান্দি উপজেলা কুলি মজুদ ইউনিয়ন (রাজ-২৮০০), সোনাতলা উপজেলা দর্জি শ্রমিক ইউনিয়ন (রাজ-৩২৯২), সারিয়াকান্দি উপজেলা দর্জি শ্রমিক ইউনিয়ন (রাজ-৩২৯৩), গাবতলী উপজেলা রিক্সা-ভ্যান রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন (বগুড়া-৮৬), সোনাতলা উপজেলা রিক্সা-ভ্যান রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন, (বগুড়া-৮৯), সারিয়াকান্দি উপজেলা চাতাল শ্রমিক ইউনিয়ন, (বগুড়া-৯৭) গাবতলী উপজেলা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন, (রাজ-৩১৪০) সারিয়াকান্দি উপজেলা ফার্নিচার শ্রমিক ইউনিয়ন (বগুড়া-১০০),সারিয়াকান্দি উপজেলা গৃহ নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন (বগুড়া-১০২), সারিয়াকান্দি উপজেলা দোকান কর্মচারী শ্রমিক ইউনিয়ন (বগুড়া-১০৭) ইউনিয়ন পরিদর্শন করেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আবুল কালাম, সহ-সভাপতি নুরুল হুদা, সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান, ইউনিয়নের সভাপতি যথাক্রমে বুলবুল আহমেদ, আব্দুস সালাম, আব্দুল করিম, ওমর ফারুক, আব্দুল মোত্তালিব, মামুনুর রশিদ, আব্বাস আলী, সাদ্দাম আলী, আব্দুল মজিদ, রুহুল আমিন, শফিকুল ইসলাম, ঈসা খান, সাইফুল ইসলাম, আব্দুস সাত্তার, লাল মিয়া, মিজানুর রহমান, আনোয়ার হোসেন, আব্দুল হালিম, রবিউল ইসলাম, হারুন-অর রশীদ, মোঃ ওসমান গনি মন্ডল, আশিকুল ইসলাম, মোঃ ওয়েছ কুরুনী প্রমুখ।

বুড়িচং উপজেলা রিকশা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

ট্রেড ভিত্তিক দাওয়াতি দশক-২০২২ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা উত্তর জেলার বুড়িচং উপজেলা রিকশা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন (কুমি-২৩) এর উদ্যোগে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়ন সভাপতি ফয়েজ আহাম্মদ মাস্টারের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কুমিল্লা জেলা উত্তরের সভাপতি সভাপতি অধ্যাপক মোঃ গিয়াস উদ্দিন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বুড়িচং উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মোঃ আব্দুল আউয়াল। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের উপজেলা সাধারণ সম্পাদক সার্জেন্ট মোঃ হাবিবুর রহমান, শ্রমিক নেতা মোঃ মোসলেম উদ্দিন, মোঃ আলমগীর হোসেন আলম ও তৌফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা দর্জি শ্রমিক ইউনিয়নের অফিস পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ট্রেড ইউনিয়ন সাংগঠনিক দশক উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত নারায়ণগঞ্জ জেলার নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা দর্জি শ্রমিক ইউনিয়ন (নারায়-০০৬) এর অফিস পরিদর্শন ও ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটির সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মনসুর রহমান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় পাঠাগার সম্পাদক ও ঢাকা দক্ষিণ অঞ্চলের সহকারী পরিচালক এস এম শাহজাহান, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি শফিকুল ইসলাম, ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুল মজিদ শিকদার।

ঝিনাইদহ জেলার ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের অফিস পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ট্রেড ইউনিয়ন সাংগঠনিক দশক উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত ঝিনাইদহ জেলার বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন অফিস পরিদর্শন ও ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আলমগীর হোসাইন। এ সময় তিনি হরিনাকুণ্ড উপজেলা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন (খুলনা-২৩৪৯), শৈলকুপা উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন (কুষ্টিয়া-০৯), মহেশপুর থানা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন (খুলনা-২৩২৩), মহেশপুর উপজেলা কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (খুলনা-২৩৪৮), ঝিনাইদহ সদর উপজেলা দর্জি শ্রমিক ইউনিয়ন (খুলনা-২৪১৯) ইউনিয়ন পরিদর্শন করেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কুষ্টিয়া যশোর অঞ্চলের পরিচালক ইদ্রিস আলী, কুষ্টিয়া জেলা সভাপতি এস এম মহসিন, ঝিনাইদহ জেলা সভাপতি ড. মনোয়ার, ইউনিয়নের সভাপতি যথাক্রমে ঠান্ডু আলী, এনায়েতুর রহমান, জাহাঙ্গীর হোসেন, খোকন মিয়া, জালাল উদ্দিন প্রমুখ ।

চাঁদপুর জেলার ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের অফিস পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ট্রেড ইউনিয়ন সাংগঠনিক দশক উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত চাঁদপুর জেলার বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন অফিস পরিদর্শন ও ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ আজহারুল ইসলাম। এ সময় তিনি চাঁদপুর জেলা হিউম্যান হলার শ্রমিক ইউনিয়ন (কুমি-১২৮), ফরিদগঞ্জ উপজেলা রিকশা ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন (কুমি-০৮), ফরিদগঞ্জ উপজেলা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন (কুমি-৫৬), ফরিদগঞ্জ উপজেলা দোকান কর্মচারী শ্রমিক ইউনিয়ন (কুমি-৭৭), চাঁদপুর সদর উপজেলা স মিল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন (চট্ট-২৮৪৪), চাঁদপুর সদর উপজেলা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন (কুমি-১০২), হাইমাচর উপজেলা রিকশা ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন (কুমি-১০), কচুয়া উপজেলা রিকশা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন (কুমি-১০৮), কচুয়া উপজেলা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন (চট্ট-২৮৯৪), কচুয়া উপজেলা দোকান কর্মচারী ইউনিয়ন (কুমি-০৩১), কচুয়া উপজেলা দর্জি শ্রমিক ইউনিয়ন (কুমি-৬২), হাজীগঞ্জ উপজেলা দোকান কর্মচারী শ্রমিক ইউনিয়ন (চট্ট-২৮৮০), হাজিগঞ্জ উপজেলা দর্জি শ্রমিক ইউনিয়ন (কুমি-৩২), মতলব দক্ষিণ উপজেলা রিকশা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন (কুমি-১৩), মতলব উত্তর উপজেলা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন (কুমি-৯৪) ইউনিয়ন পরিদর্শন করেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট মোঃ জাকির হোসেন, জেলা সভাপতি অধ্যাপক মোঃ রুহুল আমিন, সাধারণ সম্পাদক গোলাম ফারুক মোঃ ইয়াহইয়া, ইউনিয়নের সভাপতি যথাক্রমে আবু বকর ছিদ্দিক পাটওয়ারী, শফিকুল ইসলাম , শাখাওয়াত হোসেন, ফখরুল ইসলাম, আক্তার হোসেন দেওয়ান, ওসমান গনি, হাফিজ আহমেদ, গাজী ইমরান, নুর মোহাম্মদ তুহিন, মফিজুল ইসলাম, মিজানুর রহমান, গোলাম ফারুক, রুহুল আমিন, শরীফ উল্যাহ পাটোয়ারী, মোশারফ হোসেন প্রমুখ।

সিরাজগঞ্জ জেলার ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের অফিস পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ট্রেড ইউনিয়ন সাংগঠনিক দশক উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত সিরাজগঞ্জ জেলার বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন অফিস পরিদর্শন ও ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমেদ। এ সময় তিনি উল্লাপাড়া উপজেলা দোকান কর্মচারী শ্রমিক ইউনিয়ন (বগুড়া-১১), বেলকুচি উপজেলা তাঁত শ্রমিক ইউনিয়ন (বগুড়া-০২৬), চৌহালি উপজেলা তাঁত শ্রমিক ইউনিয়ন (বগুড়া-০২৮), সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা হস্ত চালিত তাঁত শ্রমিক ইউনিয়ন (বগুড়া-৩৯), রায়গঞ্জ দোকান শ্রমিক ইউনিয়ন (বগুড়া-৫০), শাহজাদপুর তাত শ্রমিক ইউনিয়ন (বগুড়া -৪৬), চৌহালী উপজেলা রিকশা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন (বগুড়া-৭৪), শাহজাদপুর উপজেলা মৎস খামার শ্রমিক ইউনিয়ন (বগুড়া-৮৩), সিরাজগঞ্জ জেলা ইঞ্জিল চালিত নৌযান যাত্রী পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন (বগুড়া-৮৪), শাহজাদপুর উপজেলা দোকান কর্মচারী শ্রমিক ইউনিয়ন (বগুড়া-৯৬), শাহজাদপুর উপজেলা ইটভাটা শ্রমিক ইউনিয়ন (বগুড়া-১০৮), শাহজাদপুর উপজেলা সেলুন ও বিউটি পার্লার শ্রমিক ইউনিয়ন (বগুড়া-১০৩) ইউনিয়ন পরিদর্শন করেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও বগুড়া অঞ্চল পরিচালক অধ্যাপক আব্দুল মতিন, বগুড়া শহর শাখার সভাপতি মোঃ আজগর আলী, ইউনিয়নের সভাপতি যথাক্রমে সুমন আহমেদ, জাহাঙ্গীর আলম, আব্দুর শুকুর, নাছির উদ্দিন, গোলাম মোস্তফা, আব্দুল খালেক, নুরুল আলম শেখ, লুকমিহান সরকার ,আমির হামজা, ছানা উল্লাহ, মোঃ ইসমাইল হোসেন, মোঃ আব্দুল লতিফ প্রমুখ।

মেঘনা উপজেলা রিকশা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

ট্রেড ভিত্তিক দাওয়াতি দশক-২০২২ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা উত্তর জেলার মেঘনা উপজেলা রিকশা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন (কুমি-৭৮) এর উদ্যোগে শ্রমিক সমাবেশ ও সামষ্টিক ভোজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের জেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোঃ মোশাররফ হোসাইন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা ট্রেড ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদক ডাঃ মোঃ খলিলুর রহমান প্রমুখ।

ময়মনসিংহ মহানগরীর ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের অফিস পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ট্রেড ইউনিয়ন সাংগঠনিক দশক উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত ময়মনসিংহ মহানগরীর বিভিন্ন ইউনিয়ন অফিস পরিদর্শন ও ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক নুরুল আমিন। এ সময় তিনি ময়মনসিংহ জেলা বই বাধাই শ্রমিক ইউনিয়ন (ময়মন-২৫), ময়মনসিংহ সদর উপজেলা করাতকল ও কাঠমিস্ত্রি শ্রমিক ইউনিয়ন (ময়মন-২৬), ময়মনসিংহ মহানগর রিকশাভ্যান চালক শ্রমিক

ইউনিয়ন (ময়মন-৩১) ময়মনসিংহ সদর উপজেলা ইটভাটা শ্রমিক ইউনিয়ন (ময়মন-৩২), ময়মনসিংহ মহানগর মহিলা দর্জি শ্রমিক ইউনিয়ন (ময়মন-৪২) ময়মনসিংহ মহানগর নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন (ময়মন-৪৩) ইউনিয়ন পরিদর্শন করেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক অলিউল্লাহ মুজাহিদ, ইউনিয়নের সভাপতি যথাক্রমে লিটন মিয়া, দেলোয়ার হোসেন ,আইনুল্লাহ, জুয়েল মিয়া, নাসিমা আক্তার মাহবুবুর রহমান প্রমুখ।

চট্টগ্রাম মহানগর হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়নের কার্যকরী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর চট্টগ্রাম মহানগরী হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়ন (রেজি: ২২৪৭) এর কার্যকরী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়ন সভাপতি মুহাম্মদ নুরুন্নবীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক বেলায়েত হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম। সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান, চট্টগ্রাম মহানগরী হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট অঞ্চলের সাধারণ সম্পাদক সাব্বির আহমেদ উসমানী। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের সহ-সভাপতি মো: ইসমাইল, শ্রমিকনেতা আব্দুস সাত্তার, মো: হাসান, মঞ্জুরুল ইসলাম, শওকত হোসেন প্রমুখ।

দিনাজপুর জেলা দক্ষিণের ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের অফিস পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ট্রেড ইউনিয়ন সাংগঠনিক দশক উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত দিনাজপুর জেলা দক্ষিণের বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন অফিস পরিদর্শন ও ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন ফেডারেশনের ঠাকুরগাঁও জেলা সভাপতি মোঃ মতিউর রহমান। এ সময় তিনি ফুলবাড়ী উপজেলা রং মিস্তি শ্রমিক ইউনিয়ন (দিনাজ-৩৯), ফুলবাড়ী উপজেলা ফার্নিচার শ্রমিক ইউনিয়ন (দিনাজ-৪৩), বিরামপুর উপজেলা রাজ মিস্ত্রি ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন (দিনাজ-২৮১৬), রানীগঞ্জ ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন (রাজ-২১৯৮) ইউনিয়ন পরিদর্শন করেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের দিনাজপুর জেলা দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক মোঃ রমজান আলী, ইউনিয়নের সভাপতি যথাক্রমে এরশাদ আলী, মিজানুর রহমান, লোকমান হোসেন, ওমর ছানি প্রমুখ ।

কুষ্টিয়া জেলার ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের অফিস পরিদর্শন ও নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ট্রেড ইউনিয়ন সাংগঠনিক দশক উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আলমগীর হোসাইন । এসময় তিনি কুষ্টিয়া সদর উপজেলা চাতাল শ্রমিক ইউনিয়ন (খুলনা-২৩৪৩), মিরপুর উপজেলা দর্জি শ্রমিক ইউনিয়ন (খুলনা-২৪০৮), কুমারখালী উপজেলা দর্জি শ্রমিক ইউনিয়ন (খুলনা-২৪০৮) ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন। এসময় আরও উপস্তিত ছিলেন ফেডারেশনের কুষ্টিয়া যশোর অঞ্চলের পরিচালক ইদ্রিস আলী, কুষ্টিয়া জেলা সভাপতি এস এম মহসিন, ইউনিয়নের সভাপতি যথাক্রমে মমতাজ, ছানোয়ার, কাজী হাফিজুর রহমান প্রমুখ।

মেহেরপুর জেলার ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের অফিস পরিদর্শন ও নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ট্রেড ইউনিয়ন সাংগঠনিক দশক উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত মেহেরপুর জেলার ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আলমগীর হোসাইন। এসময় তিনি মুজিবনগর উপজেলা দর্জি শ্রমিক ইউনিয়ন (খুলনা-২৪৪০) ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন। এসময় আরও উপস্তিত ছিলেন ফেডারেশনের কুষ্টিয়া যশোর অঞ্চলের পরিচালক ইদ্রিস আলী, জেলা সভাপতি মোঃ আব্দুর রউফ, ইউনিয়নের সভাপতি বাহাদুর গাজীসহ ইউনিয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

বরিশাল সদর উপজেলা দর্জি শ্রমিক ইউনিয়নের অফিস উদ্বোধন ও আইডি কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠিত

বরিশাল সদর উপজেলা দর্জি শ্রমিক ইউনিয়ন (খুলনা-২৪৬৩) এর অফিস উদ্বোধন ও ইউনিয়নের সদস্যদের মাঝে আইডি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। ইউনিয়নের সভাপতি মোহাম্মদ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আল আমিনের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মুহাম্মাদ তসলিম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের বরিশাল মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা অধ্যক্ষ জহির উদ্দিন মুহাম্মাদ বাবর, ফেডারেশনের বরিশাল অঞ্চলের টিম সদস্য শ্রমিক নেতা মশিউর রহমান। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের বরিশাল মহানগরী সাধারণ সম্পাদক জাফর ইকবাল, সহ-সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান কামাল প্রমুখ।

ময়মনসিংহ মহানগর নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ অভিযান অনুষ্ঠিত

ময়মনসিংহ মহানগর নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন (ময়মন-৪৩) এর উদ্যোগে নির্মাণ শ্রমিকদের মাঝে বিভিন্ন ফলজ উদ্ভিদের চারা বিতরণ করা হয়েছে। নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মাহবুবের সভাপতিত্বে ও নির্মাণ শ্রমিকনেতা নাজমুলের পরিচালনায় বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ময়মনসিংহ মহানগরীর সভাপতি আনোয়ার হোসেন সুজন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরীর দফতর সম্পাদক আল-আমিন। এসময় উপস্থিত ছিলেন নির্মাণ শ্রমিকনেতা মাকসুদ, সোহেল, বাবুল, খায়রুলসহ স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা দর্জি শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা দর্জি শ্রমিক ইউনিয়ন (রাজ-৩৩০৩) এর উদ্যোগে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সদর উপজেলা দর্জি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ আল মামুন ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলী মামুনের পরিচালনায় সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের

জেলা সভাপতি মোঃ মতিউর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের ঠাকুরগাঁও শহর সভাপতি এডভোকেট মোহাম্মদ বজলুর রহমান। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের শহর সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুল হালিম, সদর পশ্চিম থানার সভাপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সদর পূর্ব থানার সাধারণ সম্পাদক হাফেজ মাওলানা মিজানুর রহমান, শ্রমিকনেতা মোঃ ইনসান আলী।

নারায়ণগঞ্জ স্মরণিকা স্টীল ওয়ার্কস শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ট্রেড ইউনিয়ন সাংগঠনিক দশক উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর স্মরণিকা স্টীল ওয়ার্কস শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়ন (ঢা/বি-১৪৮২) এর কার্যকরী কমিটির সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মনসুর রহমান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরীর সভাপতি হাফেজ আব্দুল মোমিন, সাধারণ সম্পাদক সোলায়মান হোসেন মুন্না, ইউনিয়নের সভাপতি মোশারফ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ ফায়সুলসহ ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটির নেতৃবৃন্দ ।

ঝিকরগাছা উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন অফিস পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ট্রেড ইউনিয়ন সাংগঠনিক দশক উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত যশোর জেলা পশ্চিমের ঝিকরগাছা উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন (খুলনা-২৪১৪) এর অফিস পরিদর্শন ও ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন ফেডারেশনের কুষ্টিয়া যশোর অঞ্চলের পরিচালক ইদ্রিস আলী। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের যশোর জেলা পশ্চিমের সভাপতি মোঃ নুরুল আমিন, ইউনিয়নের সভাপতি জিয়াউল হকসহ ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটির নেতৃবৃন্দ ।

বাঘা উপজেলা ফার্নিচার শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে নৌকা ভ্রমন অনুষ্ঠিত

রাজশাহী জেলা পূর্বের বাঘা উপজেলা ফার্নিচার শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজি:-৩২৪১) এর উদ্যোগে নৌকা ভ্রমনের আয়োজন করা হয়েছে। ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ আলাউদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ নজরুল ইসলামের পরিচালনায় নৌকা ভ্রমনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও রাজশাহী মহানগরী সভাপতি অধ্যাপক আব্দুস সামাদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের রাজশাহী জেলা পূর্বের সভাপতি মোঃ শফিকুল ইসলাম, বাঘা উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা আব্দুল্লাহ আল মামুন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বাঘা উপজেলা সভাপতি ইমদাদুল, শ্রমিকনেতা আব্দুল্লাহ আল মামুন, আইয়ূব আলী, রেজাউল করিম, শাহাদুল ইসলাম সাদ্দার হোসেন।

কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলা কৃষি শ্রমিক ইউনিয়ন সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলা কৃষি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজি: ০৭০) এর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ সফিউল্লাহর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক কলিমুল্লাহর পরিচালনায় সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কুমিল্লা মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা কাজী দ্বীন মোহাম্মাদ। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কুমিল্লা মহানগরীর সভাপতি কাজী নজির আহমেদ।

আটপাড়া উপজেলা রিকশা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের শ্রমিক সমাবেশে অনুষ্ঠিত

নেত্রকোনা জেলার আটপাড়া উপজেলা রিকশা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন (ময়মন-৬৬) এর সদস্যদের মাঝে আইডি কার্ড বিতরণ উপলক্ষে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়নের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন সাইফুলের সভাপতিত্বে উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমদ। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক নুরুল আমিন, নেত্রকোনা জেলার উপদেষ্টা ও পূর্বধলা উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মাসুম মোস্তফা, নেত্রকোনা জেলা সভাপতি কামাল উদ্দিন প্রমুখ।

রাণীশংকৈল উপজেলা রিকাশা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলা রিকাশা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন (দিনাজ-৫৩) এর উদ্যোগে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ মহসিন আলীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ আফসার আলীর পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মোঃ মতিউর রহমান। এসময় উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ জহিরুল ইসলামসহ অন্যান্য শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

মুন্সিগঞ্জ জেলার উদ্যোগে উপজেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মুন্সিগঞ্জ জেলার উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন সাংগঠনিক দশক উপলক্ষ্যে উপজেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি খিজির আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের জেলা প্রধান উপদেষ্টা রুহুল কুদ্দুস, কেন্দ্রীয় পাঠাগার সম্পাদক ও ঢাকা দক্ষিণ অঞ্চলের সহকারী পরিচালক এস এম শাহজাহান।

ঢাকা জেলা দক্ষিণের উদ্যোগে উপজেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা দক্ষিণ জেলার উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন সাংগঠনিক দশক উপলক্ষ্যে উপজেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি আব্দুল্লাহ হিরার সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের জেলা প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা দেলোয়ার হোসেন, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা দক্ষিণ অঞ্চলের পরিচালক এডভোকেট আলমগীর হোসাইন, পাঠাগার সম্পাদক ও ঢাকা দক্ষিণ অঞ্চলের সহকারী পরিচালক এস এম শাহজাহান।

কুমিল্লা মহানগরী:

ট্রেড ইউনিয়ন সাংগঠনিক দশক উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত কুমিল্লা মহানগরীর বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সরোয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী। এসময় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কুমিল্লা মহানগরীর সভাপতি কাজী নজির আহমেদসহ ইউনিয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

মাদারীপুর জেলা:

ট্রেড ইউনিয়ন সাংগঠনিক দশক উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত মাদারীপুর জেলার বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম। এসময় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কর্মসংস্থান বিষয়ক সম্পাদক ও অঞ্চল সহকারী পরিচালক কাজী আবুল বাসার ও ফরিদপুর জেলা সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, মাদারীপুর জেলা সভাপতি খন্দকার দেলোয়ার হোসাইন প্রমুখ।

পঞ্চগড় জেলা:

ট্রেড ইউনিয়ন সাংগঠনিক দশক উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত পঞ্চগড় জেলার বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন অফিস পরিদর্শন ও ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন ফেডারেশনের ঠাকুরগাঁও জেলা সভাপতি মোঃ মতিউর রহমান। এসময় তিনি পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলা চাতাল শ্রমিক ইউনিয়ন (দিনাজ-৫৬), দেবীগঞ্জ উপজেলা দর্জি শ্রমিক ইউনিয়ন (রাজ-৩৩০২) ইউনিয়ন পরিদর্শন করেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের সভাপতি যথাক্রমে হাসান আলী, আব্দুল জলিল প্রমুখ।

বগুড়া জেলা পশ্চিম:

ট্রেড ইউনিয়ন সাংগঠনিক দশক উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত বগুড়া জেলা পশ্চিমের বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন অফিস পরিদর্শন ও ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় তালিমুল কুরআন বিষয়ক সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের বগুড়া জেলা পশ্চিমের সাধারণ সম্পাদক বাদশা মিয়া, শ্রমিক নেতা হোসাইন আহমেদ আকাশ, ওমর ফারুক প্রমুখ।

সেবামূলক কার্যক্রম

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে নতুন ঘর প্রদান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নীলফামারী জেলার উদ্যোগে জলঢাকা উপজেলার শৈলমারী ও কৈমারী ইউনিয়নে তিস্তা নদীর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে নতুন ঘর প্রদান করা হয়েছে। জেলা সভাপতি মোঃ মনিরুজ্জামান জুয়েলের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম রতনের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে নতুন ঘর বুঝিয়ে দেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুস সালাম, নীলফামারী জেলার উপদেষ্টা মাওলানা মোঃ আন্তাজুল ইসলাম। এসময় উপস্থিত ছিলেন জলঢাকা উপজেলার উপদেষ্টা মোঃ ছাদের হোসেন, ফেডারেশনের জেলা দফতর সম্পাদক মোঃ সিদ্দিকুর রহমান বিপ্লব, কোষাধ্যক্ষ মোঃ হোসাইন আহম্মেদ, জলঢাকা উপজেলা সভাপতি মোঃ অপিয়ার রহমানসহ স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

ডিমলা উপজেলা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে গৃহ সামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নীলফামারী জেলার উদ্যোগে ডিমলা উপজেলার পূর্ব ছাতনাই ইউনিয়নে তিস্তা নদীর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে গৃহ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। জেলা সভাপতি মোঃ মনিরুজ্জামান জুয়েলের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম রতনের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে গৃহ সামগ্রী বিতরণ করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুস সালাম, নীলফামারী জেলা উপদেষ্টা ও ডিমলা উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা মজিবুর রহমান। এসময় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা দফতর সম্পাদক মোঃ সিদ্দিকুর রহমান বিপ্লব, কোষাধ্যক্ষ মোঃ হোসাইন আহম্মেদ, ডিমলা উপজেলা উপদেষ্টা মাওলানা মোঃ মহিউর রহমান, ডিমলা উপজেলা সভাপতি মাওলানা জাহেদুল ইসলামসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

মৌলভীবাজার সদর উপজেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ঢেউটিন বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মৌলভীবাজার জেলা শাখার উদ্যোগে মৌলভীবাজার সদর উপজেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ঢেউটিন বিতরণ করা হয়। মৌলভীবাজার জেলার সভাপতি আলাউদ্দিন শাহের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুমিতের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ঢেউটিন বিতরণ করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাহায্য ও পুর্নবাসন সম্পাদক খান গোলাম রসুল। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন সিলেট মহানগর সভাপতি এডভোকেট জামিল আহমদ রাজু, কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও সিলেট অঞ্চলের সহকারী পরিচালক মাওলানা ফারুক আহমদ, মৌলভীবাজার জেলার উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুর রহমান, সদর থানার উপদেষ্টা ফখরুল ইসলাম। মৌলভীবাজার জেলা সহ-সভাপতি আহমদ ফারুক, জুড়ি উপজেলা সভাপতি লুৎফুর রহমান আজাদী সহ স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
ভর্তি চলছে
ভর্তি চলছে
ভর্তি চলছে
ড্রাইভিং শিখুন ভবিষ্যৎ গড়ুন,
বেকারত্ব দূর করুন
এস কে মটর ড্রাইভিং সেন্টারে
আমাদের বৈশিষ্ট্য
প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে।
অভিজ্ঞ ইন্সট্রাক্টর দ্বারা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
অটো ও ম্যানুয়াল গিয়ারের গাড়ি দ্বারা ড্রাইভিং শিখানো হয়।
শিক্ষার্থীদের সুবিধামত সময়ে (সকাল/বিকাল/রাত্রিকালীন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।
স্বল্প সময়ে চুক্তির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
প্রাকটিক্যাল ট্রেনিং এর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।
এস কে মটর ড্রাইভিং সেন্টার
রোড নং: ১৪, ধানমন্ডি রিভার ভিউ টাউন,
রায়ের বাজার (বেড়িবাধ সংলগ্ন), ঢাকা- ১২০৯।
মোবাইল: ০১৬২৯০৭৯৫৩৮

হজ্জ ও ওমরাহ্ বুকিং চলছে

হজ্জের নিবন্ধন চলছে, সত্বর যোগাযোগ করুন।

- হজ্জ লাইসেন্স নং-৬২০
- ওমরাহ্ লাইসেন্স নং-৫১৪

নিবন্ধন চলছে

যারা স্বল্প সময়ে ওমরাহ্ করতে চান অতিসত্বর যোগাযোগ করুন ।

বিশ্বের যে কোনো দেশের টিকিট বিক্রি করা হয়

শুভেচ্ছান্তে
আলহাজ্ব মোঃ আবু ইউসুফ

Member of ATAB
IATA
Biman BANGLADESH AIRLINES

আবাবিল হজ্জ গ্রুপ

দেশের শীর্ষস্থানীয় হজ্জে প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠান

৫৫/এ সিদ্দিক ম্যানশন
(৬ষ্ঠ তলা), পুরানা পল্টন
ঢাকা-১০০০ ।

ফোন : +৮৮-০২৯৫১৩১১৪
মোবা : ০১৭০৫-৩৪০৬২৬
০১৮৩২-৯৫৬৯৭৪

Imo & Whatsapp : 01705340626
E-mail : ababil358@yahoo.com
Web : www.ababilhajjbd.com

১ম
সুমাইয়া
২য়
আব্দুল্লাহ
৪র্থ
সাদিয়া
ভর্তি চলছে
মেডিকেল ও
ভার্সিটি ম্যাথ
প্রোগ্রাম
প্রথম ২০ এ ১৬ জন
DMC তে ১৬৩ জন সহ সর্বমোট চান্সপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৩৩০০+ জন
রেটিনা
০১৭০৭ ৭৮১৭৭১-৬